فبشر عبادی الذین یستمعون القول
فیتبعون احسنه *

ফেণি মোনাজাতার

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।

প্রণেতা ও প্রকাশক—
জনাব হাজি সাহ্ ছুফি
ছদরউদ্দিন আহ্মদ্ ছাহেব
গঙ্গারামপুর, পোঃ হরিতলা ;
জিলা জশহর।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩৯ হিজরী ও ১৩২৭ বাং

[মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা।

فبشر عبادی الذین یستمعون القول
فیتبعون احسنه *

ফেণি মোনাজাতার
বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।

প্রণেতা ও প্রকাশক—
জনাব হাজি সাহ্ ছুফি
ছদরউদ্দিন আহ্মদ্ ছাহেব
গঙ্গারামপুর, পোঃ হরিতলা ;
জিলা জশহর।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩৯ হিজ্‌রী ও ১৩২৭ বাং

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

Printed by S. A. Gunny

at the Alexandra S. M. Press, Dacca.

গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

দিন এছলামের উন্নতির জন্য যাঁহার প্রাণ সতত লালায়িত, যিনি এছলামের সামান্য খেলাফ কার্য্য দেখিলে অন্তকরণে বিষম বেদনা পান, এবং তাহা প্রতিকারের জন্য যিনি সতত যত্নবান, কঠোর পরিশ্রম করিয়া যিনি বিদ্যার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, দিন এছলামের রৌশন চেরাগ, তরিকতের উজ্জ্বল রত্ন, বঙ্গের অন্যতম পীর, মুক্তার পুর শন্দিপ, জেলা নোয়াখালি নিবাসী জনাব মৌলানা আহ্‌মদ্ ছাহেব (শন্দিপের কাট্‌গর মাদ্রাছার প্রধান মোদারেছ) ফেনি মোনাজাতের আত্মপান্ত ব্যাখ্যা লিখিয়া আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহার পর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কামেল, সর্ব্ব প্রধান ফাজেল, জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিদ্যার খনি, দেওবন্দ মাদ্রাছার স্পর্শমণি, হাদিছ তফ্‌ছির ফেকাহ বিজ্ঞান মধ্যে সর্ব্বাগ্র গণ্য, অজ্ঞ মুশলমানদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়ার জন্য, যিনি সার্থবিহিন, আল্লাহতালার শত্রুদিগের ব্যাঘ্র সদৃশ, ছুফি সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ট রত্ন, বঙ্গদেশের অন্যতম পীর, ইজ্জৎপুর, শন্দিপ, জেলা নোয়াখালি নিবাসী জনাব হজরৎ মৌলানা মহাম্মদ ওবিদোল্লাহ খাঁনছাহেব পুনঃ পুনঃ গভীর দৃষ্টি সহকারে এই ব্যাখ্যাকে দেখিয়াছেন, ইহার পরেও আমার ভ্রাতাদ্বয় জনাব মৌলানা মহাম্মদ আবদুল জলিল ছাহেব, ও মৌলানা মহাম্মদ এব্রাহিম ছাহেব ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছার মোদারেছদ্বয় ইহাকে বহু রাত্র যাগরণ করত পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন করিয়াছেন। বহু আলেমবৃন্দ ও নেকবক্ত মুছলমানগণ তাঁহাদিগের এলেম ও অর্থের দ্বারা এই কেতাব ছাপাইতে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা দিন এছলামের ও আমার যে সাহায্য

করিয়াছেন, তাহার কণামাত্রার ও আমি প্রতিদান করিতে অক্ষম। আল্লাহতালা, আপনি আপন রহমৎ কামেলা হইতে আমার, ইনাদিগের, এবং আমাদিগের সকলের খান্দানের দোনোজাহানে বেহ্‌তরী নছিব করুণ।

ফকির হাকির ছদরউদ্দীন আহাম্মদ হানিফি।
নক্‌শবন্দি মুজাদ্দাদি, কাদেরি।
ছাকিণ গঙ্গারামপুর, পোঃ হরিতলা, জেলা জশহর।

মুরচশ্‌ম্‌।

দোস্ত মহাম্মদ, ও মহাম্মদ আশেক এলাহি, আমার বাবাজাণদ্বয় প্রতি।

ওছিয়ত্‌।

বাপজান,

আমি এখন এত বুড় হইয়াছি, যে বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই আমি দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইব, আর তোমরা দুটী ভাই এখন এত ছোট, যে আমি তোমাদিগকে সম্পূর্ণ কিছুই তালিম করিয়া যাইতে পারিব না, বিদেশে প্রায়ই থাকি, যদি কোন স্থানে হঠাৎ মরিয়া যাই, তবে তোমাদিগের সহিত দুনিয়াতে আর তো সাক্ষাৎ হইবে না, দুটো কথা ও আর বলিয়া যাইতে পারিব না, তদ্‌জন্য আজ তোমাদিগের ভবিষ্য জীবনের মঙ্গলের জন্য কএকটী উপদেশ দিতেছি, ইহা তোমরা প্রতিপালন করিবে, আর আল্লাহতালা যদি তোমাদিগকে শন্তান শন্ততি দেন, তবে পুরুষানুক্রমে যেন তাহারা ছুন্নৎ তরিকা অনুযায়ি, যেরূপ আমাকে আমল করিতে দেখিতেছ, এইরূপ চালচলনকে যেন তাহারা এক্তেয়ার করে, তদ্‌জন্য উপদেশ দিবে। মুশলমানের ছেলে হইয়া ভিন্ন জাতিয় লোকের রেছমকে যেন এক্তেয়ার না করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

তোমরা নামাজ, জুমা নামাজ পড়িবে, রোজা রাখিবে, যদি আল্লাহতালা মালদার করেন হজ করিবে, জকাৎ দেবে, কোর্বাণি করিবে। শেরেক কুফর, বেদায়াৎ কখনও করিবে না। দাড়ি লম্বা রাখিবে। মোচ কাৎরাইয়া ছোট করিয়া রাখিবে। তবন পায়জামা পরিবে। লম্বা ঢিলা আছ্‌তিন্‌ পিরাণ, যেরূপ আমাকে পরিতে দেখ, সেইরূপ পরিবে। আছকান পরিবে, উহার ঝুলান কলার লাগাবে না। আর আছ্‌কানের

আছ্তিনে কোটের মত বোতাম দেবে না। সতত টুপি মাথায় রাখিবে। মাথার চুল চারিদিকে এক সমান করিয়া ছাটিবে, কিম্বা খুর দিয়া কামাইয়া ফেলিয়া দিবে, যেমন আমাকে করিতে দেখিয়া থাক। মেয়েদের জন্য পর্দার সুবন্দবস্ত সতত করিবে। নিজের শন্তানদিগকে •(যদি আল্লাহ পাক দেন) দিনি এলেম উত্তমরূপ শিক্ষা দিবে।

দাড়ি কখনও খুর দিয়া কামাইবে না, কিম্বা ভিন্ন জাতির ন্যায় ছোট ছোট করিয়া ছাটিবে না ; মোচ লম্বা রাখিবে না ; মাথার চুল আগেরদিকে লম্বা, পেছনের দিকে ও কানের পার্শ্বে খাটো, এমন ধারা করিয়া ছাটিবে না ; কাচা দিয়া ধুতি পরিবে না, প্যাণ্টলুন পরিবে না, কোট গায় দিবে না, খালি মাথায় কখনও থাকিবে না, বড় হইলে ঢেলা কুলুখ্ ব্যবহার করিবে, শোনার আংটা হাতে দিবে না, রেশমী কাপড় ব্যবহার করিবে না। শুদ্খোর লোকের সঙ্গে দোস্তি মহব্বৎ হতে পারে, এমন কোন সম্বন্ধ কদাচ করিবে না, শুদখোর লোকদিগের হামেশা দোজখে থাকিবার ভয় আছে স্মরণ রাখিবে, সুতরাং শুদখোর লোক হইতে বহুৎ দুরি এক্তেয়ার করিবে, বহুৎ দুরি এক্তেয়ার করিবে। গানা, বাজানা, হারাম কখনও শুনিবে না। গানা বাজানার নিকটে কখনও যাইবে না। বাবাজান যে যে কার্য্যগুলি করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করিলাম, তাহা তোমাদিগকে নিষেধ করিবার কারণ এই যে, ঐরূপ চালচলন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে হয় তো অনেক সময়ে তোমাদিগকে মিশিতে হইবে, তাহাদিগের দেখাদেখি, তোমরা ঐরূপ চালচলন এক্তেয়ার না কর, তদ্দরূণ ঐ সকল কার্য্য করিতে আমি বিশেষ রূপে তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি। একিনাণ্ জানিয়া রাখ, বাবাজান, দাড়ি কামানো ইত্যাদি, উপরে লিখিত যে সকল কার্য্যগুলি করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিলাম, এই সকল দিন এছলাম মধ্যে বড় গোনাহ্র কার্য্য হইতেছে, এইজন্য রোজ কেয়ামতে বহু মুসলমান দোজোখে যাইবে।

বাবাজান আমাকে, তোমাদিগকে, এবং সমস্ত মোছলমানদিগের ছেলে গণকে আল্লাহতালা আপন ফর্মাবরদারি করিতে, ও ছুন্নৎতরিকা মত চলিতে তৌফিক নছিব করেন; ও সকল প্রকার গোনাহ্‌র কার্য্য হইতে বাচাইয়া রাখেন।

বাবাজান আপন পয়দা কর্ণেওয়ালা, রেজেক দেনেওয়ালা, মহব্বৎ কর্ণেওয়ালা খোদাওন্দ করিমকে কখনও ভুলিয়া যাইবে না, হামেশা ইয়াদ করিবে, দুনিয়ার জেন্দেগানিতে তাঁহার প্রত্যেক হুকুমের লেহাজ রাখিয়া কাজ কর্ম করিবে, তাহা হইলে দোনোজাহানে আল্লাহতালা রহমৎ করিবেন।

আমার স্নেহভাজন মুরিদগণ প্রতি।

আমার উপরুক্ত ওছিয়ৎ আপনাদিগের প্রতিও রহিল। আপনারা নিশ্চয়ই উহা প্রতিপালন করিতেছেন ও করিবেন। আমি সাধ্যানুযায়ি আপনাদিগকে তৌহিদ্‌ বারিতাআলা, ও ছুন্নৎ তরিকার উপর চলা শিক্ষা দিয়াছি। ইহার উপর আপনারা কায়েম আছেন ও থাকিবেন, এবং আপনাদিগের সন্তান সন্ততিগণকে ও দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার উপর কায়েম রাখিবেন, হরগেজ ইহার অন্যথা করিবেন না।

ফকির হাকির ছনরউদ্দীন আহাম্মদ।

নকশবন্দি, মুজাদ্দাদী, কাদেরী।

ছাকিন গঙ্গারামপুর, পোঃ হরিতলা, জেলা জশহর।

ভ্রম সংশোধন পত্র।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২১	বাজান	বাজ্‌না
১৯	১৪	হে	যে
২২	৯	রছুলের	ওছুলের
২৮	১৬	কয়টী	একটী
৫৮	১	জবরদস্তি	জবরদস্তি কর্ণেওয়ালা
৫৯	৭	জবরদস্তি	জবরদস্তি কর্ণেওয়ালা
৬১	৮	করে,	করে, এবাদতের জন্য নহে,
৬১	[illegible]	করে,	করে, এবাদতের জন্য নহে,
৬২	১	বচেৎ	নচেৎ
৬৭	৩	দর	রদ্
১০৬	১৩	عملوم	معلوم
১১১	১০	والصالين	والصالحين
১১২	৬	يستحدون	يسجدون
১১৯	৭	لوءمن	لمؤمن
১৩৪	১৬	আলায়হেচ্ছাম	আলায়হেচ্ছালাম
১৫৫	২২	করিল	করিম
১৫৮	৭	ছাল্লাল	ছাল্লাম

ফেনি মোনাজারার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين
محمد و اله و اصحابه اجمعين الى يوم الدين

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্ তালার জন্য, যিনি সমস্ত আলমকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান। তিনি নিজ মোছলমান বান্দাদিগকে, যাহারা তাঁহার আজাবকে ভয় করে, ও তাঁহার হুকুম অনুসারে কার্য্য করে, তাহাদিগকে আপন ফজল ও করম হইতে আপন বেহেস্ত মধ্যে স্থান দান করিবেন, এবং প্রত্যেক নেয়ামৎ দ্বারা তাহাদিগকে শরফরাজ করিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তালার বান্দাদিগের উচিৎ যে, আল্লাহ্ পাকের উপর ইমান

আনিয়া, মনে প্রাণে মহব্বতের সঙ্গে তাঁহার আদেশ সমূহকে প্রতিপালন করেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার তছ্বিহ, তহ্লিল ও এবাদৎ বন্দিগী করিতে রত থাকেন।

আল্লাহতালা আমার অসংখ্য অসংখ্য দরূদ ও ছালাম আমার পবিত্র নবি, ও সত্য রছুল জনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা মহাম্মাদোর্‌রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লামের উপর পৌছাইয়া দেন। আহা, আমার প্রাণের রছুল আমাদিগের রঞ্জ ও মলাল্, দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না, তিনি আমাদিগের কামাল হেদায়েৎ ও নাজাতের জন্য একান্ত হারিছ হইতেছেন, আমাদিগের উপর নেহায়েৎ দর্জার শফিক ও কামাল মেহেরবান হইতেছেন। কেবল আমাদিগের প্রতি কেন? আহা, আমার প্রাণের রছুল পৃথিবীতে যাবতীয় মনুষ্য জাতি আছে, কাফের হউক কি মোছলমান, কাহার ও খারাবি মছিবৎ ও গুমরাহি পছন্দ করেন না, বরং জিন্ ও এন্‌ছান সকলেরই কামাল হেদায়েৎ প্রাপ্ত হওয়া, তাঁহার নিকট নিতান্ত মহ্‌বুব হইতেছে। আল্লাহতালা আমার প্রাণের রছুলকে আমারি নিকট সমস্ত মখ্‌লুকাৎ হইতে মহবুব বানাইয়া দেন। আমি একিনান এই কথা জানি, দোনো জাহানে যাবতীয় সৃষ্টি মধ্যে আমাদিগের এমন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষি আর হয় নাই, ও হবে না। যিনি এমন নেহায়েৎ আজীমশ্বান রছুল, তাঁহার তারিফ করা আমার বিদ্যা বুদ্ধি ও আকেল হইতে আলাতর হইতেছে। আমাদিগের শরাফতি ইহাই হইতেছে, যে আমরা পূরা পূরি তাঁহার ছুন্নতের এত্তেবা করি, ও অহরহ দরূদ শরিফ পড়িতে থাকি। সুতরাং আল্লাহ ওয়াস্তে আমি এখানে এক দরূদ আমার প্রাণের রছুলের জনাবে পাঠাই, শায়েদ আমার আল্লাহ পাক ইহা পছন্দ করেন, এবং ময়দান কেয়ামতে ইন্‌শা আল্লাহতালা ইহা আমার নাজাতের কারণ হইতে পারে।

اللهم صل علىٰ سيد نا محمد عبد ك و حبيبك و رسولك النبي الامى و علىٰ اله و اصحابه و ازواجه و احبابه و زريا ته اجمعين الى يوم الد ين *

• আমার প্রাণের রছুল হজরৎ ছৈয়েদেনা মহাম্মাদোর্‌রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ-আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নুর সকলের আগে পয়দা হইয়াছিল, এই জন্য তিনি সকল পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম ছাহেবানদিগের ছরদার হইতেছেন, এবং সমস্ত পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম ছাহেবানদিগের পরে হজরৎ ছৈয়েদেনা মহাম্মদ মছ্‌তফা ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম দুনিয়াতে আসিয়াছেন, • এবং হজরৎ ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লামের উপর পয়গম্বারি খতম হইয়াছে। যদি আমাদিগের • পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহ আলাওহে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের পরে কেহ পয়গম্বরীর দাবি করে, তবে সে ঝুটা ও কাফের হইতেছে। এই দিন, কেয়ামৎ তক্‌ জারি থাকিবে। আমার প্রাণের রছুল জনাব ছৈয়েদেনা আহাম্মদ মজ্‌তবা মহাম্মদ মছ্‌তফা রছুল করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নুর মোবারক মখ্‌লুক্‌ হইতেছে। এই নুর মোবারককে আল্লাহজ্জলার জাতের ও ছেফতের কোন অংশ বলিয়া এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। সকল মোছলমান এই নুর মোবারককে নুর মখ্‌লুক্‌ বলিয়া বিশ্বাস রাখিবেন। মখ্‌লুক্‌ মাণে ইহা হইতেছে, যে আল্লাহতালা ইহা পয়দা করিয়াছেন। মক্কা শরিফে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। যখন হজরৎ ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের চল্লিশ বৎসর বয়স হয়, তখন আল্লাহ পাকের তরফ হইতে তিনি পয়গম্বর হন, এবং কোরাণ মজিদ নাজেল হইতে শুরু হয়। তাহার পর ... দশ বৎসর মক্কা শরিফে ছিলেন, ঐ মোবারক স্থানে হজরৎ ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে মেরাজ নছিব হইয়াছিল। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বোরাক লইয়া আইলেন,

হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে বোরাকে ছাওার করিয়া মছ্জেদ্ আক্‌ছাতে লইয়া যান, এবং সেই থান হইতে হজরৎ ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম সাতই (৭ম) আছমানের উপর তশ্‌রিফ লইয়া যান। আরশ ও কুর্ছি তিনি দেখেন, এবং বেহেস্ত ও দোজখের ছায়ের করেন, এবং ঐ রাত্রে আল্লাহ তালার তরফ হইতে বড় বড় নেয়ামত পাইয়াছিলেন, এবং আল্লাহ তালার সঙ্গে কালাম করিয়াছিলেন, এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ঐ স্থানে ফরজ হয়। যখন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের তিপ্পন্ন বৎসর বয়ক্রম হইল, তখন আল্লাহ তালার হুকুমে মক্কা শরিফ হইতে মদিনা পাকেতে গেলেন, এই মোবারক স্থানে আরও দশ বৎসর ছিলেন, যখন তেশট্টি বৎসর বয়ক্রম হয়, তখন তিনি এন্তেকাল করেন। চুনাঞ্চে কবর শরিফ ঐ মোবারক স্থানে আছে। হজরৎ ফর্মাইয়াছেন "হাদিছ" যাহারি তফ্‌ছির এই, যিনি আমার কবর জেয়ারত করিবেন অবশ্য অবশ্য তাহার শাফায়াৎ আমাকে করিতে হইবে। কি খোশ নছিব ঐ সমস্ত মোছলমানদিগের, যাঁহারা হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লামের মাজার শরিফ জেয়ারৎ করিয়াছেন ও করিবেন।

ইয়া আল্লাহ আমি আমার নিজ্ গোনাহর দরুণ আপনার নিকট লজ্জিত আছি, অন্তকরণ মধ্যে আপনার রহমৎ পাইবার বড় আশা পোশণ করিতেছি। আল্লাহ পাক আমার গোনাহ সকলকে আপনি ক্ষমা করুন, এবং তৌবা করিবার, ও ভবিষ্যতে গোনাহ না করিবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তালা আমার প্রতি এবং আমার পিতা মাতা ও ওস্তাদ মহোদয়গণের প্রতি আপনি রাজি থাকুন, এবং আমার পির মুর্শিদছাহেব বুজুর্গের উপর, যিনি আমার প্রাণের রছুল করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লামের নায়েব হইতেছেন, দিন এছ্‌লামের

রৌশন চেরাগ হইতেছেন, আরেফ্‌গণের বাদ্‌শাহ্‌ হইতেছেন, বর্ত্তমান জমানার বুজুর্গান দিগের ছর্‌দার হইতেছেন। শরিয়তের এলেমের নেতা, তরিকৎ ও হকিকতের সাগর। কোন স্থানে রৌশন বাতি থাকিলে যেমন তাহার উপর পতঙ্গ সমূহ বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া উড়িয়া পড়িতে থাকে, এইরূপ তালেব রাহমানগণ পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে বিনা নিমন্ত্রণে হুজুরের চতুষ্পার্শ্বে দিবা রাত্র আসিয়া জমা হইতেছে। হুজুর তরিকতের দায়রার ভেদ সমূহ তাহাদিগের অন্তকরণ মধ্যে রোপণ করিয়া দিবার জন্ত অহরহ মনে প্রাণে চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাহাদিগের মূর্দা দেল্‌কে জিকিরের নূরের দ্বারা জেন্দা করিয়া দিতেছেন। তিনি মনি ও মুক্তার মধ্যে ইয়াকুৎ শদৃস অর্থাৎ, কুতুবুল আক্‌তাব্‌ হাজিয়ল হারামাইন শরিফায়েণ হজরৎ মৌলানা মুর্শিদানা শাহ ছুফি মহাম্মদ আবুবকার ছাহেব ছিদ্দিকি, আল্লাহতাআলা তাঁহার ও তাঁহার আওলাদিগণের বুজুর্গী দোনো জাহানে রক্ষা করুন। আল্লাহতালা আমার, তাঁহার, তাঁহার মুরিদগণের, তাঁহার খলিফাগণের মুরিদগণের, এবং সকল মোছলমান ভ্রাতা ভগ্নিগণের প্রতি রাজি থাকুন, গোনাহ মাফ করুন, এবং রহমৎ করুন। আমিন। ছদর উদ্দীন আহাম্মদ হানিফি।

মোনাজারার কারণ।

নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত ফেনি মহকুমাতে আমি (খাক্‌ছার ছদরউদ্দীন আহম্মদ) কতক দিন অবস্থান করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম নিবাসী মৌলবি শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব আসিয়া পৌছিলেন। তিনি নাচ গান বাজান ইত্যাদিসহ লোকদিগকে তালিম দিতে লাগিলেন। যেহেতু আমি সেইখানে সৎকার্য্যের উপদেশ দান করিতে, ও অন্যায়

গোনাহর কার্য্যের বাধা দিবার জন্য নিযুক্ত ছিলাম ; এই জন্য নিজ কর্ত্তব্য পালন করণার্থে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের উল্লেখিত শরিয়তের খেলাফ কার্য্যগুলির পথ বন্ধ করা, ও তাহা নিষেধ করা, এবং সর্ব্বসাধারণ লোকদিগকে দুরস্ত নাই বলিয়া দেওয়া উচিত ও আবশ্যকীয় কার্য্য মনে করিয়াছিলাম, সেই জন্য নিজ ওয়াজ মধ্যে ইহা হারাম ও নাদুরস্ত বলিতে লাগিলাম, এবং যাহারা এইরূপ শরিয়তের খেলাফ পাপ কার্য্য করেন তাহাদিগকে ফাছেক (পাপী) আর উহা হালাল জানেওয়ালাদিগকে কাফের বলিতে লাগিলাম। জনাব শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব এই খবর শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন, এবং এ খাকছারের সহিত মোবাহাজারা (তর্ক বিতর্ক) করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং একটী হস্তলিপি বহি যাহার মধ্যে তাঁহার সায়েজের দলিলাদীর ৬১ একষট্টি দফা স্থির করিলেন, এবং উহার প্রত্যেক দফার ভিন্ন ভিন্ন ভাবের নাদুরস্তের লিখিতভাবে দলিল তলব করিলেন। এ খাকছার এবং ফেনি মহকুমার অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আলেমগণ তাঁহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হইলাম। আল্লাহ তাআলার ফজলে তাঁহার সমুদয় দফাগুলির রহিত করার বিষয় লিখিত উপযুক্ত উত্তর, নাদুরস্তের দলিলগুলির সহিত পেশ করা হইয়াছে। উভয় দলিলাদীর এক নকল উভয় পক্ষের মানিত শালিশ জনাব মৌলানা মহাম্মদ ছফি উল্লাহ ছাহেব কলিকাতা মাদ্রাছা আলিয়ার প্রথম শিক্ষক, ও জনাব মৌলানা মহাম্মদ নাজের হোছেন ছাহেব এবং জনাব মৌলানা এছহাক ছাহেব কলিকাতার মাদ্রাছা আলিয়ার শিক্ষকগণের সমিপে পেশ করা গিয়াছিল। আল্লাহ তাআলার ফজলে উল্লেখিত তিন মৌলানা ছাহেবগণ একতা সূত্রে আমাদের দলিলাদীর অনুসন্ধান ও সত্যতাকে ন্যায় সংগত মনে করিয়া ফয়ছলায়ে হাক্কানি নামক একটী মীমাংসা পত্র ও তান কিহাতোচ্ছালিয়া একটী হস্তলিপি বহি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

যখন বর্ত্তমান সময় এই অঞ্চলে নাচ গান ও তাজিমি ছিজ্দা দুরস্ত কারিগণের দল মেঘের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং অনেক লোক ইহার হারামের বিষয় জ্ঞাত নহেন, তদ্জন্য সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থে এই মোনাজারাকে ফয়ছলায়ে হাক্কানি ও তান্ কিহাতোচ্ছানিয়া কেতাবসহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াদিলাম। মোনাজারার পাঠকবর্গ ও এই পুস্তক হইতে যাহারা উপকার প্রাপ্ত হইবেন, তাহাদিগের নিকট আশা করি যে, এ খাকছারকে 'দোওয়া করিতে ভুলিবেন না। এবং আমার সাহায্যকারি আলেমগণ, বিশেষতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামেল, সর্ব্বপ্রধান ফাজেল, জ্ঞানের ভাণ্ডার বিদ্যার খনি ওয়াজ নছিহৎকারিগণের শিরমণী আল্লাহ তাআলার শত্রুদিগের ব্যাঘ্র সদৃশ, হাদিছ, তফছির, ফেকাহ, বিদ্বানগণ মধ্যে সর্ব্বাগ্রগন্য জনাব হজরৎ মৌলানা মহাম্মদ ওখিহোল্লাহখাঁন ছাহেব শন্দিপী ও জনাব মৌলানা মহাম্মদ হামিদোর রহমান ছাহেব ও জনাব মৌলানা আব্দুল মজিদ ছাহেব ও জনাব মৌলানা আব্দুল হামিদ ছাহেব ও জনাব মৌলানা আব্দুল জলিল ছাহেব ও ফেনির অন্যান্য আলেম গণের জন্য ভালাইর দোওয়া করিবেন। কারণ প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই উত্তরদাতা ও তর্ককারি হইতেছেন, আমি কেবল মাত্র একটী উছিলার ন্যায় এ মোনাজারা মধ্যে শরিক ছিলাম। আমি আমার আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ গুলির অসংখ্য গুণ গান ও শোকর গুজারি করিতেছি যে আল্লাহ তাআলা আপন ফজল ও করমে এই মোনাজারাতে আমাদিগকে জয়ী করিয়াছেন। এবং আমার সাহায্যার্থে উল্লেখিত ওলামাগণকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এবং এ খাকছারকে ও উল্লেখিত আলেমগণকে অতি পরিশ্রম সহকারে লিখিবারও অনুসন্ধান গুলির মধ্যে কোশেশ করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। আর আল্লাহ তাআলা এই মোনাজারার সমুদয় চেষ্টাকে আপনি কবুল করুন, আমাকে এবং ইহার সাহায্যকারিগণকে ও

মোছলমান ভ্রাতা ভগ্নিগণকে হেদায়েৎ ও সকল রকম গোমরাহি হইতে রক্ষা করিয়া সোজা রাস্তার উপর চলিবার ক্ষমতা দান করুন, এবং নিজ রহমৎ ও ফজল করম দ্বারা দোনো জাহানে সন্মানিত করুন, আমিন।

ফকির হাকির ছদরউদ্দীন আহাম্মদ নক্‌শ্‌বন্দি, কাদেরি, মোজাদ্দেদী সাকিন গঙ্গারামপুর, ডাকঘর হরিতলা জেলা জশহর।

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য, যিনি আমাদিগকে এছলামের জন্য হেদায়েৎ করিয়াছেন, এবং মানব শ্রেষ্ঠ নবি জনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা মহাম্মদোররাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের তাবেদারি করিতে তৌফিক নছিব করিয়াছেন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, তাঁহার, তাঁহার স্বজনগণ, সঙ্গিগণ, এবং তামাম এমামগণের উপর আপনি দরূদ ও ছালাম নাজেল করুন।

তদপর খাকছার ফকির হাকির ছদরউদ্দীন আহাম্মদের ফেনির এছলামিয়া সমিতির মোবারক খেদমতে আরোজ এই যে, জনাব মৌলবি শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে, তাজিমি ছিজ্‌দা দুরুস্ত বিষয় প্রমাণ দেওয়া একটা দফাওয়ার ফতওা লিখিয়া ফেনি আঞ্জুমানে এছলামের মারফৎ, এই খাক্‌ছারের নিকট পাঠাইয়াছেন ; এবং বাজানাসহ নাচ গান করাকে তিনি জায়েজ রাখেন, ও আমলে আনেন। এই সমস্ত কার্য্য যখন শরিয়তের খেলাফও দিন ইছলামের সর্ব্বনাশকারি, অতএব এ খাকছার উহার রদ ও সমুলে বিনাশ করনার্থে এক খানি ফতওা, যাহার মধ্যে ঐ শাহ ছাহেবের দফাওয়ার দলিলগুলির বিস্তৃত রদ, গায়েরোল্লাহ্‌র ছিজ্‌দা হারাম ও কুফর বিষয়, এবং আর ও একটী ফতওা স্থুলভাবে উহা হারাম ও

কোফর বিষয়, এবং দুই খানি ফতওা নাচ, গানের হারাম বিষয় ফেনি আঞ্জুমানে এছলামের খেদমতে পেশ করিতেছি।

সমুদয় পেশ করা লিখিত কাগজাৎ এই।

(১) জনাব শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের দফাওয়ার ফতওার নকল। (২) শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের ফতওার দলিলাদির রদ বিষয় আমাদিগের বিস্তৃত বড় ফতওা। (৩) জনাব শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের ইংরাজি হোয়াট্ ইজ্ ম্যান্? (What is man ?) পুস্তকের মধ্যে যে যে শরিয়ৎ বিরূদ্ধ দিন এছলামের খেলাফ কথাগুলি লিখিয়াছেন, উহার রদ্ ও কুফরের ফতওা। (৪) বিস্তৃত বড় ফতওা তাজিমি ছিজ্‌দার হারাম ও কুফর বিষয়। (৫) নাচ, গান, হারাম বিষয় ফতওা এবং শরিয়তের হুকুম ছাকেৎ হইবে না (ছুটীবে না) বিষয়, ও গায়েরোল্লাহ্‌কে ছিজ্‌দা করা হারাম, ও গানা, বাজানা হারাম, এবং আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ গায়েব জানেন না; ও ওলিকে চিনিবার বিষয়।

আল্লাহতালা আমাদিগের চেষ্টা সমুহকে কবুল করূণ, এবং এ খাকছারকে ও লেখক গনকে ও সাহায্য কারিকগণকে ও মুফ্‌তিগণকে নেকির ভাল ফল প্রদান করূন, এবং আমাকে ও সকল মোছলমান ভ্রাতা ভগ্নিকে হেদায়েৎ নছিব করূন। আল্লাহতালা আপনি কবুল করূন।

ফকির হাকির ছদরউদ্দীন আহম্মদ হানিফি।

শাহ্ মৌলবি বদীয়ল আলম ছাহেবের লিখিত পত্রের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

تذكره ঘোষণা।

বর্ত্তমান সময় অগণিত মত ভেদ দিন এছ্লাম ও মজ্হাব মধ্যে পয়দা হইয়া গিয়াছে, যাহা মহা গোলযোগের কারণ ও মোছলমাণ জাতির ভিতর বিবাদের কারণ হইয়াছে। এই সকল মনমালিন্য জনিত গোলমাল জাতি ও ধর্ম্মকে সর্ব্বনাশ হইবার দিকে পথ দেখাইতেছে। এই দেশের আলেমগণের এক দল এত সীমার বাহিরে গিয়াছেন যে, সত্য বিচার না করিয়া মোছলমান প্রতি কোফরের ফতওা দিতেছেন। ও তাজিমি ছিজ্দা, এবং বাজনা সহ গান শুনাকে যদি মনের খুশীর জন্য, এবং হারাম সমুহ হইতে খালি হয়, কোফর বলিতেছেন। এমন কালাম শরিয়তের সীমাতীত এবং সম্পূর্ণ অবিচার হইতেছে। এই দলের কিছু লোক জাতির মধ্যে অশান্তি উৎপাদন করিবার জন্য মোণাজারা (তর্ক) করিবার ইচ্ছুক। অতএব যদি ও এই হাকির ফকিরের মোণাজারা ও ঝগ্ড়া করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। কিন্তু এই রূপ স্থানে চুপ থাকা বিধর্মতা প্রচলিত হইবার, এবং আল্লাহ তাআলার গজব নাজেল হইবার কারণ হইবে। এই অধিন অন্যায় দাবিদারগণের সহিত মোণাজারা (তর্ক) করিতে প্রস্তুত আছি। এবং তাজিমি ছিজ্দা ও নাচ, গান মোবাহ হওয়ার দলিলগুলি কোরাণ হাদিছ্ এবং

মুজতাহেদ্ ইমামগণের মুল তত্ব হইতে পেশ করিব। আল্লাহ পাকের নিকট আশা করি যে, আমার এই দলিলগুলিকে ভাল মন্দের মধ্যে বিচারক পরিচয় করিয়া দেন। কিন্তু এই মোনাজারার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত্তগুলি হওয়া আবশ্যক।

মোনাজারার শরায়েৎ।

যদি কোন আলেমের মোনাজারা করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার ও অধিনের মধ্যে মোনাজারার পূর্ব্বে একখানা চুক্তিপত্র (এগ্রিমেণ্ট) রীতিমত আইন অনুসারে লিখিত হইয়া রেজিষ্টরি করিতে হইবে। উহাতে নিম্নের শর্ত্তগুলি থাকিবে।

প্রথম শর্ত্ত এই। উভয় পক্ষের মোনাজারাকারিগণের নাম। মোণাজারার সভায় তৃতীয় কোন ব্যক্তির বক্তৃতা করিবার অনুমতি মিলিবে না।

(২) উভয় পক্ষের তর্ককারিগণের মুজ্হাব কি? তাহার পরিচয় দিতে হইবে। এ অধিন ছুন্নি হানিফি হইতেছে।

(৩) কোন্ মুজ্হাবের কায়দা অনুযারি মোনাজারা হইবে? এই অধিন যখন হানিফি হইতেছি, তবে হানিফি মুজ্হাবের কায়দা মতে মোনাজারা হওয়া চাই।

(৪) কোন্ কোন্ মছআলার উপর বহছ (তর্ক) হইবে? তাজিমী ছিজ্দা নাচ, গান, এই তিন মছআলার উপর বহছ হইবে। নুতন কোন মছ্আলা মোনাজারার সময় পেশ করিবার অনুমতি মিলিবে না।

(৫) মোনাজারা লিখিত রূপে হইতে হইবে। এই অধিন তাজিমি ছিজ্দা ও নাচ, গানের দলিলগুলি দফা দফা লিখিয়া পেশ করিব ইন্শা আল্লাহ।

(৬) উত্তর দাতা মৌলবি ছাহেবকে আমার দলিলগুলির প্রত্যেক দফার রদ্ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পেশ করিতে হইবে।

(৭) কেবল মাত্র দুরস্ত নাই বলিয়া এক ফতওা লিখিয়া দিলে তাহা লওয়া যাইবে না।

(৮) উভয় পক্ষের দলিলগুলিকে একজন আমিনের (শালিশের) নিকট পাঠাইতে হইবে। ঐ আমিন কলিকাতা মাদ্রাছার শিক্ষক মৌলানা ছফি উল্লাহ ছাহেব হইবেন। অথবা ঢাকা মাদ্রাছার ছুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent) শামছোল ওলামা মৌলানা আবুনছর অহিদ ছাহেব হইবেন।

(৯) মানিক্ত শালিশের যে রায় লিখিত হইবে, সেই রায়ের মধ্যে যে পক্ষের দলিলগুলি নাকেছ (অকর্ম্মণ্য) হইবে, সেই পক্ষ অপর পক্ষকে মব্লগ্ ১০০০৲ এক হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে হইবে। ইহা যখন সময় নষ্ট ও অনর্থক কষ্ট দেওয়ার ক্ষতি পূরণ হইবে, তখন ইহা জুয়া নহে, এই কারণ বশতঃ নাদুরস্ত হইবে না। কিন্তু ফেনিবাসী আলেমগণ হইতে এই শর্ত্ত উঠাইয়া লওয়া গেল।

(১০) ছব্ডিবিশনাল্ অফিছারের অনুমতি মতে মোনাজারার সভা গঠিত হইবে, এবং তর্কের সময়, ও স্থান তিনি নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। সভাপতিও তিনি হইবেন। পুলিশ ছুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Police Superintendent) সাহেবকেও হাজের থাকা চাই।

(১১) উভয় পক্ষের দলিলাদি এবং শালিশের মিমাংশা পত্র সংবাদ পত্রে উঠাইয়া দিতে হইবে।

দস্তখৎ—মহাম্মদ বদীয়ল আলম। মোকাম ফেনি ১৪।১২।১৯১৬

অদ্য হইতে লিখিত উত্তরের জন্য ১৫ দিনের সময় দেওয়া গেল।

দস্তখৎ—মহাম্মদ বদীয়ল আলম। ১৪—১২—১৯১৬।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الكريم

جاء الحق و زهق الباطل

শাহ বদীউল আলম ছাহেবের দলিলগুলির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দফা।

ছিজ্‌দা দুই প্রকার (১) এবাদতি ছিজ্‌দা (২) তাহিয়্যা বা তাজিমের ছিজ্‌দা। উভয় প্রকার ছিজ্‌দা পবিত্র কোরাণ দ্বারা ছাবেৎ আছে। এবাদতি ছিজ্‌দা যথা আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :—

قوله تعالى (1) فاسجدوا لله و اعبدوا

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তাআলার জন্য ছিজ্‌দা কর ও এবাদৎ কর। এবং আরও আছে—

(۲) لله يسجد من فی السموات و الارض - ان كنتم اياه تعبدون *

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জন্যই ছিজ্‌দা করিতেছে, যাহারা সমস্ত আছমান ও জমিনে আছে। যদি তোমরা তাঁহারই এবাদৎ করিতেছ তাঁহাকেই ছিজ্‌দা কর।

এই আয়েৎগুলি এবাদতি ছিজদার বিষয় আসিয়াছে। এখানে আল্লাহ তাআলাকে এবাদৎ করা শর্ত্ত করিয়াছে। তাহা "যদি তোমরা তাঁহারই এবাদৎ করিতেছ", এই কথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। আর হাদিছ শরিফে যে গায়েরোল্লাহ্‌কে ছিজ্‌দা করা নিষেধ আসিয়াছে, এই এবাদৎ ছিজ্‌দার বিষয় আসিয়াছে। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে মাবুদ জানিয়া ছিজ্‌দা করিবে, কাফের হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এবাদতি ছিজ্‌দা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে করা দূরস্ত নাই।

ছিজ্‌দায়ে তাহিয়্যা বা তাজিমি ছিজ্‌দা। তাজিমি ছিজ্‌দা ও কোরাণ শরিফ দ্বারা ছাবেৎ আছে। যথা আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :—

قوله تعالى (١) واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا

الا ابليس - سورة بقر ع٤ *

অর্থাৎ "যখন আমি ফেরেস্তাগণকে বলিলাম যে, আদম (আলায়হেচ্ছালাম) কে ছিজ্‌দা কর, তবে ইব্‌লিছ ভিন্ন তাহারা ছিজ্‌দা করিয়াছেন। ছুরা বকর ৪ রূকু।"

তফ্‌ছির হোছায়নিতে আছে যে, "হে নবি করিম (ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম) আপনি স্মরণ করুন ঐ কথাকে যে বলিয়াছিলাম আমি সমস্ত ফেরেস্তাগণকে একবার ছিজ্‌দা কর আদমকে তাজিমের ছিজ্‌দা। তবে সমস্ত ফেরেস্তাগণ ছিজ্‌দা করিলেন, কিন্তু ইব্‌লিছ্‌ ছিজ্‌দা করিল না। আল্লাহ তাআলা তাহাকে তাহার নাফর্ম্মানির দরুণে শয়তান উপাধি দিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমৎ হইতে বঞ্চিত। এবং ফেরেস্তাগণের হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করা কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত ছুরা সমূহে উল্লেখ আছে। (১) ছুরা বকর ৪ রূকু। (২) ছুরা হোদ ৫ রূকু। (৩) ছুরা আরাফ ২ রূকু। (৪) ছুরা হাজর ৩ রূকু। (৫) ছুরা বাণি এছ্রাইল ৪ রূকু। (৬) ছুরা কাহাফ ৭ রূক। (৭) ছুরা তা হা ৭ রূকু।

শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের উপরের লিখিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার দলিলগুলির রদ উত্তর—

কোরাণ শরিফের আয়েৎ واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم - ইত্যাদির দ্বারা তাজিমি ছিজ্‌দা দুরস্ত আছে বলিয়া প্রমাণ হয় না, কারণ কোন কোন তফ্‌ছির লেখক ইহার দ্বারা এবাদতি ছিজ্‌দা অর্থ

করিয়াছেন। আদম আলায়হেচ্ছালামকে কেবলা স্থির করিয়াছেন, অর্থাৎ আদমকে ছিজ্‌দা কর, এই কথা দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে এবাদতি ছিজ্‌দা করা উদ্দেশ্য, আদম আলায়হেচ্ছালামের দিকে ছিজ্‌দা করা যেমন আমাদিগের কাবা শরিফের দিকে ছিজ্‌দা করা হইল। (আমরা কাবা শরিফের দিকে ছিজ্‌দা করি, কিন্তু কাবা শরিফকে ছিজ্‌দা করি না। কাবা শরিফকে কেবলা জানিয়া আল্লাহ তাআলাকে ছিজ্‌দা করিয়া থাকি। এইরূপ হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম ফেরেস্তাদিগের কেবলা ছিলেন। ফেরেস্তাগণ হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামকে কেবলা জানিয়া আল্লাহ তাআলাকে ছিজ্‌দা করিয়াছিলেন।) আবার কোন কোন তফছির লেখক আদমের ছিজ্‌দার অর্থ, আদম আলায়হেচ্ছালামকে তাজিমি ছিজ্‌দা করা বুঝিয়াছেন, যথা—তফছির বয়জাবিতে আছে যে—

تفسیر بیضاوی - فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال •

অর্থাৎ ছিজ্‌দার অর্থ এবাদতি ছিজ্‌দা তাজিমি ছিজ্‌দা দুইটারই সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাজিমি ছিজ্‌দা হওয়া সন্দেহ হইল। তবে ইহার দ্বারা তাজিমি ছিজ্‌দার দুরস্তের প্রমাণ দেওয়া বাতেল হইল এবং কোরাণ শরিফের আয়েৎ—

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الخ

অর্থাৎ তোমরা সূর্য্য এবং চন্দ্রকে ছিজ্‌দা করিও না, আল্লাহ তাআলাকেই ছিজ্‌দা কর; যিনি উহাদিগকে পয়দা করিয়াছেন। এই আয়েৎ দ্বারা গায়রোল্লাহকে ছিজ্‌দা করা একেবারে মানা হইয়াছে। এবং কোরাণ শরিফের আয়েৎ—

ايا مركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون

৩য় ছিপারা, ছুরা আল্ এম্রান ৮ রুকুঃ।

অর্থাৎ "নবি করিম (ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়াছাল্লাম) তোমাদিগকে কোফরি কার্য্যের হুকুম দিবেন কি ? তোমরা যখন মোছলমান"। এই আয়েৎ দ্বারা গায়রোল্লাহকে ছিজ্‌দা করা কোফরি ছাবেৎ হইয়াছে। কেননা এই আয়েৎ নাজেল হইবার কারণ এই যে, একদিন হজরৎ নবি করিম (ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়াছাল্লামের) সঙ্গিগণ হজরৎকে ছিজ্‌দা করিবার জন্য দরখাস্ত করিলেন, তখন এই আয়েৎ নাজেল করিয়া আল্লাহ তাআলা বলেন যে, নবি ছাহেব তোমাদিগকে কোফরি কার্য্যের অর্থাৎ তাঁহাকে ছিজ্‌দা করিবার হুকুম দিবেন কি ? তোমরা যখন মোছলমান, এই আয়েৎ দ্বারা বজ্জাজিয়া কেতাবে লিখিয়াছে যে, লোকে লোক্‌দিগকে ছিজ্‌দা করা কোফরি হয়। তফ্‌ছির জালালায়েন মধ্যেও এইরূপ আছে। তফ্‌ছির মাদারেকোত্তন্‌জিলের মধ্যে—

ايا مركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون

এই আয়েৎ শরিফের নিচে লিখিত আছে যে, ইহাতে বুঝা যায় কথাটার লক্ষ মোছলমানগণের দিকেই ছিল। যাহারা হজরৎকে ছিজ্‌দা করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। ইহাতে গায়রোল্লাহকে ছিজ্‌দা করা একেবারে কোফর ছাবেৎ হইল। যে তফ্‌ছির হোছানির দ্বারা শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব ছিজ্‌দা দুরস্তের দলিল আনিতেছেন, ইহাতে খুব ভাল মতে দেখা গিয়াছে যে কেবল মাত্র আয়েৎ শরিফের তর্জমা ভিন্ন উহাতে আর কিছু তাজিমি ছিজ্‌দার বিষয় নাই। শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব অনর্থক নিজ পক্ষ হইতে উহা লিখিয়াছেন। ও তফ্‌ছির কাশ্বাফের বর্ণনাতে জানা যায় যে তাজিমি ছিজ্‌দা সকল জমানাতে ছিল না। জমানার

পরিবর্ত্তনে ইহার হুকুম ও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। অতএব তাজিমি ছিজ্‌দা পূর্ব্ব কালের কোন শরিয়তে দুরস্ত ছিল, আমাদিগের শরিয়তে উহার হুকুম অর্থাৎ তাজিমি ছিজ্‌দা করা বাতিল হইয়াছে। তফ্‌ছিরে খাজেন মধ্যে এই সকল আয়েতের নীচে লিখিয়াছে যে, "যখন আমাদিগের মোছলমানি শরিয়ৎ আসিয়াছে ছালাম দ্বারা ঐ তাজিমি ছিজ্‌দা রহিত করা গিয়াছে।" তফ্‌ছির মাদারেক মধ্যে আছে যে, "তাজিমি ছিজ্‌দা পূর্ব্ব কালে দুরস্ত ছিল, তৎপর হজরতের হাদিছ দ্বারা রহিত করা গিয়াছে। হাদিছ এই—

لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد الا لله تعالى

কোন লোকের উচিৎ নহে যে, আল্লাহ ভিন্ন কাহাকে ছিজ্‌দা করে। এই হাদিছ বলিবার কারণ এই যে, হজরৎ ছাল্‌মান (রা) হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লামকে ছিজ্‌দা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইলেন যে কাহারও উচিৎ নহে যে, আল্লাহ ভিন্ন কাহাকে ও ছিজ্‌দা করে। ও ফতওয়ায়ে হাম্মাদিয়ার ৮২৪ পৃষ্ঠায় আছে যে, "আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করা তাজিম ও তাহিয়্যার জন্য ছিল, পরে ঐরূপ করা হজরতের এই হাদিছ দ্বারা রহিত করা গিয়াছে।
হাদিছ এই—

لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرءة ان تسجد لزوجها

অর্থাৎ "যদি কাহাকে ছিজ্‌দা করিবার জন্য কাহার ও প্রতি হুকুম করিতাম, তবে নিশ্চয় হুকুম করিতাম স্ত্রীকে যেন নিজ স্বামীকে ছিজ্‌দা করে। (প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ভিন্ন কাহাকে ও ছিজ্‌দা করা জায়েজ নাই।") উক্ত হাম্মাদিয়া কেতাবে আর ও আছে যে, "তাজিমি ছিজ্‌দা

পূর্ব্ব জমানাতে দুরস্ত ছিল, এখন তাহা হজরতের হাদিছ দ্বারা রহিত করা গিয়াছে,,। আর (তফছির জাহেদীর) মধ্যে আছে যে, "পূর্ব্বকালের লোকগণের তাহিয়্যা (তাজিম) করা ছিজ্‌দা দ্বারাই ছিল যেমন বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের ইছলাম ধর্ম্মে তাজিম ও তাহিয়্যা ছালাম ও মোছাফাহা দ্বারায় করা হয়। হজরৎ মৌলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেব তফছির আজিজির ২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "তাজিমি ছিজ্‌দা পূর্ব্বকালে জায়েজ ছিল, কিন্তু মহাম্মদীদিনের মধ্যে ইহা হারাম হইয়াছে। এই সকল কেতাবের এবারৎ দ্বারা প্রকাশ হইল যে, তাহিয়্যা ও তাজিমি ছিজ্‌দা আমাদিগের শরিয়ৎ মধ্যে রদ্দ ও রহিৎ করা গিয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, তাজিমি ছিজ্‌দা প্রচারকগণের উপর কোফরের ফতওয়া দেওয়া যাইবে। হানিফি মজ্‌হাবের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কেতাব সমুহে ইহার প্রমাণ আছে।

যথা (১) আলামগিরির প্রথম জেলদের ২৮ বাবের মধ্যে আসিয়াছে যে, যদি সুলতান্‌কে উপাসনার নিয়তে ছিজ্‌দা করে, কিম্বা ছিজ্‌দা করাতে কোন নিয়ৎ না করে; তবে সেই ব্যক্তি কাফের হইবে। ফত্‌য়ায়ে হাম্মাদিয়াতে আছে যে, যে ব্যক্তি কাহাকে যে কোন প্রকারে ছিজ্‌দা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। কারণ উহা আমাদিগের শরিয়তের মধ্যে দুরস্ত নাই, ঐ কেতাবে আর ও আছে যে, "যখন গায়রোল্লাহ্‌কে ছিজ্‌দা করিবে, কাফের হইবে। কারণ, জমিনের উপর কপাল রাখা আল্লাহ ভিন্ন কাহারও জন্য দুরস্ত নাই। যদি কাফেরগণ মোছলমানকে বলে যে, রাজাকে ছিজ্‌দা কর, নচেৎ তোমাকে কতল করিব; তবুও সেই ব্যক্তির ছিজ্‌দা না করা উচিৎ, কারণ ইহা দেখিতে কুফ্‌রি হয়। মনুষ্যের উচিৎ যে এমন কার্য্য না করে, যাহা দেখিতে কুফ্‌রি বোধ হয়।" মুহিত্‌ কেতাব হইতে ফেক্‌হা আক্‌বার কেতাবের ২৪৮ পৃষ্ঠায় আনিয়াছেন,

যে "যদি কাফেরগণ কোন মোছলমানকে বলে যে, রাজাকে ছিজ্‌দা কর, নচেৎ তোমাকে কতল করিব, সেই ব্যক্তির ছিজ্‌দা না করা উচিৎ, কারণ ইহা দেখিতে কুফরি হয়। মনুষ্যের উচিৎ যে, এমন কার্য্য না করে, যাহা দেখিতে কুফরি হয়। এবং যদি জবরদস্তিস্বরূপ ছিজ্‌দা করায়, তবে ইহাতে মত্‌ভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন যদি তাহিয়্যা (তাজিম) মনে করিয়া ছিজ্‌দা করে, তবে কাফের হইবে না। কেহ বলিয়াছেন শুধু ছিজ্‌দা করিলেই কাফের হইবে। কিন্তু জবরদস্তি ব্যতীত, হুকুম করিলে যদি ছিজ্‌দা করে, তবে সকলের মতে সে কাফের হইবে। জমিনের উপর চুমা দেওয়াও ছিজ্‌দার কাছাকাছি বটে, কিন্তু মাটীর উপর কপাল রাখা জমি চুমা দেওয়া অপেক্ষা বেশী খারাপ। কেননা মাটীর উপর কপাল রাখিলে ছিজ্‌দা করা হয়। এবং ছিজ্‌দা করা গায়েরোল্লহের জন্য দুরস্ত নাই। শামি কেতাবে আছে যে, শাম্‌ছোল্‌ আইম্মা ছরখ্‌ছী বলিয়াছেন, যদি আল্লাহ ভিন্ন কাহাকে তাজিম করা স্বরূপ ছিজ্‌দা করে, তবে কাফের হইবে।" এবং জহিরিয়া কেতাবে আছে যে, শুধু ছিজ্‌দা করিলেই কাফের হইবে। তফ্‌ছির আজিজির ২৯৬ পৃষ্ঠায় আছে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহাকে ছিজ্‌দা করা কুফরির চিহ্ন। উপরের লিখিত দলিলাদীতে বেশ বুঝা গেল যে, ছিজ্‌দা তাহিয়্যা বা তাজিমি ছিজ্‌দার প্রচারকগণ কাফের হয়। যাহা হউক তাজিমি ছিজ্‌দা হারাম এবং গোনাহ কবিরা হয়। ইহার দলিল অনেক কেতাবে আছে, এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু লেখা গেল মাত্র। দোর্‌রোল মোখ্‌তার কেতাবে আছে যে, লোকে যে বুজুর্গানের ও আলেমগণের সম্মুখে জমি চুম্বন করে, ইহা হারাম। আলামগিরি কেতাবের ৫ম জেলেদের ২৮ বাব মধ্যে আছে যে, যে ব্যক্তি ছুলতানের জন্য সম্মানার্থে ছিজ্‌দা করিবে, অথবা তাহার সম্মুখে জমি চুমা দিবে, সেই ব্যক্তি কাফের হইবে না; কিন্তু গোনাহ

গার হইবে, কারণ সেই ব্যক্তি কবিরা গোনাহ অবলম্বন করিয়াছে, তবে এখন ফেকৃহার সমস্ত কেতাব দ্বারা জাহের হইল যে, তাজিমি ছিজ্‌দা কারিগণ কবিরা গোনাহ করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি কবিরা গোনাহ, ও হারামকে হালাল মনে করিয়া দুরস্ত রাখে, তাহার উপর কুফরির হুকুম ছাবেৎ হইবে, অর্থাৎ সে কাফের হইবে। যথা আলমগিরির ৪র্থ জেলদের কেতাবোচ্ছিয়ার মধ্যে আছে যে, যে ব্যক্তি হারামকে হালাল বিশ্বাস করে, কিম্বা—হালালকে হারাম মনে ধারণা করে, সে কাফের হইবে।" ফেকৃহা আকবার ও অন্যান্য কেতাবে ও এমত আছে। এই সকল দলিলাদির দ্বারা বুঝা গেল যে, তাজিমি ছিজ্‌দা জায়েজকারিগণ কাফের হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকাশ থাকে যে, বিরোধী শাহ-বদীয়ল আলম ছাহেব এবাদতি ছিজ্‌দার অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু তাহার লিখিত What is man ? ("হোয়াট্ ইজ ম্যান্ ?") ও "আদাবে মুরিদ্" কেতাবের লেখার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "মানুষের মধ্যে খোদা তাআলা মৌজুদ আছে," তবে যখন তিনি মানুষের প্রতি ছিজ্‌দা করা দুরস্ত রাখেন, তবে ইহা এবাদতি ছিজ্‌দা হইল। কারণ (তাঁহার লেখা মত) মানুষের মধ্যে যে, খোদা মৌজুদ আছে, তাহার জন্যই ছিজ্‌দা করে, ও ছিজ্‌দা লয়। তবে মানুষের জন্য এবাদতি ছিজ্‌দা জায়েজ করিবার ভার তাঁহার উপর পড়িল। কিন্তু মানুষকে এবাদতি ছিজ্‌দা করা সকল কেতাবে হারাম ও নিষেধ, এবং কুফর হয়। নাউজ বিল্লাহে মিন জালেকা।

যখন শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, তাঁহার কেতাবের মধ্যে বলেন যে, "মানুষের মধ্যে খোদা মৌজুদ আছে।" মানুষ তো সকল একই সমান, তবে মানুষে মানুষকে ছিজ্‌দা করিবে কেন ? কারণ ইহাতে খোদাকে খোদায় ছিজ্‌দা করা লাজেম আইসে। আল্লাহ তাআলা ইহা হইতে অতি উচ্চ হইতেছেন। এইটা এল্‌জামি উত্তর হইল। ইহা কদাচ হইতে

পারে না। কারণ যদি কোন মোছলমান ব্যক্তি বিশ্বাস করে, যে মনুষ্যের মধ্যে খোদা আছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি কাফের হইয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

পঞ্চম দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—

(৮) আল্লাহ তাআলা ফর্ম্মাইয়াছেন ছুরা ইউছুফ ১১ রুকু।

فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصران شاء الله آمنين ٭ ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا ٭

তফ্ছিরে হোছায়নি, যখন তাহারা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের নিকট আসিলেন, সেইখানে পিতা ও খালাকে যিনি মাতা স্বরূপ ছিলেন স্থান দিলেন, আবার পিতাকে ক্রোড়ে লইলেন ও খালাকে সেবা করিলেন, এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে উপহার দিলেন ও বলিলেন, আল্লাহ চাহে মেছের দেশে প্রবেশ করেন, আপদ, বিপদ ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি হইতে তোমরা নিস্তার পাইবে। যখন মেছেরে আসিলেন তাহাদিগকে নিজ বাস ভবনে অবতরণ করাইলেন। পিতা, খালা এবং ভ্রাতাগণ তাঁহাকে ছিজ্দা করিলেন, সেই কালে তাহাদের তাজিম ও তাহিয়্যা, ছিজ্দা দ্বারাই ছিল। ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম ইহা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চম দফার রদ্ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যখন চতুর্থ দফাকে, (সম্ভবতঃ ভুলিয়া) ছাড়িয়া গিয়াছেন, এই জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমি ও ভুলিয়া গেলাম। এখন পঞ্চম দফার রদ্ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

قوله تعالى - خروا له سجدا

নিশ্চয় হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণ তাঁহাকে তাজিমি ছিজ্‌দা করিয়াছিলেন। কারণ তাজিমি ছিজ্‌দা সেই কালে দুরস্ত ছিল। এবং এই ছিজ্‌দা তাহারা নিজ্ ইচ্ছা মতে করিয়াছেন, আল্লাহ্‌-তাআলার কোন হুকুম ছিল না। কারণ ছুরা ইউছুফের মধ্যে কোন স্থানে ছিজ্‌দার আদেশ নাই। এই জন্য তাঁহাদিগের কার্য্য আমাদিগের জন্য দলিল স্বরূপ হইতে পারে না। এবং এই ছিজ্‌দা আমাদিগের শরিয়তে সকলের মত্ অনুযায়ী রদ্ ও রহিত হইয়া গিয়াছে; এবং হানিফিদিগের রছুলের কায়দা অনুযায়ী রহিত কার্য্যের মধ্যে মোবাহ্ হওয়া বাকি থাকে না, যে পর্য্যন্ত নুতন কোন দলিল অবতরণ না হয়; অর্থাৎ নুতন কোন দলিল পাওয়া না যায়। যথা আশুরার রোজা উহার ফরজ হওয়া রহিত হওয়াতে, নুতন দলিল দ্বারা সেই রোজা মোছ্‌তাহাব হয়, নুরুল আনোয়ার ও মোছাল্লামচ্ছবুৎ কেতাবের হাসিয়ায় এমত আছে। "এবং ফেরেস্তাগণ আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করা, ও ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামকে তাঁহার ভাইগণের ছিজ্‌দা করা, বেআদবি ও লগ্‌জশের শাস্তির পরিবর্ত্তে ছিল। যথা তফ্‌ছির আজিজির মধ্যে আছে যে; আদম আলায়হেচ্ছালাম পয়দা হইবার পুর্ব্বে তাঁহার প্রতি ফেরেস্তাগণের বেআদবি প্রকাশ হইয়াছিল; ইহার প্রতিশোধ ও বেআদবির কাফফারার জন্য ফেরেস্তাগণকে এই রকম ছিজ্‌দা করিবার আদেশ করা গিয়াছিল। এবং ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণের লগ্‌জেশ্ তো প্রকাশ্য কথা, সকলেরই জানা আছে। তবে এই কেচ্ছাগুলির বর্ণনা কোরাণ শরিফের মধ্যে এন্‌কার স্বরূপ হইয়াছে। সুতরাং উহার হুকুম আমাদিগের উপর বাকি থাকিবে না। বিরোধী

শাহ বদীয়ল আলমছাহেব ও ইহা স্বীকার করেন। তবে ঐ ছিজ্‌দার বিষয় কথা রহিল যে, ছিজ্‌দা কি প্রকার ছিল? মাথা নীচা করা মত ছিল, কিম্বা মাটীতে কপাল রাখা মত ছিল?' তফ্‌ছির জালালায়েন মধ্যে আছে যে, "মাথা নীচা করা ছিজ্‌দা ছিল, কপাল মাটীতে রাখিয়া ছিজ্‌দা নহে। কারণ সেই কালের তাহিয়া (তাজিম) মস্তক নত করিয়া করা হইত। তফ্‌ছিরে আব্বাছিতে আছে যে, ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের পিতা, মাতা ও ভাইগণ তাঁহার জন্য ছিজ্‌দা দ্বারা নত হইয়াছিলেন, কারণ মাথা নীচা করাই তাহাদের তাহিয়া বা তাজিম ছিল। অধমে উচ্চকে, এবং যুবকগণ পির বুজুর্গকে, মাথা ঝুকানোর আকারে ছিজ্‌দা করিতেন, যেমন আজমদেশের লোকে করিয়া থাকে। তবে যখন ছিজ্‌দা মাথানত করিয়া করা এবং জমিনে মাথা রাখিয়া করা, দুইটার মধ্যে একটা হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহার দ্বারা জমিনে মাথা রাখিয়া ছিজ্‌দা করা দুরস্তের দলিল দেওয়া বাতিল হইল। কেফায়াতোশ্শাবি কেতাবে আছে যে, "শোকর ও তাজিমি ছিজ্‌দা আমাদিগের পূর্ব্বের শরিয়তে মোবাহ্ ছিল, কিন্তু আমাদিগের শরিয়ৎ মধ্যে কাহারও জন্য কোন প্রকার ছিজ্‌দা দুরস্ত নাই। যে ব্যক্তি ইহা করিবে কাফের হইবে।"

لا حول ولا قوة الا بالله

ষষ্ঠ দফা।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলমছাহেবের কথা :—এই আটটী আয়েৎ যে উল্লেখ করা হইয়াছে, এইগুলি তাজিমি ছিজ্‌দার বিষয়, এই সকল আয়েৎ দ্বারা গায়েরোল্লাহ্‌কে তাজিমের মানসে ছিজ্‌দা করা কোরাণ শরিফ দ্বারা ছাবেৎ হইল। কারণ কোরাণের মধ্যে এই গুলি কেচ্ছা

ষষ্ঠ দফার রদ উত্তর।

যে হুকুম রহিত করা গিয়াছে, ও তাহার স্থলে নিষেধ আজ্ঞা আসিয়াছে, উহা মোবাহ্ হওয়া বাকি থাকিতে পারে না। যথা হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের জমানাতে সহোদরা ভগ্নীর সহিত বিবাহ হওয়া দুরস্ত ছিল, এবং হজরৎ ইছা আলায়হেচ্ছালামের জমানাতে শূকরের মাংস খাওয়া, ও শরাব পান করা দুরস্ত ছিল, যখন নিষেধ দ্বারা হারাম ছাবেৎ হইয়াছে, তখন ঐ সমস্তের মোবাহ্ হওয়া বর্ত্তমানে নাই। অতএব তাজিমি ছিজ্দার মোবাহ্ হওয়া বর্ত্তমানে নাই। কেননা উহাও রহিত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত তাজিমি ছিজ্দার কোন কেচ্ছা, বিনা এন্কার বর্ণনা হওয়া সাব্যস্ত নহে। কেননা ছিজ্দা করা তাঁহাদের লগ্জেশের পরিবর্ত্তে ছিল, এখন তাহা বলা গিয়াছে, যদিও তাঁহাদের সম্মানার্থে লগ্জেশের বর্ণনা সঙ্গে সঙ্গে নাই।

সপ্তম দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলমছাহেবের কথা ;—রদ্দোল মোহ্তার কেতাবে আছে যে, আমাদের পূর্ব্বের শরিয়ৎগুলি আমাদের জন্য দলিল হয়, যদি আল্লাহতাআলা এবং তাঁহার রছুল উহাকে এন্কার না করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, এবং তাহার কোন রহিত করা আদেশ ও প্রকাশ না হয়, তবে আয়েৎ নাজেল হইবার ফল হইল ছাবেৎ হুকুমকে ব্যক্ত করা, অর্থাৎ হুকুম বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে দলিল স্থির করার আবশ্যক নাই। গায়রোল্লাহ্কে তাজিমের জন্য ছিজ্দা করা মোবাহ বলিয়া ছাবেৎ আছে, ইহাতে ও বুঝা যায় যে, হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের ও হজরৎ ইয়াকুব আলায়হেচ্ছালামের শরিয়তে তাজিমের জন্য ছিজ্দা করা দুরস্ত ছিল, এবং উল্লিখিত আট আয়েতের রহিত কোরাণ শরিফ

দ্বারা ছাবেৎ নাই। কেননা রহিত করা আয়েৎগুলি তফ্‌ছিরে আহম্মদিতে বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে। কিন্তু উপরের আট্ আয়েৎকে রহিত করা আয়েৎগুলির অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এই জন্যই অছুলের কায়দা মতে বলা হইয়াছে।

সপ্তম দফার রদ্ উত্তর।

তাজিমি ছিজ্‌দার কেচ্ছাদ্বয় এদ্বার ভিন্ন উল্লেখ হওয়া ঠিক নহে, তাহা এখনই বলা গিয়াছে, এবং রহিত করা তো প্রকাশ্য কথা। যেমন কোরাণ শরিফের আয়েৎ।

ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله

হজরৎ আক্রমা (রা) এই আয়েতের অর্থে বলিয়াছেন যে, আমাদিগের মধ্যে আল্লাহতাআলা ভিন্ন কেহ কাহাকে ছিজ্‌দা করিবে না ; এবং এই আয়েতে আছে।

ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون

এখানে কোফরের অর্থ মানুষকে তাজিমি ছিজ্‌দা করা, এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়াছাল্লাম হজরৎ ছাল্‌মান্‌কে বলিয়াছেন, যখন তিনি হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়া ছাল্লামকে ছিজ্‌দা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহআলায়হে ওয়াছাল্লাম ফর্মাইলেন যে কাহার ও-উচিৎ নহে যে আল্লাহ ভিন্ন কাহাকে ও ছিজ্‌দা করে। এবং আয়েৎ কোর্‌আন।

و اذا حييتم بتحية এবং و تسلموا على اهلها الخ ।

এই সকল আয়েৎ ও হাদিছ ছিজ্‌দার (নাছেখ্‌) রহিতকারী ; তবে রহিত প্রকাশ নাই বলা বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের শরিয়ৎ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বটে। আর যখন এই আট্‌ আয়েৎ খবর হয়, ও খবর রহিত হয় না, অতএব এই আট্‌ আয়েৎকে রহিত করা আয়েৎগুলির অন্তর্ভুক্ত করে নাই বরং اسجد (উছজুদ্‌) আমরের (আদেশের) শব্দ ইহার ভিতর আছে, আমর অর্থ হুকুম, হুকুমটী রহিত করা হইয়াছে, খবর হওয়া রহিত হয় নাই।

অষ্টম দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—হেদায়া কেতাব :—

" الا انه لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرم "

অর্থাৎ যখন তিনি তাহাতে বিশ্বাসী দলিল পান নাই, উহার প্রতি হারাম শব্দ ব্যবহার করেন নাই, যেহেতু গায়েরোল্লাহর জন্য তাজিমি ছিজ্‌দার হারাম হওয়া কোন কারণে ছাবেৎ হয় না।

অষ্টম দফার রদ উত্তর।

এখনই বলা হইয়াছে যে, তাজিমি ছিজ্‌দার হারাম হওয়া বিশ্বাসী দলিল প্রমাণ দ্বারা বুঝা গিয়াছে, তবে হেদায়ার এই এবারৎ নকল করাতে তাঁহার কি লাভ হইবে? তাহা ছাড়া হেদায়ার এবারৎ বেমহল নকল করিয়াছেন, এবং তাজিমি ছিজ্‌দা গায়রোল্লাহর জন্য হারাম ও কুফর হওয়া অনেক দলিল দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ছিজ্‌দা নিষেধের হাদিছকে মাওলানা শাহ্‌ অব্দুল আজিজ ছাহেব মোতাওয়াতর অর্থাৎ সর্ব্ব বর্ণিত হাদিছ বলিয়াছেন। মোতাওয়াতর হাদিছ একিনি এবং বিশ্বাসী দলিল;

তাঁহার তফ্ছির আজিজির ২২৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, আমাদিগের শরিয়তের মধ্যে এই নিয়ম, অর্থাৎ তাজিমি ছিজ্দা সমস্ত মখ্লুকাতের (সৃষ্টির) মধ্যে হারাম ও মানা হইয়াছে। হাদিছ মোতাওয়াতরের দরুণ যাহা এই বিষয় ওয়ারেদ হইয়াছে (অর্থাৎ রেওয়ায়েৎ করা গিয়াছে) এবং তাজিমি ছিজ্দা হারামের উপর সকলের এজ্মা (এক যুক্তি) হইয়াছে, সকলের এজ্মা হওয়া ও একিনি দলিল ; এবং তাজিমি ছিজ্দা হারাম ও কুফর হওয়া সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের এই আয়েৎ—

ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون

দ্বারা বুঝা যায়, কোরাণ শরিফের আয়েৎ একিনি ও বিশ্বাসী দলিল বটে। তবে তাজিমি বা তাহিয়্যা ছিজ্দা হারাম এবং কুফর হওয়া অতি উত্তমরূপে প্রমাণিত হইল।

নবম দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা—নুরল আনোয়ার কেতাব হইতে, যে ব্যক্তি কোরাণ শরিফের সহিত আমল করিবে, তাহার উপর এই সমস্ত জানা ফরজ, তবে নাছেখ্ হইতে মনছুখকে বাছিয়া লইতে পারিবে, অর্থাৎ কোন্ কথা কোন্ কথাকে রহিত করিয়াছে বুঝিতে পারিবে, সেই সমুদয়কে আমি তফ্ছির আহমদী কেতাবে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছি যে, আবুহানিফার (র) কেতাবগুলিতে ইহার বেশী নাই।

নবম দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব নুরল্ আনোয়ার কেতাব হইতে এই মজমুনের এবারৎ নকল করিতেছেন যে, যে ব্যক্তি কোরাণ শরিফের সহিত আমল করিবে, তাহার উপর এই সমস্ত জানা ফরজ, তবে নাছেখ্ হইতে মনছুখ্কে বাছিয়া লইতে পারিবে, অর্থাৎ কোন্ কথা

কোন্ কথাকে রহিত করিয়াছে বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি। ইহাতে নুরুল আনোয়ার কেতাব লেখক একটী মোটামোটী কায়দা বর্ণনা করিয়াছেন। জানি না তাহা নকল করাতে বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কি লাভ হইয়াছে? এমন নকল করিতে হইলে তো সমস্ত কেতাব নকল করিতে পারা যায়। কিন্তু বুঝিয়া শুনিয়া নকল করা চাই। যদি এই এবারতে তাঁহার কোন লাভ হয়, তবে তিনি বর্ণনা করুন!

দশম দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা ঃ—এমাম আবুহানিফা (র) ছাহেবের এই একটী বড় কায়দা, ইহার উপর ফকৃহিদিগের অধিকাংশ হুকুমাদি বাহির হয়; কেননা যাহা আমাদিগের কেতাবে কেচ্ছা বর্ণনা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের দিনের এক অংশ হইয়াছে। (নুরল আনোয়ার হইতে।)

দশম দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব "নুরল আনোয়ার কেতাব হইতে যে, এই মজ্মুনের এবারৎ নকল করিয়াছেন "এমাম আবুহানিফা (র) ছাহেবের এই কয়টী বড় কায়দা, ইহার উপর ফক্হিদিগের অধিকাংশ হুকুমাদি বাহির হয়, কেননা যাহা আমাদিগের কেতাবে কেচ্ছা স্বরূপ বর্ণনা হইয়াছে তাহা আমাদিগের দিনের এক অংশ হইয়াছে। (নুরল আনোয়ার হইতে) ইহা নকল করাতে তাঁহার কি লাভ হইল?" তাহা ব্যতীত আদম আলায়হেচ্ছালাম ও ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের কেচ্ছা কোরাণ শরিফের মধ্যে এঙ্কার স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে; যথা ইতি পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। কারণ উহা এক বে-আদবি ও লগ্জেশের পরিবর্ত্তে ছিল, এবং একিনি দলিল, ও এজ্মার দ্বারা তাজিমি ছিজ্দার হারাম হওয়া

প্রমাণিত হইয়াছে। তবে পুনশ্চ আপনি কি বলিতেছেন? বলিবার স্থান আপনার কোথায় রহিল! .

একাদশ দফা।

•বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—

قوله تعالى - وقد فصل لكم ما حرم عليكم - سورة انعام ١٤ ركوع *

আর যাহা কিছু তোমাদিগের উপর হারাম করিয়াছে, সে সমুদয়কে আল্লাহ তাআলা তোমাদিগের জন্য বিস্তারিত ভাবে কোরাণ শরিফ মধ্যে বয়ান করিয়াছেন (ছুরা আন্ আম ১৪ রূকু)। ইহাতে প্রকাশ হইল যে, কোরাণ শরিফের তফ্ছিলের বাহিরে কোন জিনিষ হারাম নহে।- তবে কোরাণ শরিফের কোন আয়েৎ মধ্যে যখন তাজিমি ছিজ্দার হারাম হওয়া প্রকাশ নাই, তবে এই ছিজ্দা করা হারাম নহে, এই জন্য মোবাহ হয়।—

একাদশ দফার রদ উত্তর।

قوله تعالى - و قد فصل لكم ما حرم عليكم - سورة انعام ١٤ ركوع *

এই আয়েৎটী কোরাণ শরিফের ছুরা আন্ আমের (১৪ রূকু মধ্যে আছে) আন্য়াম চতুষ্পদ জন্তুকে বলে, অর্থাৎ আল্লাহতালা ফর্মাইয়াছেন যে,—

قوله تعالى - حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير الخ

তোমাদিগের প্রতি মরা জন্ত, ও খুন, ও শূকরের মাংস হারাম করা গিয়াছে। এই আয়েৎ শরিফ মধ্যে চতুষ্পদ জন্তগুলি খাওয়া হারামের

বিষয় তোমাদিগের জন্য তফ্‌ছির করা গেল ; এমন নহে যে, এই ছুরার মধ্যে সমস্ত জিনিষের ও কার্য্যের হারাম সম্বন্ধে তফ্‌ছির আছে ? তফ্‌ছির হোছায়নি কেতাব দ্বারা এমন বুঝা যায়, আর এই দফার মধ্যে বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব বলিয়াছেন যে, কোরাণের তফ্‌ছিলের বাহিরে কোন জিনিষ হারাম নহে,'' এই কথা আমাদিগের বিপক্ষে নহে। কারণ অনেক তফ্‌ছিরের কেতাবে তাজিমি ছিজ্‌দা হারাম ও কুফর বলিয়া উল্লেখ আছে ; তবে ইহা কোরাণ শরিফের তফ্‌ছিলের বাহের হইল না। তবে এই কথাতে তাঁহার কি লাভ হইল ? যদি তাঁহার উদ্দেশ্য এই হয় যে, তাজিমি ছিজ্‌দা হারাম হওয়া কোরাণ শরিফের কোন স্থানে নাই, ইহা তাঁহার ভুল ধারণা। যথা—

ایأ مرکم بالکفر و غیرها

এই আয়েৎ, ও অন্যান্য আয়েৎ শরিফ দ্বারা মালুম হইয়াছে। আর যদি তাহার অর্থ তিনি এমন করেন যে, কোরাণ শরিফের বাহিরে কোন জিনিষ হারাম নহে, তবে ইহা তাঁহার শরিয়ৎ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বটে। কারণ হাদিছ মশ্‌হুর দ্বারা ও অনেক জিনিষ হারাম হইয়াছে ; যথা—

نکاح متعه

(১) নেকাহে মোৎআ অর্থাৎ কিছু মালের পরিবর্ত্তে কত্‌কদিনের জন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। (২) গৃহপালিত গাধা (৩) পুরুষের পক্ষে সোনারূপা ও রেশমী কাপড় ব্যবহার করা (৪) পাঞ্জাদার পক্ষী যথা শকুনি ইত্যাদি (৫) দন্ত দ্বারা শীকারকারী পশু যথা কুকুর ইত্যাদি। এই সকল হারাম হওয়া কোরাণ শরিকের মধ্যে নাই, হাদিছ দ্বারা ছাবেৎ হইয়াছে। বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব কি এই সকলের হারাম হওয়া স্বীকার করেন না ?

لا حول ولا قوة إلا بالله

আর বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে, কোরাণ শারিফ দ্বারা তাজিমি ছিজ্‌দার হারাম হওয়া ছাবেৎ নাই বলিতেছেন; তিনি কি আয়েৎ নাছেখ ও হাদিছ নাছেখ (রহিত কারী) ও এজমায়ে উম্মৎকে (মোছলমানদিগের একযুক্ত মিমাংশাকে) জানেন না? তবে কেন তিনি নিজকে ছুন্নি হানিফি বলিয়া পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন? আমাদের তর্ক ও মোনাজারা আলেমের সঙ্গে হইতেছে, শরিয়ৎ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে নহে। নচেৎ তিনি কেন বলেন যে, তাজিমি ছিজদা এই জন্য মোবাহ হয়।

দ্বাদশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা;—আর ও এক দলিল এই যে, তাজিমি ছিজদার আয়েৎগুলি খবরের শ্রেণীভুক্ত, মহাক্কেকদিগের মতে খবরগুলি রহিত হয় না। যথা তফ্‌ছির আহম্মদী কেতাব মধ্যে আছে।

দ্বাদশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব বলিতেছেন যে, তাজিমি ছিজদার আয়েৎগুলি খবরের শ্রেণীভুক্ত, মহাকেকদিগের মতে খবরগুলি রহিত হয় না, ইহার দ্বারা তাঁহার কি লাভ হইল? এবং আমাদিগেরইবা কি ক্ষতি হইল? কেনুনা ছিজদার আয়েৎগুলির ভিতর যে তাজিমি ছিজ্‌দা সেই কালে ছিল, এবং ইতিহাসেও জানা গিয়াছে এবং "উছ্‌জুদ্‌" আমরের (আদেশের) বাক্য হয়। এই সকল কথা কোরাণ শরিফের আয়েৎ ও

হাদিছ, এবং এজমায়ে উম্মৎ দ্বারা রহিত করা গিয়াছে। তাহা ব্যতীত তাজিমি ছিজদার কেচ্ছা এঙ্কার স্বরূপ বর্ণনা করা গিয়াছে। কারণ উহা লগ্‌জেশের শাস্তির পরিবর্ত্তে ছিল। যেমন ইহুদিদিগের বিষয় আল্লাহতালা বলিয়াছেন যে,—

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذى ظفر الخ ·

অর্থাৎ ইহুদিদিগের জোল্‌ম (অত্যাচার) দরুণ আমি তাহাদিগের উপর খুরওয়ালা জন্তু সকল হারাম করিয়াছি, তবে জোল্‌ম অত্যাচারের শাস্তির পরিবর্ত্তে যেমন ইহুদিগণের প্রতি খুরওয়ালা সকল জন্তু হারাম করা গিয়াছে এমত যে আদবি লগ্‌জেশের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের দ্বারা তাজিমি ছিজ্‌দা করাণ গিয়াছে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে কেহ কাহার অপরাধ করিলে লোকে সাধারণতঃ তাহার পায়ে পড়াইয়া মাফি লওয়াইয়া থাকে। এবং তাজিমি ছিজ্‌দা যখন রহিত করা গিয়াছে, উহা কোন কারণে মোবাহ হইতে পারে না, কারণ হানিফিদিগের নিকট রহিত হওয়া কার্য্যের মধ্যে মোবাহ হওয়া বাকী থাকে না। আর যখন কোরাণ হাদিছ ও এজ্‌মা উহার হারামের উপর উচ্চৈঃস্বরে প্রমাণ দিতেছে, তখন কোন মজ্‌হাবে তাজিমি ছিজ্‌দা করা দুরস্ত হইতে পারে না।

ত্রয়োদশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—তফ্‌ছিরে আহাম্মদী "মহাক্কেকগণ এই মতের উপর আছেন যে, উহা (খবর) রহিত করা হয় নাই। কারণ রহিত করা আদেশাদির মধ্যে হয়, খবরের মধ্যে রহিত করা হয় না।"

ত্রয়োদশ দফার রদ উত্তর

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব তাঁহার এই ত্রয়োদশ (১৩) দফার মধ্যে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অবিকল দ্বাদশ (১২) দফার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। তবে জানি না অনর্থক তিনি পুনশ্চ কেন লিখিয়াছেন ?

চতুর্দ্দশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—মোছাল্লামোচ্ছবুৎ শহে আলা

يجوز فى الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة

كالسجود لله وللشمس ٭

একই জিনিষের মধ্যে হারাম ও ওয়াজেব একত্র হওয়া দুরস্ত আছে। যথা ছিজ্‌দা করা আল্লাহ্‌র জন্য ওয়াজেব, এবং সূর্য্যের জন্য হারাম।

চতুর্দ্দশ দফার রদ্ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে, এই এবারৎ নকল করিয়াছেন, একই জিনিষের মধ্যে হারাম ও ওয়াজেব একত্র হওয়া দুরস্ত আছে। যথা ছিজ্‌দা করা আল্লাহর জন্য ওয়াজেব, এবং সূর্য্যের জন্য হারাম। জানি না এই এবারৎ নকল করিয়া বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব কি লাভ করিলেন ?

পঞ্চদশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—কাশ্‌ফোল্ মোব্‌হাম্ কেতাবে আছে "ছিজ্‌দা করা এক জিনিষ। ইহার অধীনে অনেক রকম আছে "যথা ছিজ্‌দা করা আল্লাহর জন্য, ও সূর্য্যের জন্য এবং চন্দ্র ও মূর্ত্তির জন্য। আল্লাহর জন্য ছিজ্‌দা করা ওয়াজেব, এবং চন্দ্র সূর্য্য ও মূর্ত্তির জন্য

ছিজ্‌দা করা হারাম। এই অনুসারে এখানেও ওয়াজেব হওয়া ও হারাম হওয়া একত্র হইল। ইহাতে বুঝা গেল যে, এবাদতি ছিজ্‌দা গায়রোল্লাহকে করা মানা আছে, তাজিমি ছিজ্‌দা মানা নহে। অতএব আদম আলায়হেচ্ছালাম ও ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ছিজ্‌দাকে এই সঙ্গে শামেল করে নাই।

পঞ্চদশ দফার রদ উত্তর।

فالسجود واحد بالجنس تحته انواع ؟ الخ

"ছিজ্‌দা করা এক জিনিষ, ইহার অধিনে অনেক রকম আছে, জানি না বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব এজ্‌তেহাদ্ করিয়া তাজিমি ছিজ্‌দার মোবাহ হওয়া ইহাদ্বারা কেমন করিয়া ছাবেৎ করিয়াছেন? উক্ত মোছাল্লামোচ্ছাবুৎ কেতাবের মধ্যে তাজিমি ছিজ্‌দা মোবাহ বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না। কেননা মোছান্নেফ কেতাব লেখক কেবল উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আল্লাহতালাকে ছিজ্‌দা করা ওয়াজেব, এবং সূর্য্যকে ছিজ্‌দা করা হারাম। তবে মানুষকে মানুষে তাজিমি ছিজ্‌দা করার সহিত ইহার সম্পর্ক কি? মানুষকে মানুষে ছিজ্‌দা করার কথা তো এখানে বলা হয় নাই। হানিফিগণের নিকট, যাহা বলা গিয়াছে তাহার উপরেই হুকুম ছাবেৎ হয়। যাহা বলা যায় নাই, তাহার উপর, যাহা বলা গিয়াছে, তাহার বিপরিত হুকুম ছাবেৎ হইতে পারে না। তৌজি ইত্যাদি ওছুলের কেতাব সমুহে আছে যে, মফ্‌হুমে মোখালেফ্ অর্থাৎ বিপরিত অর্থ লওয়া হানিফিগণের নিকট অগ্রাহ্য; কারণ যদি তাহা লওয়া যায়, তবে "মহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম আল্লাহর রছুল, ও জায়দ বর্ত্তমান আছে। এই বাক্যের মধ্যে কোফরি ও মিথ্যা

বলা লাজেম হয়। কারণ যদি ইহার বিপরিত অর্থ লওয়া যায়, তবে ইহার অর্থ হইবে যে, মহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম ভিন্ন আর কেহ আল্লাহ্‌র রছুল নহে, এবং জায়দ নামক ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ বর্ত্তমান নাই; এই কথা বলা কোফরিও মিথ্যা হয়। মহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম ভিন্ন আল্লাহর অনেক রছুল হন, ও জায়দ নামক ব্যক্তি ভিন্ন অনেক লোক এখন মৌজুদ আছে। শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব আয়েতে কোরাণ দ্বারা মানুষকে ছিজ্‌দা করা মোবাহ বলিয়া ছাবেত করিতে চাহিয়াছেন তাহাও অগ্রাহ্য বটে। কারণ আয়েৎশরিফে আছে চন্দ্র সূর্য্যকে ছিজ্‌দা করিও না। শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব বলিতেছেন যে, "মানুষকে ছিজ্‌দা কর, ইহা বিপরিত অর্থ লওয়া নহে কি? তাঁহার চেষ্টার ফল তাঁহার উদ্দেশ্যের বিপরিত হইল। এইরূপ শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব নুরল আনোয়ার কেতাবের অর্থ বুঝেন নাই। যদি কাহার সন্দেহ হয় তবে কেতাব দেখিয়া লউন। কারণ নুরল আনোয়ার কেতাবের মধ্যে হারামের দলিলকে মোবাহের দলিলের উপর প্রবল করিবার জন্য একটী কায়দা বর্ণনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আলেমের যে রূপ তাহা বুঝা উচিত ছিল, সেরূপ শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব বুঝিতে পারেন নাই।

ষষ্ঠদশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—খেয়াল করা ও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এবাদতি ছিজ্‌দার মধ্যে ৮ আট্‌টী শর্ত্ত লাজেম করা গিয়াছে; অর্থাৎ ৮ আট্‌টী শর্ত্ত পাওয়া গেলে, তবে এবাদতের ছিজ্‌দা হইবে, নচেৎ হইবে না। (১) পাক হওয়া (২) খাড়া হওয়া (৩) কেবলা মুখী হওয়া (৪) নিয়ৎ করা (৫) রূকু করা (৬) বসা (৭) জমিনেতে নাক রাখা (৮) জমিনেতে পেশানি রাখা। যদি এই আট শর্ত্ত সমূহ

হইতে একটীরও অভাব হয়, তবে এবাদতি ছিজ্‌দা আদায় হইবে না। কিন্তু তাজিমি ছিজ্‌দার জন্য উল্লেখিত শরায়েতের কিছুই আবশ্যক নাই।

ষষ্ঠদশ দফার রদ্ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে এবাদতি ছিজ্‌দার জন্য (৮) আট শরায়েৎ আবশ্যক বলিয়া লিখিয়াছেন, (১) পাক হওয়া (২) খাড়া হওয়া (৩) কেবলামুখী হওয়া (৪) নিয়ৎ করা (৫) রূকু করা (৬) বসা (৭) জমিনেতে নাক রাখা (৮) জমিনেতে পেশানি রাখা, যদি ইহার কোন শর্ত্তের অভাব হয়, তবে এবাদাতি ছিজ্‌দা হইবে না। কিন্তু তাজিমি ছিজ্‌দার জন্য ইহার কোন কিছুর আবশ্যক নাই। আমি বলি তেলাওয়াতের ছিজদা তো এবাদতি ছিজ্‌দা হয়, তাহার মধ্যে বসা, রূকু দেওয়া, খাড়া হওয়া কোথায় শর্ত্ত আছে? এবং মাটীতে মাত্র কপাল লাগাইলেও এবাদতি ছিজ্‌দা আদায় হয়, ইহা ফেক্‌হার সকল কেতাবেই আছে। তবে এই শরায়েতের কোনটার অভাব হইলে এবাদতি ছিজ্‌দা হইবে না বলা, আপনার শুদ্ধ হইল কোথায়? বরং একেবারেই অশুদ্ধ হইল। আবার আপনি বলিতেছেন যে, "তাজিমি ছিজ্‌দার মধ্যে ইহার কোন শর্ত্তের আবশ্যক নাই।" আপনার এই কথাও শুদ্ধ নহে, বলেন দেখি উপরোক্ত শরায়েৎ পালন করিয়া কেহ যদি কাহাকে তাজিমি ছিজ্‌দা করে, তবে তাহা হারাম বলিবেন কি? আর সমস্ত ওলামাগণ যে তাজিমি ছিজ্‌দাকে হারাম ও কুফর বলিয়াছেন, তাহারা উপরোক্ত শরায়েৎ ছাড়া ছিজ্‌দা করিলে, ছিজ্‌দা দূরস্ত আছে বলিয়া বলিয়াছেন কি? আপনি এইমত কথা কোন কেতাবে দেখাইতে পারিবেন কি? আপনি তাজিমি ছিজ্‌দা যেমন বিনা শর্ত্তে দূরস্ত বলেন। সমস্ত আলেমগণও উহাকে বিনা শর্ত্তে হারাম ও কুফর বলিয়াছেন। শরায়েৎ ভিন্ন ছিজ্‌দা

করিলে দুরস্ত হইবে বলিয়া কেহ বলেন নাই। ফেক্‌হা আক্‌বার কেতাবের এবারৎ আপনি সম্ভাবত দেখেন নাই। উহাতে লেখা আছে, সুধু একটী ছিজ্‌দা করা সন্দেহ হইতে খালি নহে, কারণ অনেকে মনে করেন যে, উহা ওজু বিনা দুরস্ত আছে, ও অনেক সময় সুধু একটী ছিজ্‌দা গায়েরোল্লাহর জন্য করিয়া থাকে। এইমত ছিজ্‌দা করা কোফর কি না, ইহাতে মত ভেদ্ আছে।" তবে ইহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, শুধু একটী ছিজ্‌দা করা কোফর কি না? তাহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু উহা যে গোনাহ কবিরা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং কবিরা গোনাহ্‌কে হালাল মনে করাও কুফর, ইহাতেও সন্দেহ নাই। তবে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবকে উপরোক্ত শরায়েৎগুলি বর্ণনা করাতে কি লাভ দান করিল?

সপ্তদশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—এবং ওছুলের কায়দার মধ্যে আসিয়াছে যে, ফরজ হওয়া ও হারাম হওয়া একই স্থানে একই সময়ের বা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে প্রচলিত হয় না। সুতরাং আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করা আদেশ অনুসারে ফরজ ছিল, কোন কারণে উহা অন্য নবির জমানাতে হারাম হইতে পারে না।

সপ্তদশ দফার রদ্ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব বলিতেছেন :—ফরজ হওয়া ও হারাম হওয়া একই স্থানে একই সময়ের বা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে প্রচলিত হয় না।" এই কথা একেবারে গলৎ ও অশুদ্ধ। কারণ ওছুলের কেতাব নুরল আনোয়ার মধ্যে আছে যে, পূর্ব্বকালে তৌবার জন্য প্রাণবধ করা ফরজ ছিল, আমাদের শরিয়তে তাহা হারাম হইয়াছে। যুদ্ধ প্রাপ্ত মাল

পুর্ব্বকালে হারাম ছিল, আমাদের শরিয়তে উহার পঞ্চম অংশ বায়তোল্ মালে দিয়া, অবশিষ্ট মাল যোদ্ধা গাজীদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া ফরজ হইয়াছে। এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের হিজ্‌রতের পরে ১৭ শতর মাস পর্য্যন্ত বায়তোল মকদ্দছের দিকে নামাজ পড়া ফরজ ছিল, পরে যখন আল্লাহতালা কেবলা বদলাইয়া দিলেন, তৎপর হইতে কেয়ামৎ তক্ সেইদিকে নামাজ পড়া হারাম হইয়া গিয়াছে। তবে দেখুন একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে ফরজ হওয়া, এবং হারাম হওয়া একত্র হইল কি না? আর এই দফাতে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব লিখিতেছেন যে, "ফেরেস্তাগণের হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম কে ছিজ্‌দা করা আদেশ হওয়া বশত ফরজ ছিল, কোন কারণে কোন নবির জমানায় উহা হারাম হইতে পারে না।" শরীরে অতিশয় রাগ আসিবার কথা, কেন যে তিনি বারংবার আদম আলায়হেচ্ছালামকে ফেরেস্তাগণের ছিজ্‌দার দ্বারা তাজিমি ছিজ্‌দা দুরস্ত বলেন? জানিনা কি প্রকারে তাহা তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন? যদি ঐ ছিজ্‌দার আয়েৎ রহিত হয় নাই, বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায়, তবে ফেরেস্তাগণ ছিজ্‌দা করিয়াছে ছাবেৎ হয়। তাঁহার সাধ্য থাকিলে তাঁহার ক্ষমতা থাকিলে, তিনি যেন ফেরেস্তাগণ হইতে তাজিমি ছিজ্‌দা আদায় করেন, মানুষ হইতে তিনি কেন ছিজ্‌দা গ্রহণ করেন? ফেরেস্তাগণের সকল কাজে মানুষ শরিক নাই, তবে ফেরেস্তাগণের ছিজ্‌দা করা মানুষের জন্য দলিল হইতে পারে না। তবে ফেরেস্তাগণের ছিজ্‌দার সহিত মানুষের ছিজদাকে তুলনা করা তাঁহার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।

অষ্টাদশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব বলিয়াছেন যে, তফ্‌ছিরের কেতাব গুলিতে উল্লেখ আছে যে, আদম আলায়হেচ্ছালাম ও ইউছুফ আলায়হে

চ্ছালামের ছিজ্‌দা, ইছলাম দ্বারা রহিত করা গিয়াছে, মার্ফৎ অবলম্বী মহক্কেকগণ ইহার বিরোধী নহেন। তাঁহারাও বলেন রহিত হইয়াছে, অর্থাৎ ফরজ ও মছ্‌তাহাব হওয়া রহিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা মোবাহ্‌ হওয়াটী রহিত হওয়া আবশ্যক হয় না। ছিজদার হুকুম যদিও রহিত হইয়াছে, কিন্তু ছিজ্‌দা করা মোবাহ্‌ বটে।

অষ্টাদশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব নিজেই লিখিতেছেন যে; আদম আলায়হেচ্ছালাম ও ইউছুফ আলায়হেচ্ছালেমের ছিজ্‌দা ইছলাম দ্বারা রহিত করা হইয়াছে, এবং মার্ফৎ অবলম্বী মহক্কেকগণও ইহার বিরোধী নহেন। তাঁহারাও বলেন যে ঐ ছিজ্‌দার ফরজ ও মোছ্‌তাহাব্‌ হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব তাজিমি ছিজ্‌দা রহিত হওয়ার কথা সকলে বলিতেছেন, বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তবে এখন তাঁহার একবার এইদিকে, আর একবার অপরদিকে বলিবার জো মিলিবে না, অর্থাৎ যখন ছিজ্‌দা রহিত করা হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তখন আবার দূরস্ত অছে বলিবার মোকা মিলিবে না। আবার তিনি বলিতেছেন যে, "ফরজ ও মোছ্‌তাহাব্‌ রহিত হইলে মোবাহ রহিত হওয়া আবশ্যক নহে, অর্থাৎ মোবাহ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।" এই কথা বলা তাঁহার নিতান্ত ভূল। কারণ তিনি নিজকে নিজে ছুন্নি হানিফি বলিয়া পূর্ব্বে লিখিয়া দিয়াছেন, এখন হানিফি মজ্‌হাবের কায়দা ছাড়িয়া শাফিয়ি মজ্‌হাবের কায়দা আমলে আনিতেছেন। কারণ রহিত করা হুকুমের মধ্যে মোবাহ্‌ বর্ত্তমান থাকা শাফিয়ি মজ্‌হাবের অভিমত হইতেছে, হানিফিদিগের অভিমত নহে। কিন্তু রহিত করা হুকুমের মধ্যে শাফিয়িদিগের নিকট ও মোবাহ ঐ সময়ে বাকি থাকে, যখন রহিত

কারি ভিন্ন অন্য কোন দলিল উহা হারাম বলিয়া পাওয়া না যায়। এখানে তো তাজিমি ছিজ্‌দা হারাম বিষয়ে অনেক দলিল কোরান, হাদিছ ও এজ্‌মা মধ্যে মৌজুদ আছে; এখানে কেমন করিয়া মোবাহ বাকি থাকিবে? তবে শাফিয়িমজ্‌হাব দিকে যাইয়া শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব কি ফায়দা হাছেল করিলেন? তিনি মজ্‌হাব্‌ও ছাড়িলেন, তাঁহার মৎলবও হাছেল হইল না। বরং এই দফা মধ্যে তিনি ছিজ্‌দা রহিত হওয়া স্বীকার করাতে, নিজের একরার মতে, নিজে ধরা গিয়াছেন।

ঊনবিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা, ওছুলের কায়দা মধ্যে আছে যে, সকল বস্তুর মূলে মোবাহ হয়, মূলে মোবাহ হওয়া শরিয়তের অতিরিক্ত কথা। শরিয়তের হুকুম হওয়া রহিত হইলে, মূলে মোবাহটি ও চলিয়া যাওয়া আবশ্যক নহে। কারণ মূলে মোবাহ হওয়া শরিয়তের অতিরিক্ত কথা।

ঊনবিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব বলিতেছেন যে, "সকল বস্তুর মূলে মোবাহ হয়, মূলে মোবাহ হওয়া শরিয়তের অতিরিক্ত কথা। শরিয়তের হুকুম হওয়া চলিয়া গেলে, মূলে মোবাহ হওয়া চলিয়া যাওয়া আবশ্যক হয় না।" দুঃখের বিষয় তিনি হানিফি হইয়া কেন এমত লিখিয়াছেন? তাহা ছাড়া তিনি এখনেও স্বীকার করিতেছেন যে, "রহিত দ্বারা মশরূ হওয়া (শরিয়তের হুকুম হওয়া) চলিয়া যায়"। বেশ ভাল কথা, আমাদিগের মৎ যে, পূর্ব্বে যদি ও ছিজ্‌দার হুকুম ছিল, কিন্তু এই শরিয়ৎ মধ্যে তাহা রদ হইয়াছে। হাঁ বিপক্ষেও কখন কখন সাপক্ষে কথা বলিয়া থাকেন।

১৮ই দফার মধ্যে ইহার সম্পুর্ণ উত্তর দেওয়া হইয়াছে, এবং তিনি নিজে তাঁহার একরার মত ধরা পড়িয়াছেন। এখানে পুনঃ তাহা লেখা আবশুক নহে।

বিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—ফেকহার কোন কোন রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, ছিজ্‌দার উল্লেখিতআয়েৎগুলি হাদিছদ্বারা রদ করা গিয়াছে, তাহা বড় বড় বুজুর্গানদিগের মতের বিপরীত, কারণ যে হাদিছদ্বারা রদ করা গিয়াছে, উহা খবরে ওয়াহেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ঐ হাদিছ এই যে, হজরৎ আয়েসা ছিদ্দিকা (রা) বলিয়াছেন, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম মোহাজেরও আনছারগণের মধ্যে ছিলেন। তখন একটী উষ্ট্র আসিয়া হজরৎকে ছিজ্‌দা করিল, তখন তাঁহার আছহাবগণ বলিলেন যে, আপনাকে উষ্ট্র এবং বৃক্ষে ছিজ্‌দা করে, আমরা ও আপনাকে ছিজ্‌দা করিবার বেশী হকদার হইতেছি। হজরৎ ফর্মাইলেন তোমরা তোমাদিগের আল্লাহকে ছিজ্‌দা কর, এবং তোমাদের ভাইকে (আমাকে) তাজিম কর। যদি আমি কাহাকে ছিজ্‌দা করিবার জন্য হুকুম করিতাম, তবে নিশ্চয় স্ত্রীকে হুকুম করিতাম স্বীয় শওহরকে ছিজ্‌দা করে। কিন্তু কোন মনুষ্যের উচিৎ নহে যে আল্লাহ ভিন্ন কাহাকে ও ছিজ্‌দা করে, মেশকাৎ শরিফ। যখন এই হাদিছ খবরে ওয়াহেদ (অর্থাৎ এক জনের বর্ণিত হাদিছ হয়) সুতরাং ইহা কোরাণের রহিত কারি হইতে পারে না।

বিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে বলিতেছেন; তাজিমি ছিজ্‌দা যে রহিতকারি হাদিছদ্বারা রহিত করা গিয়াছে উহা মহক্কেকদিগের মতের

বিপরীত। দেখেন ভাই মোছলমান সকল, বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব ১৮ই দফার মধ্যে লিখিয়াছেন যে, মার্ফত অবলম্বি মহক্কেকগণ বলিতেছেন ঐ ছিজ্‌দা রহিত করা গিয়াছে, আর এই দফা মধ্যে উহার বিপরীত বলিতেছেন ; তবে তাঁহার নিজের কথার মধ্যে অনৈক্য হইল। শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে রহিতকারি হাদিছকে খবরে ওয়াহেদ বলিয়া মনে করিতেছেন ইহা তাঁহার অনভিজ্ঞতা বটে। কারণ রহিত কারি হাদিছ অনেক প্রকারে প্রচার হইয়াছে, অনেক হাদিছের মর্মকে একত্র করিলেই, হাদিছে মোতাওয়াতর (সর্ব্ববর্ণিত হাদিছ) হয়। এই জন্য মৌলানা আবদুল আজিজ ছাহেব নিজ তফছির মধ্যে ছিজ্‌দা রহিতের হাদিছগুলিকে মোতাওয়াতর হাদিছ বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাজিমি ছিজ্‌দা রহিত জন্য অনেক আয়েৎ কোরাণ আছে যথা :—

ايأ مركم بالكفر الخ ও لا تسجدوا للشمس و لا للقمر الخ

তোমরা চন্দ্র ও সূর্য্যকে ছিজ্‌দা করিও না, ইত্যাদি রহিতকারি আছে। এই আয়েৎ দুইটীর অর্থ প্রথম দফার উত্তরে লেখা গিয়াছে। প্রথম দফার রদ উত্তর দেখুন। এখানে পুনঃ লিখিলাম না।

একবিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—হাদিছ শরিফ

كلامى لا ينسخ كلام الله

অর্থাৎ আমার কালামে আল্লাহ তালার কালামকে রহিত করে না।

একবিংশ দফার রদ উত্তর।

উপরোক্ত হাদিছ অর্থাৎ হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম যে বলিয়াছেন

حديث—كلامى لا ينسخ كلام الله

আমার কালামে আল্লাহ তালার কালামকে রহিত করে না, এই হাদিছের অর্থ মোজাহেরে হক কেতাবে এমত লিখিয়াছে যে, "কালামি শব্দের অর্থ তিনি যাহা নিজের মর্জিমতে বলিয়াছেন, কোন ওহিরদ্বারা নহে, সেই কালামে আল্লাহ তালার কালামকে রহিত করিবে না।" অথবা এই হাদিছটী অপর কোন হাদিছ দ্বারা রহিত করা গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব হানিফি হইয়া কেন এই হাদিছ দ্বারা দলিল দিতেছেন? হানিফিদিগের নিকট হাদিছ দ্বারা হাদিছ ও কোরাণ রহিত হইতে পারে, যথা তফছির আহাম্মদীর ২২ পৃষ্ঠা মধ্যে আছে, এবং তৌজি কেতাবমধ্যে আছে যে, কোরাণ ও হাদিছ দ্বারা কোরাণ রহিত হওয়া, দুরস্ত আছে এবং হাদিছ ও কোরাণ দ্বারা হাদিছ রহিত করা দুরস্ত আছে" এই সকল দলিলের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কোরাণের নাছেখ (রহিতকারি) হাদিছ হইতে পারে। যথা কেবলা পরিবর্ত্তনের মধ্যে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম মক্কা শরিফের মধ্যে কোরাণ মতে খানা কাবার দিকে নামাজ পড়িতেন, আবার মদিনা মোনোয়ারা তশরিফ লইবার পর শতর (১৭) মাস পর্য্যন্ত বায়তোল মোকাদ্দছের দিকে নামাজ পড়িয়াছেন। এখানে হাদিছ দ্বারা কোরাণ রহিত হইল, পরে যখন

قوله تعالى — فول وجهك شطر المسجد الحرام

এই আয়েৎ শরিফ নাজেল হইল "এখন নামাজ পড়িবার কালে খানা কাবার দিকে তোমার মুখ করিয়া লও" তখন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লাম খানা কাবার দিকে নামাজ পড়িতে লাগিলেন, এই হুকুম কেয়ামত তক বাকি থাকিবে। এই স্থানে কোরাণ দ্বারা হাদিছ রহ্বিত হইল। তাহা ব্যতিত তাজিমি ছিজ্‌দা রহিত কোরাণ শরিফের আয়েৎ দ্বারা প্রমাণ আছে, যথা উপরের উত্তরে লেখা গিয়াছে। তবে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব হানিফি কায়দা ছাড়িয়া, শাফিয়ি কায়দা অবলম্বন করিয়া কি লাভ করিলেন ?

দ্বাবিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—এমামোল্‌ মহাদ্দেছীন জনাব মৌলানা আবদুল হক দেহ্‌লভি হাদিছ মেশকাৎ শরিফের শরার মধ্যে লিখিয়াছেন যে, যদি ও হাদিছকে কোরাণের আয়েতের রহিতকারি বলিয়া মানিয়া লই, তবু ও উপরোক্ত হাদিছ দ্বারা মানুষকে মানুষে ছিজ্‌দা করা নিষেধ ছাবেৎ হয় না। হজরৎ বলিয়াছেন স্ত্রীকে হুকুম করিতাম যে নিজ স্বামিকে ছিজ্‌দা করে, স্বামীর সেবা করা স্ত্রীর পক্ষে অতিশয় দরকারি ওয়াজেব বটে, এই জন্য বলিয়াছেন। ইহাতে মানুষে মানুষকে ছিজ্‌দা করা নিষেধ বুঝা যায় না ; যে হাদিছটী আয়েতের রহিতকারি হইবে, এবং হইতে পারে হজরৎ ছিজ্‌দা করিবার জন্য হুকুম করেন নাই ; কিন্তু যে বস্তু মুলে মোবাহ বটে, তাহার হুকুম না দিলে নিষেধ বা হারাম বুঝিতে হইবেনা কারণ ইহাকে দালালাতল্‌ হাল্‌ বলে। অর্থাৎ অবস্থাতে বুঝা যায় নিষেধ, উহা হাদিছের মৎলবের বাহিরের কথা, মতলবের বাহিরের কথার দ্বারা

কোরাণের রদ করা দুরস্ত নাই। হজরৎ বলিয়াছেন لاینبغی । الخ উচিত নহে, ইহা দ্বারা নিষেধ আজ্ঞা মোটেই ছাবেৎ হইতে পারে না। এই সব এবারত দ্বারা প্রকাশ হইল যে, লাজেমী এবারৎ দ্বারা কোরাণ রহিত হইতে পারে না।

দ্বাবিংশ দফার রদ উত্তর।

জনাব শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব সুবিবেচনার সহিত খেয়াল করিয়া দেখুন, এই ২২ দফাতে আপনি লিখিতেছেন যে, এমামোল্ মোহাদ্দেছীন হজরৎ মৌলানা আব্দুলী হক্ দেহ্লভি মেশ্কাতের শরা লোময়াত্ মধ্যে লিখিয়াছেন যে, "যদি আমি মানিয়া ও লই যে, কোরাণের আয়েতের রহিত হাদিছ হইতে পারে, তবে উপরের হাদিছ দ্বারা মানুষে মানুষকে তাজিমি ছিজ্দা করা নিষেধ ছাবেৎ হয় না, এই তাঁহার কথার তর্জমা।" হাদিছ মেশ্কাৎ শরিফের কেতাবোন্নেকাহের শরা লোময়াতের ১২০ পৃষ্ঠায়, ছিজ্দা নিষেধের বিষয় যে হাদিছ আবুহোরায়রা (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ হইয়াছে, এবং ১২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে গায়রোল্লাহকে ছিজ্দা নিষেধ সম্বন্ধে যে হাদিছ কায়েছ্ বেন্নে ছায়াদ্ (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ হইয়াছে, এবং ১২৪ পৃষ্ঠার মধ্যে তাজিমি ছিজ্দা আল্লাহতালা ভিন্ন অন্যকে করা নিষেধ বিষয় যে হাদিছ হজরৎ আয়েশা ছিদ্দিকা (রা) হইতে নকল করা গিয়াছে। এই সকল হাদিছকে সুবিবেচনার সহিত খুব তহ্কিক করিয়া বারংবার দেখা গিয়াছে। কিন্তু মোহাদ্দেছ দেহ্লভি ছাহেব হাদিছের শরা ভিন্ন আর কিছুই লেখেন নাই, তবে আপনার এইরূপ লেখা প্রমাণ যোগ্য কখনও হইতে পারে না। এই স্থানে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব বড় ভুল করিয়াছেন। কারণ মোহাদ্দেছ্ দেহ্লভি لا تفعلو । হাদিছের শরাতে লিখিয়াছেন; যখন আমার মৃত্যুর পরে

আমার কবরকে তোমরা ছিজ্‌দা করিবে না, তবে এখনও ছিজ্‌দা করিও না, যে আল্লাহতালা সর্ব্বদা জীবিত এবং যাঁহার বাদ্‌শাহি হামেশা থাকিবে, তাঁহাকেই ছিজ্‌দা কর। এই কথা গুলি শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের মতের বিপক্ষে হইল। তবে মোহাদ্দেছ দেহল্‌ভি ছাহেবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি কি লাভ পাইলেন ?

ত্রয়োবিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—পূর্ব্বোক্ত বাক্য গুলির স্ববর্ণনা মহক্কেক্‌গণ এইরূপ করিয়াছেন যে, হানিফি মজ্‌হাবের মতে অছুলের কেতাব অনুযায়ি নিম্নের কায়দাগুলি স্থির করা হইয়াছে যে, (১) হুকুম দ্বারা ফরজ ছাবেৎ হয়। (২) নিষেধ দ্বারা হারাম ছাবেৎ হয়। (৩) হুকুম ও নিষেধ না হইলে মোবাহ ছাবেৎ হয়।

لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

স্ত্রীকে নিশ্চয় হুকুম করিতাম যে, নিজ্‌ স্বামিকে ছিজ্‌দা করে। এই হাদিছের মধ্যে হুকুম ছাবেৎ নাই, হুকুম ছাবেৎ না থাকিলে (৩) কায়দা মতে মোবাহ ছাবেৎ হইবে।

ত্রয়োবিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, এই দফাতে বলিয়াছেন যে, "হানিফি অছুলের কায়দা মতে ; হুকুম দ্বারা ফরজ ছাবেৎ হয়, নিষেধ দ্বারা হারাম ছাবেৎ হয়, হুকুম ও নিষেধ না হইলে মোবাহ ছাবেৎ হয়। তবে উপরের

لا مرت المرأة ان تسجد لزوجها

হাদিছের মধ্যে হুকুম নাই ছাবেৎ আছে, হুকুম (আদেশ) না হইলে (৩) কায়দা মতে মোবাহ্ ছাবেৎ হইবে।" মা-শা আল্লাহ, শাহবদীয়ল আলিম ছাহেবের এজ্তেহাদ্ কি চমৎকার!!! তাঁহার এজ্তেহাদ্ তাঁহাকেই মোবারক হউক!!! ভাই মোছলমানগণ দেখুন, বিরোধী শাহবদীয়ল আলম ছাহেব এখন বলিয়াছেন যে, আদেশ ও নিষেধ দুইটা না হইলে মোবাহ্ ছাবেৎ হয়, এবং এখানে বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আদেশ না হইলে মোবাহ ছাবেৎ হয়। বিশেষত কায়েছ বিন্নে ছায়াদ (রা) হইতে যে হাদিছ গায়েরোল্লাহ্কে ছিজ্দা করা নিষেধ বিষয়ে রেওয়ায়েৎ আছে, ইহাতে পরিষ্কাররূপে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম لا تفعلوا (লাতাফ্আলু) শব্দ বলিয়াছেন। এবং লাতাফ্আলু যে নিষেধের ছিগা (শব্দ) ইহা ছোট, ছোট, বালক যাহারা মিজান মন্শায়েব্ কেতাব পড়েন, তাহারাও জানেন। বিরোধী শাহবদীয়ল আলম ছাহেব এই দফার প্রথম ভাগে বলিয়াছেন "নিষেধ দ্বারা হারাম ছাবেৎ হয়", আর ইহাই সত্য হইতেছে, তবে لا تفعلوا লাতাফ্ আলু নিষেধের শব্দের দ্বারা কেন হারাম ছাবেৎ হইবে না? এখানে তো তাহার নিজের কথা অনুযায়ি ছিজ্দা হারাম ছাবেৎ হইতেছে।

চতুর্বিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা ;—

مشكوة شريف كتاب الاداب باب المصافحة والمعانقة

হাদিছ মেশ্কাৎ শরিফের আদাবের কেতাবে মোছাফাহার ও মোয়ানাকার বাব মধ্যে আছে যে, "জাবেরে হইতে রেওয়ায়েৎ করা গিয়াছে যে,

তিনি আবদুল কায়েছের কাছেদগণের মধ্যে ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "যখন আমরা মদিনাতে আসিলাম, তখন আমরা নিজ্ নিজ্ ছোওারি হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম, এবং আমরা রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের উভয় হস্ত, ও পায়ের উপর চুমা দিলাম। এই হাদিছকে আবুদাউদ রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন। যাহারা কেবল মাত্র মাথা নিচাকরাকে হারাম বলে, তাহাদের উত্তর দেওয়ার জন্য এই হাদিছ যথেষ্ট হইতেছে।

চতুরবিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, উপরে যে হাদিছ নকল করিয়াছেন; ঐ হাদিছের মর্ম্ম এই, আবদুল কায়েছের সঙ্গীগণ যখন মোছলমান হইবার জন্য মদিনা শরিফে আসিলেন, এবং এখন ও তাঁহারা মোছলমান হন্ নাই, কারণ কেবল মাত্র এখন তাঁহারা ছোওারি হইতে নামিতেছেন। ছেহাবিদিগের মোছলমান হইবার পূর্ব্বের কার্য্যদলিল হইতে পারে না। আর এই হাদিছ আমাদিগের মোখালেফ্ নহে। কারণ মৌলানা কুতুবুদ্দীন (র) মোজাহেরে হক কেতাবে এই হাদিছের শরাহ মধ্যে লিখিয়াছেন যে, জাহের অবস্থাতে এই হাদিছের দ্বারা বুঝা যায়, যে পায়ে চুমা দেওয়া দুরস্ত হইবে, কিন্তু ফকিহ্‌গণ উহা নিষেধ করিয়াছেন। তিনি এই হাদিছের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে, পায়ের মধ্যে চুমা দেওয়া কেবল হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হেওয়া ছাল্লামের জন্য খাছ্ ছিল, আর কাহারও জন্য নহে, অথবা এই ঘটনা দিন এছালামের শুরু অবস্থার কথা হইতেছে, পরে রদ হইয়াছে, অথবা যাহারা পায়ে চুমা দিয়াছিলেন তাঁহারা ইহার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না, কারণ তাঁহারা এখন মোছলমান হইবার জন্য আসিয়াছেন মাত্র; অথবা পায়ে চুমা দেওয়া তাঁহাদিগের

বেকরারি অবস্থায় হইয়াছে। যাহা হউক যখন এই হাদিছের এতগুলি ব্যাখ্যা হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন উহার দ্বারা দলিল প্রমান দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষত আমাদিগের আলোচনা ছিজদার সম্বন্ধে, চুমা দেওয়ার সম্বন্ধে নহে। সুতরাং এই হাদিছের দ্বারা ছিজ্‌দা দুরস্তের প্রমাণ কোন প্রকারেই হইল না।

পঞ্চবিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—মেশ্‌কাৎ শরিফের কেতাবোর্‌রুয়ার মধ্যে আবিখজিমা (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ করা গিয়াছে, তিনি বলিতেছেন যে, "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হেওয়া ছাল্লামের কপালের উপর ছিজ্‌দা করিয়াছি। তৎপর এই স্বপ্নের কথা হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হেওয়া ছাল্লামের নিকট বলিয়াছেন। তখন নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হেওয়া ছাল্লাম শয়ন করিলেন, ও তাঁহাকে বলিলেন তোমার স্বপ্নকে সত্যকর। তখন হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হেওয়া ছাল্লামের পেশানির উপর তিনি ছিজ্‌দা করিলেন।"

পঞ্চবিংশ দফার রদউত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব উপরের লিখিত হাদিছের দ্বারা তাঁহার নিজের দাবি কি প্রকারে ছাবেৎ করিয়াছেন? এই হাদিছতো আমার মোয়াফেক্‌ হইতেছে। আমার সাহায্য করিতেছে। কারণ ঠেকা বশতঃ নামাজের মধ্যে মানুষের শরীরের উপর ছিজ্‌দা করা ফকিহ্‌গণ যে দুরস্ত রাখিয়াছেন, এই হাদিছ তাঁহাদিগেরই দলিল হইতেছে। যেমন কাজি খান্‌ কেতাবের ৮৬ পৃষ্ঠায় আছে, "কোনব্যক্তি যদি লোকের ভিড়বশত শুক্রবারে জমিনের উপর ছিজ্‌দা করিতে না পারে; তবে

লোক খাড়া হওয়া পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি অপেক্ষা করিবে, ইহাতে যদি স্থান পায় তবে ছিজ্‌দা করিবে, এবং যদি মানুষের পিঠের উপর ছিজ্‌দা করে দুরস্ত হইবে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হেওয়া ছাল্লাম স্বপ্ন দেখনেওয়ালার স্বপ্নকে সত্য করিবার আবশ্যক বশত, যে রূপ নিজ পেশানি মোবারকের উপর তাঁহাকে ছিজ্‌দা করিবার জন্য বলিয়াছেন, এই মত ঠেকা বশত ফকিহ্‌গণ মানুষের শরীরের উপর নামাজের ছিজ্‌দা করা দুরস্ত রাখেন। ফেক্‌হার প্রায় সকল কেতাবেই এই মছ্‌আলা আছে। তবে এই হাদিছ আমাদিগের দলিল হইল। বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের দলিল কেমন করিয়া হইল? বোধ হয় তিনি বুঝিয়াছেন যে, "হজরতের পেশানি মোবারকের উপর ছিজ্‌দা করাতে প্রকৃত পক্ষে হজরৎকেই ছিজ্‌দা করা হইল, এইরূপ বুঝা তাঁহার নিতান্ত ভুল হইয়াছে।

বোধ হয় তিনি আরবি মোহাবেরা ওয়াকেফ্‌ নহেন। কাহার জন্য ছিজ্‌দা করে, কোন দিকে ছিজ্‌দা করে, কিসের উপর ছিজ্‌দা করে, এই তিনটীতে প্রভেদ কি? তাহা তিনি বুঝেন না। কেন জনাব, আমরা প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহ তালাকে ছিজ্‌দা করিতেছি, নামাজের মছাল্লার উপর ছিজ্‌দা করিতেছি, পাথরের উপর ছিজ্‌দা করি, কাঠের উপর ছিজ্‌দা করি, চৌকির উপর আল্লাহ তালাকে নামাজের মধ্যে ছিজ্‌দা করিয়া থাকি। ইহাতে লাজেম আইসে কি, আমরা আল্লাহ তালাকে ছাড়িয়া এই সকল বস্তুকে ছিজ্‌দা করিতেছি? হর্‌গেজ্‌ নহে। আমরা ঐ সকল বস্তুর উপর আল্লাহ তালাকেই ছিজ্‌দা করিয়া থাকি।

ষড়্‌বিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—কাজি খান চতুর্থ জেলেদ, "যদি কোন মোছলমানকে বলা যায় যে, রাজাকে ছিজ্‌দা কর,

নচেৎ তোমাকে কতল করিব। তবে সে ব্যক্তি এবাদতি ছিজ্‌দা না করিয়া, তাজিমি ছিজ্‌দা করিলে কোন ক্ষতি নাই। কারণ তাজিমি ছিজ্‌দা করিলে কাফের হয় না। আল্লাহতালা আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করিবার জন্য ফেরেস্তাগণকে হুকুম দিয়াছিলেন, অন্যের জন্য এবাদত করিবার জন্য আল্লাহ পাক কাহাকে হুকুম করেন না। ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণ তাঁহাকে ছিজ্‌দা করিয়াছিলেন। ফেরেস্তাগণকে আল্লাহ তালার আদেশ দেওয়া, ও ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামকে ভাইগণের ছিজ্‌দা করা, পূর্ব্বকালের। শরিয়ৎ আমাদের জন্য দলিল অনুসারে মোবাহ ছাবেৎ হইতেছে।"

ষড়্‌বিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব. কাজি খান কেতাবের এই ২৬ দফা মধ্যে যাহা নকল করিয়াছেন, তাহা তিনি কাট্‌ ছাট্‌ করিয়া অশুদ্ধ নকল করিয়াছেন। উক্ত কাজি খাঁর শুদ্ধ এবারতের মজ্‌মুন এই যে, "যদি কোন মোছলমানকে বলা যায় যে, রাজাকে ছিজ্‌দা কর, নচেৎ তোমাকে কতল করিব। ফকিহ্‌গণ বলিয়াছেন, যদি তাহাকে এবাদৎ করিবার জন্য এই আদেশ করিয়া থাকে তবে, সেই ব্যক্তির ছিজ্‌দা না করাই ভাল। যেমন কাহাকে কাফের হইবার জন্য জবরদস্তি করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তির ছবর করাই ভাল; এবং যদি তাহাকে হুকুম করে রাজাকে তাজিমের ছিজ্‌দা করিবার জন্য, এবাদৎ করিবার জন্য নহে, তবে সে ছিজ্‌দা করিবে।" এই হয় কাজি খাঁ কেতাবের ছহি এবারৎ। কিন্তু বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব কাট্‌ ছাট্‌ করিয়া গলৎ এবারৎ নকল করিয়াছেন। উপস্থিত ভাই মোছলমানগণ দেখুন, শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব কি প্রকার এছলামের খেলাফ কাজ করিয়াছেন। জবর

দস্তির মছলাকে সর্ব্ব সাধারণের জন্য হুকুম মানিয়া লইয়াছেন। কাজি খাঁ কেতাবের এবারতের মর্ম্ম এই যে, যদি কোন জালেম বাদশাহ্ কোন মোছলমাণকে জবরদস্তি বলে যে, বাদশাহকে ছিজ্দা কর, এমন করিয়া বলে যে, ছিজ্দা কর, নচেৎ তোমাকে কতল করিব, তবে যদি বাদশাহ্কে এবাদতি ছিজ্দা করিবার জন্য বলে, তবে সে ব্যক্তি ছিজ্দা না করিয়া ছবর করিয়া সহিদ মারা যাওয়া ভাল, এবং যদি তাজিমি ছিজ্দা করিবার জন্য বলিয়া থাকে, তবে ছিজ্দা করিয়া প্রাণ রক্ষা করা দুরস্ত আছে। এবং তাজিমি ছিজ্দা না করিয়া মারা যাওয়া ও দুরস্ত আছে। দুই প্রকার ছিজ্দাই বরাবর হইতেছে। প্রথম ছুরতে, অর্থাৎ এবাদতি ছিজ্দার মধ্যে, ছিজ্দা করিয়া জান বাচানো জায়েজ আছে ; কিন্তু ছিজ্দা না করিয়া মারা যাওয়া আফজাল অর্থাৎ খুব ভাল হইতেছে, যেমন আল্লাহতালা এর্শাদ করিয়াছেন।

من كفر بالله من بعد ايمانهٖ الا من اكره و قلبه مطمئن
با لايمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ٭

অর্থাৎ জবরদস্তির সহিত কতল করা যাইবার কালে, মনের মধ্যে ইমান ঠিক রাখিয়া কোফরি কার্য্য বা বাক্য আমলে আনিয়া যদি প্রাণ বাচায় তবে মাফ আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ছিনা খুলিয়া কোফরি কার্য্য করিবে, কিম্বা কোফরি বাক্য বলিবে, তাহার উপর আল্লাহ তালার গজব হইবে। আমার মোছলমাণ ভাইগণ দেখেন, লাচারি এবং জবরদস্তির সময় শরিয়তের মধ্যে বান্দাগণের প্রতি কিরূপ আছানি করিয়াছেন।

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

ঠেকা বশত যদি হালালখানা পাওয়া না যায়, এবং না খাইলে প্রাণ যাইবার আশঙ্কা হয়, তবে সেই ব্যক্তির জন্য শরাব, বা রক্ত, বা শুকরের

মাংশ খাইয়া প্রাণ রক্ষা করা দুরস্ত আছে। এইরূপ কতলের ভয়েতে দেলের মধ্যে ইমান ঠিক রাখিয়া কোফরি কার্য্য, কিম্বা কোফরি বাক্য আমলে আনিয়া জান বাচানো দুরস্ত আছে। এমন এমন লাচারি ও জবরদস্তির মছআলা গুলিকে, যাহা শরিয়তে অতি ঠেকা বশত লোকের আছানির জন্য দুরস্ত রাখিয়াছেন, সেই সকল হুকুমকে সর্ব্বসাধারণের নিকট জারি করা শরিয়তের খেলাফ হইতেছে।

সপ্তবিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—তফ্ছির কবিরের প্রথম জেলেদের ৪২৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, "মোছলমানগণের মত্ এই যে, ঐ ছিজ্দা (ছিজ্দায়ে আদম) এবাদতি ছিজ্দা ছিল না, কারণ, এবাদতি ছিজ্দা গয়েরোল্লাহর জন্য করা কুফরি হয়। কুফরি কার্য্যের জন্য হুকুম করা হয় না।"

সপ্তবিংশ দফার রদ্ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, যে তফ্ছির কবির হইতে এই এবারত নকল করিতেছেন, মোছলমানগণের মত্ এই যে, ঐ ছিজ্দা (ছিজ্দায়ে আদম) এবাদতি ছিজ্দা ছিলনা। কারণ এবাদতি ছিজ্দা গয়েরোল্লাহ্র জন্য কুফরি হয়। কুফরি কার্য্যের জন্য হুকুম করা হয় না। এই এবারৎ দ্বারা বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কোন লাভ নাই, কারণ উহার মতলব এই যে, "মোছলমানগণ এক মত্ হইয়াছেন যে, নিশ্চয় আদম আলায়হেচ্ছালামের জন্য ছিজ্দা করা এবাদতি ছিজ্দা ছিল না। কারণ এবাদতি ছিজ্দা গায়েরোল্লাহ্র জন্য করা সকল ধর্ম্মে ও শরিয়তে কুফরি হয়; এবং কুফরি কার্য্য করিবার জন্য আদেশ করা হয় না।" এইরূপ তফ্ছির আজিজির ২২৪ পৃষ্ঠায় আছে যে, ছিজ্দা

বন্দিগীর হক্ আদায় করিবার জন্ত হয়। এই রকম ছিজ্‌দা গায়েরোল্লাহর জন্ত করা সকল দিন ও ধর্ম্মে হারাম ও নিষেধ আছে। কোন সময়ে দুরস্ত হয় নাই। খেয়াল করিবার বিষয় এই যে, তাজিমি ছিজ্‌দা যখন সেইকালে দুরস্ত ছিল, তখন উহা সেই জমানাতে কুফর ও হারাম ছিল না, তবে সেই জমানায় তাজিমি ছিজ্‌দার জন্ত হুকুম করা, হারাম ও কুফরের জন্ত হুকুম করা হয় নাই, কারণ সেইকালে উহা দুরস্ত ছিল, ইহা তো সর্ব্বমানিত কথা, তবে এই এবারৎ নকল করাতে বিরোধী শাহবদীয়ল আলম ছাহেবের কি লাভ হইল? বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব তফ্‌ছির কবিরের এই এবারতের পশ্চাৎ ভাগের এবারৎ একেবারেই ছাড়িয়া গিয়াছেন, যাহা আমাদিগের সাপক্ষে ও বিরোধী ছাহেবের বিপক্ষে হয়। উহা এই যে, ফেরেস্তাগণের ঐ ছিজ্‌দা ছালামের মত আদম আলায়হেচ্ছা-লামের তাজিমের জন্ত ছিল। পূর্ব্বকালের লোকে উহা করিতেন, যেমন বর্ত্তমান জমানায় মোছলমানগণ আপোশের মধ্যে এক অপরকে ছালাম দ্বারা তাজিম করিয়া থাকেন। এবং ছোহায়েব (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ আছে যে, "মোয়াজ এব্‌নে জবল (রা) যখন এমোন দেশ হইতে আগমণ করিলেন, নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হেওয়াছাল্লামকে ছিজ্‌দা করিলেন; তখন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হেওয়াছাল্লাম বলিলেন, হে মোয়াজ ইহা কি? মোয়াজ (রা) বলিলেন ইহুদিগণ নিজ্ বুজুর্গকে, ও নিজ্ আলেমকে ছিজ্‌দা করে, এবং নাছারাগণকে দেখিলাম নিজ্ পাদ্রিগণকে ছিজ্‌দা করে। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম ইহা কি? তাহারা বলিল ইহা নবিগণের তাহিয়া তাজিম। হজরৎ বলিলেন ইহুদি ও নাছারাগণ নবিগণের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, নবিগণের তাজিম ছিজ্‌দা করা ছিল না। এবং ছেমাক এব্‌নে হানি (রা) হইতে ছুরি (র) রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন যে, "হজরৎ আলি (রা) এব্‌নে আবুতালেবের

নিকট জাছ্লিক্ আসিলেন (অর্থাৎ নাছারাদিগের ছরদার) এবং হজরৎ আলি (রা)কে ছিজ্দা করিবার ইচ্ছা করিলেন। হজরৎ আলি (রা)তাহাকে বলিলেন ; আল্লাহকে ছিজ্দা কর, আমাকে ছিজ্দা করিও না। কারণ হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যদি আল্লাহ ভিন্ন কাহাকে ছিজ্দা করিবার জন্য হুকুম করিতাম, তবে নিশ্চয় স্ত্রীকে হুকুম করিতাম যে নিজ্ স্বামীকে ছিজ্দা করে, কারণ স্ত্রীর উপর স্বামীর বড় হক আছে। আমার মোছলমান ভ্রাতাগণ বিচার করিয়া দেখুন, বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব কি ভুল করিয়াছেন ? কারণ উক্ত তফ্ছির কবিরের মধ্যে, আমাদিগের শরিয়তের মধ্যে তাজিমি ছিজ্দা হারাম হইবার যে দলিলগুলি আছে, ঐ সমুদয়কে একেবারেই ছাড়িয়া গিয়াছেন। দেখুন মোয়াজ এবুণে জবল (রা) হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামকে ছিজ্দা করিল, তাহাতে হজরৎ কঠিন এন্কার করিলেন, এবং বলিলেন য়িহুদী ওনাছারাগণ নিজ নবিগণের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, নবিগণের তাহিয়া তাজিম এইরূপ ছিল না, এবং জাছ্লীক যখন হজরৎ আলী (রা) কে ছিজ্দা করিতে চাহিলেন, হজরৎ আলি (রা) বলিলেন, আল্লাহকে ছিজ্দা কর, আমাকে ছিজ্দা করিও না। আমি পানাহ্ চাহিতেছি আমার আল্লাহতালার নিকট যাঁহার কোন শরিক নাই, যেন এরূপ গোনাহর কার্য্য কখন ও কোন মোছলমানের দ্বারা না হয়।

অষ্টবিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা তফ্ছির কবির—

لم يمتنع بعض الاوقات سقوط الانسان على الارض
والصاقه الجبين ضرباً من التعظيم ●

বাজে সময় জমিনের উপর পড়া মানুষের জন্য মানা নহে, এবং জমিনেতে কপাল মিলাইয়া দেওয়া একপ্রকার তাজিম হয়, যদিও তাহার জন্য এবাদৎ নহে।

অষ্টবিংশ দফার রদ্দ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব তফ্‌ছির কবির হইতে এই এবারৎ নকল করিতেছেন যে, বাজে সময় জমিনের উপর পড়া মানুষেয় জন্য মানা নহে, এবং জমিনেতে কপাল মিলাইয়া দেওয়া একপ্রকার তাজিম হয় যদিও তাহার জন্য এবাদৎ নহে। বিরোধী ছাহেব এই এবারতের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তফ্‌ছির কবিরের মর্ম্ম বুঝা সহজ কথা নহে। বিরোধী ছাহেব উক্ত তফ্‌ছিরের উপরের এবারৎ ছাড়িয়া দিয়া, নীচের এবারৎ নকল করিয়া গত্রেবুদ্ করিয়াছেন। উহার উপরের এবারতের মৎলব এই যে, "প্রশ্ন", ছিজ্‌দা করা এবাদৎ বটে, এবাদৎ গায়েরোল্লাহ্‌র জন্য দুরস্ত নাই, তবে ফেরেস্তাগণের আদমকে ছিজ্‌দা করা কেমন করিয়া দুরস্ত হইল? ইহার বিস্তৃত জওাব এই যে; তহকিক কোন কোন সময় কার্য্যের দ্বারা বাক্যের ন্যায় নম্রতা ও নত হওয়া প্রকাশ করে, যেমন কাহাকে দেখিয়া তাহার সহিত ব্যবহার দ্বারা আদব দেখান যায়, এবং মুখে তাজিমের শব্দ বলা একই সমতুল্য হইতেছে। এই মর্ম্মকে এই কথাতেও প্রকাশ করে, যে আমাদিগের মধ্যে যেরূপ তাজিম মৌখিক বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়, সেইরূপ তাজিম এক অপরের জন্য তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাড়াইলে ও ঐরূপ তাজিম প্রকাশ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যে জমানাতে অবস্থার দ্বারা তাজিম প্রকাশ করা নিয়ম হয়, উহা মৌখিক বাক্য দ্বারা তাজিম প্রকাশের অনুরূপ হইবে। যেমন আমাদিগের বর্ত্তমান নিয়মে খাড়া হওয়া, নজর আসিবা মাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাড়ানো, ও বাক্যের

দ্বারা হুজুর জনাব বলিবার অনুরূপ। যখন এইরূপ কায়দায় তাজিম প্রকাশ হয় ছাবেৎ হইল, তখন পূর্ব্ব জমানাতে মানুষ জমিনেতে পড়িয়া যাওয়া, ও মানুষের কপাল মাটীর সহিত মিলাইয়া দেওয়া একপ্রকার তাজিমের ফয়দা দেওয়া মানা ছিল না, যদি ও ইহা আদৎ ও নিয়ম মতে এবাদৎ নহে। তবে যদি ও আদমের ছিজ্‌দা এবাদৎ নহে, কিন্তু আদৎ অনুযায়ি এই কার্য্য তাজিম না হওয়া লাজেম আইসে না। প্রশ্নের সার কথা এই যে, ছিজ্‌দাটী এবাদৎ ছিল? না একটা অযথা বৃথা কার্য্য ছিল? যদি ঐ ছিজ্‌দা এবাদৎ হয়, তবে এবাদৎ গায়েরোল্লাহ্‌র জন্য দূরস্ত নাই, তবে নিশ্চয় আদমকে ছিজ্‌দা করা অযথা ও বৃথা হইয়াছে। কারণ আদমের ছিজ্‌দার আদেশ বেফয়দা ও নিস্ফল হইয়াছে। উত্তরের সার কথা এই যে, ছিজ্‌দা এবাদৎ না হইলে অযথা ও বৃথা নিস্ফল হওয়া লাজেম আইসে না। কারণ সেই জমানার নিয়ম অনুসারে ছিজ্‌দা করিয়া তাজিম প্রদর্শন করা, বর্ত্তমান সময়ের কথার দ্বারা তাজিম করার অনুরূপ ছিল। ফল কথা এই যে তফ্‌ছির কবিরের লেখক হজরৎ এমাম রাজি (র) হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের ছিজ্‌দা বেফায়দা হয় নাই, তাহাই ছাবেৎ করিয়াছেন। আমাদিগের শরিয়তে উহা দূরস্ত হওয়া ছাবেৎ করেন নাই। ভালরূপ সুবিবেচনার দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখুন।

ঊনত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—আলমগিরি পঞ্চম জেলেদ ২৮ বাব ৩৭৮ পৃষ্ঠা এমাম আবুমনছুর বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহার সম্মুখে জমি চুম্বন করে, কিম্বা তাহার জন্য নিহরে অর্থাৎ মাথা ঝুকায়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কারণ সে ব্যক্তি তাহার তাজিম করা ইচ্ছা করিতেছে, এবাদৎ করা নহে। এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য

বুজুর্গান বলিয়াছেন, "যদি জবরদস্তি রাজাগণের জন্য ছিজ্‌দা করে, তবে ইহা বড় কবিরা গোনাহ হয়। তবে ইহার দ্বারা প্রকাশ হইল যে, মনুষ্যের বুজুর্গানের সম্মুখে পেশানি রাখিয়া তাজিম করা বেশক দূরস্ত আছে। কারণ তাহাদের সাক্ষাতে অতিশয় নম্র হওয়া ও ফরুতানি করা অতি প্রধান কার্য্য। ইহা দুনিয়া হাছেল করিবার জন্য নহে, বরং দিনের কাজে কামালিয়াৎ ও বুজুর্গী লাভ করিবার জন্য করা হয়।

ঊনত্রিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে আলমগিরি কেতাব হইতে এই এবারৎ নকল করিতেছেন যে, এমাম আবুমনছুর বলিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কাহার সম্মুখে জমিন চুম্বন করে, কিম্বা তাহার জন্য মাথা নত করে, ইহাতে সে কাফের হইবে না। কারণ সে তাহার তাজিম করা ইচ্ছা করিতেছে, এবাদৎ করা নহে। এই হইতেছে উক্ত আলমগিরি কেতাবের ছহি এবারৎ। কিন্তু বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব কাফের হইবে না স্থলে, ভুল করিয়া ক্ষতি নাই বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার মৎলব এই যে, যদি কেহ কাহার সম্মুখে কপাল ও নাক না লাগাইয়া; ঠোট দ্বারা জমি চুমা দেয় সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। কপাল ও নাক না লাগাইয়া কেন? কারণ কপাল ও নাক লাগানোকে ছিজ্‌দা বলে। তবে ছিজ্‌দা এক জিনিষ হইল, ও চুমা দেওয়া অন্য জিনিষ হইল। ছিজ্‌দা গায়েরোল্লাহ্‌র জন্য দেওয়া কুফরি, এবং জমি চুমা দেওয়া গোনাহ্‌ হইতেছে, তবে জমি চুমা দেওয়াতে ছিজ্‌দা কি প্রকারে লাজেম আসিল? এই কথার দ্বারা ছিজ্‌দা দূরস্ত বলিয়া প্রমাণ করা কেবল শরিয়ৎ বিষয়ে অজ্ঞানতা মাত্র। সেই কেতাবে আছে, অথবা নিহরে,

গোনাহ্‌গার না হওয়া লাজেম আইসে না।" এবং বিরোধী শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেব কাফের হইবে না স্থলে, ক্ষতি নাই শব্দ লিখিয়া দিয়াছেন।" জানি না তিনি কোন মৎলবে এইরূপ লিখিয়াছেন? কিন্তু তাঁহার মৎলব ও হাছেল হইল না; কারণ ছিজ্‌দার বিষয় লইয়া বাহাছ হইতেছে, চুমা দেওয়ার বিষয় লইয়া বাহাছ নহে। কিন্তু এইমত করিয়া চুমা দেওয়া ও গোনাহ হয়। আবার বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব লিখিতেছেন যে, অন্যান্য বুজুর্গান বলিয়াছেন যদি জবরদস্তি রাজাগণের জন্য ছিজ্‌দা করে, তবে ইহা বড় কবিরা গোনাহ হয়।" ইহার দ্বারা বিরোধী শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেব বুজুর্গানের নিকট তাজিমি ছিজ্‌দা করা দুরস্ত হওয়ার নতিজা (ফল) বাহির করিয়াছেন। তিনি উহা হইতে এই নতিজা (ফল) কি প্রকারে বাহির করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। উহা হইতে তো তাজিমি ছিজ্‌দা করা গোনাহ কবিরা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়।

ماشاء الله عجيب اجتهاد هى

পুনশ্চ শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব নিজ মৎলবের বেশী বিপক্ষে দেখিয়া ভয়েতে আলম গিরির এই এবারৎ এখানে ছাড়িয়া গিয়াছেন, ইহাও তিনি এই স্থানে বড়গলতি করিয়াছেন। ঐ এবারৎ এই যে, "এমত তাজিমি ছিজ্‌দা করিলে কাফের হইবে কি না? কেহ বলিয়াছেন কাফের হইবে নিশ্চয়, এবং অনেকে বলিয়াছেন যে, যদি এবাদত করিবার নিয়তে ছিজ্‌দা করে, তবে কাফের হইবে। এবং যদি সম্মান করার নিয়তে ছিজ্‌দা করে, তবে কাফের হইবে না, কিন্তু এইরূপ করা তাহার জন্য হারাম হইবে। আর যদি কোন নিয়ত না করে, তবে অনেক আহ্‌লে এলেম বলিয়াছেন কাফের হইবে। এবং জমি চুমা দেওয়া ও ছিজ্‌দার কাছাকাছি হইতেছে। কিন্তু মাটীতে কপাল ও চেহারা রাখা অপেক্ষা

ইহাতে কিছু সহজ আছে, আলম গিরির এই এবারৎকে ও শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব ছাড়িয়া গিয়াছেন, কারণ ইহাতে তাঁহার মৎলবের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা আছে। এবং শামী কেতাব মধ্যে আছে যে, লোকে যে আলেমগণের এবং বড় বড় লোকের সম্মুখে জমি চুমা দেয়, তাহা হারাম, যে চুমা দেয় ও যে রাজি থাকে, উভয়ে গোনাহগার হইবে। কারণ ইহা বোৎ পরস্তির সহিত মোশাব্বাহ হয়। তবে কেহ এমত করিলে কাফের হইবে কি না? ইহা যদি বড় জানিয়া এবাদৎ স্বরূপ করে, তবে কাফের হইবে; এবং যদি তাজিম স্বরূপ করে তবে কাফের হইবে না। কিন্তু কবিরা গোনাহ অবলম্বন করিয়াছে তদ্জন্য বড় গোনাহগার হইবে।" এবং মোলতাকাৎ কেতাব মধ্যে আছে যে, "গায়েরোল্লাহর জন্য মাথা নত করা, ও তোয়াজু করা হারাম। শাম্ছোল্ আইম্মা ছরখছী বলিয়াছেন, যদি গায়েরোল্লাহকে তাজিম মানসে করা হয়, তবে কাফের হইবে। এবং কোহস্থানি বলিয়াছেন এবং জহিরিয়া কেতাব মধ্যে আছে যে, ছিজ্দা করিলেই কাফের হইবে।" এবং জাহেদীর মধ্যে আছে, ছালামের মধ্যে রূকুর মত মাথা ঝুকিয়া যাওয়া ও ছিজ্দার মত। এবং মোহিত কেতাব মধ্যে আছে যে, ছুলতান এবং অন্য কাহারও জন্য মাথা ঝুকাইয়া দেওয়া মকরূহ হইতেছে। এবং হজরৎ আদম আলায়হে চ্ছালামকে ফেরেস্তাগণের ছিজ্দা করা বিষয়ের মধ্যে মতভেদ্ আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঐ ছিজ্দা আদম আলায়হেচ্ছালামের জন্য তাহিয়া তাজিম স্বরূপ ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঐ ছিজ্দা আল্লাহ তালার জন্যই ছিল, কেব্লার মত আদম আলায়হেচ্ছালামের দিকে লক্ষ্য ছিল মাত্র। যেরূপ আমরা খানা কাবা শরিফকে কেব্লা মনে করিয়া, খানা কাবার দিকে মুখ করিয়া আল্লাহ তালাকে ছিজ্দা করিয়া থাকি, এইরূপ হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম-ফেরেস্তাদিগের কেবলা ছিলেন. ফেরেস্তাগণ হজরৎ

আদম আলায়হেচ্ছালামকে কেব্‌লা করিয়া আল্লাহ তালাকেই ছিজ্‌দা করিয়াছেন।

ত্রিংশ দফা।

عالمگیری — وان امروه بالسجود للتحية والتعظيم لا للعبادة فالافضل له ان يسجد - كذا فى قاضى خان ●

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—

আলাম গিরি "এবং যদি উঁহারা তাহাকে তাজিম ও তাহিয়ার জন্য ছিজ্‌দা করিবার হুকুম করে, তবে সে ছিজ্‌দা করাই ভাল।" এমত কাজি খাঁ কেতাবে ও আছে।

ত্রিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে, আলমগিরি ও কাজি খাঁ কেতাব হইতে এই এবারৎ নকল করিতেছেন যে, "এবং যদি উঁহারা তাহাকে তাজিম ও তাহিয়ার জন্য ছিজ্‌দা করিবার হুকুম্ করে, তবে সে ছিজ্‌দা করাই ভাল। এমত কাজি খাঁ কেতাবেও আছে।" ইহা ও বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কঠিন গল্‌তি ও গর্হিৎ কার্য্য হইতেছে। তিনি এই এবারতের প্রথম ভাগকে গোপন করিয়াছেন। ঐ এবারতের শুরু অংশ এই।

ولو قال للمسلم اسجد للملک والاقتلناک قالوا ان امرهم بذلک للعبادة فالافضل له ان لا يسجد كمن اكره على ان يكفر كان الصبر افضل وان امرهم بالسجود للتحية والتعظيم فالافضل له ان يسجد - كذا فى فتاوى قاضى خان ●

যদি কোন মোছলমানকে বলে যে, রাজাকে ছিজ্‌দা কর, বচেৎ তোমাকে কতল করিব। এই বিষয় ফকিহগণ বলিয়াছেন যদি রাজাকে এবাদৎ করিবার জন্য এই হুকুম করিয়া থাকে, তবে সে ছিজ্‌দা না করাই ভাল। যেমন কোন ব্যক্তিকে কাফের হইবার জন্য জবরদস্তি করা গিয়াছে, সে ব্যক্তির ছবর করা ভাল, এবং যদি উহারা তাহাকে তাহিয়া তাজিমের জন্য ছিজ্‌দার হুকুম করে, তবে সে ছিজ্‌দা করা ভাল, 'কাজি খাঁ কেতাব মধ্যেও এমত আছে, অর্থাৎ কাফেরগণ যদি কোন মোছলমানকে বলে যে, রাজাকে ছিজ্‌দা না করিলে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব, তবে এবাদতের জন্য ছিজ্‌দা না করিয়া, সে ব্যক্তির সহিদ মারা যাওয়া বিধি; কিন্তু তাজিমের জন্য বলিলে জান বাচাইবার জন্য সে ব্যক্তির ছিজ্‌দা করা দুরস্ত আছে।" দেখুন ভাই মোছলমান সকল শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব কি ভয়ানক ভুল করিয়াছেন যে, কেতাবের প্রথম অংশকে তো লেখেন নাই, এবং লাচারি হালতের মছলাকে সর্ব্ব সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত করিয়া দিন এছলামকে বিগড়িয়া দিয়াছেন।

একত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—জাহেদী কেতাবে আছে যে, "ছালামের মধ্যে রুকুর মত ঝুকিয়া যাওয়া ছিজ্‌দার কাছাকাছি, এমাম আবু মনছুর ইহার উপর বলিয়াছেন যে ইহার কোন মাতবর অর্থ নাই, কারণ ছিজ্‌দা যদি তাজিমের জন্য হয়, ইহাতে মতভেদ আছে, এবং যদি ছিজ্‌দা এবাদতের জন্য হয়, তাহা গায়েরোল্লাহর জন্য করা কুফরি হয়। তবে রুকুর মত ছালাম ও যদি ছিজ্‌দার ন্যায় হয়, তবে ছালাম ও ঐ রকম হওয়া চাই।

একত্রিংশ দফার রদ উত্তর।

এই দফার মধ্যে বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেবের চেষ্টা বিফল গিয়াছে কারণ দেখুন জাহেদী কেতাব মধ্যে এই এবারৎ আছে যে—

الايماء في السلام الى قريب الركوع كالسجود فانه حرام لمخلوق انتهى *

ছালামের মধ্যে রূকুর নিকট তক্ ইশারা করা ছিজ্দার মত, তাহা নিশ্চয় মখলুখকে করা হারাম হয়, অর্থাৎ ছালামের মধ্যে রূকুর মত ইশারা করা ছিজ্দার ন্যায় হইতেছে, এবং যে কোন মখলুখ হউক না কেন, তাহাকে ছিজ্দা করা হারাম। এই পরিমাণ কথাতে তো শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের সম্পুর্ণ পরাজয় হইতেছে, এবং সম্মুখের দিকে তাহার চেষ্টা বিফল হইতেছে।

দ্বাত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—তফছির কাশ্শাফ্ প্রথম অদ্ধ ২৯ পৃষ্ঠায় আছে যে, ছিজ্দা করা আল্লাহর জন্য এবাদৎ স্বরূপ ও গায়েরোল্লাহর জন্য তাহিয়া তাজিম স্বরূপ, যেমন ফেরেস্তাগণ আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্দা করিয়াছিলেন, ও ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণ, ও পিতা, মাতা তাঁহাকে ছিজ্দা করিয়াছিলেন, এবং হজরত আবিকাতাদা (রা) হইতে রওয়ায়েৎ আছে যে, "ছিজ্দার দুইদিক আছে (১) এবাদতের দিক (২) তাজিমের দিক। তাজিম বা তাহিয়া আদমের জন্য ছিল, এবং এবাদৎ আল্লাহর জন্য।" এবনে আব্বাছ (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ আছে যে, ছিজদায়ে তাহিয়া তাজিম ছালামের মত।

দ্বাত্রিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, তফ্ছির কাশ্যফের এবারৎকে কাটিয়া ছাটিয়া কেবলমাত্র ছিজ্দাকে দুইভাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভাগ করাতে তাঁহার কোন লাভ নাই, আমাদেরও কোন ক্ষতি নাই। তফ্ছির কাশ্যফের এবারৎ প্রথম দফার রদের মধ্যে আমাদিগের প্রমাণের সহিত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা গিয়াছে; সুতরাং এখানে তাহা পুনশ্চ লেখা গেল না। প্রথম দফার রদ দেখুন।

ত্রয়োত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—ছিজ্দা হারাম সম্বন্ধে ছেহাবাগণের একমত না হইবার এই দলিল বটে।

ত্রয়োত্রিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব এই দফার মধ্যে লিখিতেছেন যে, "ছিজ্দা হারাম সম্বন্ধে ছেহাবাগণের এক মত না হইবার এই দলিল বটে।" ইহা শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের নিজের বানানো কথা; কারণ ছিজ্দা হারাম সম্বন্ধে এজ্মায়ে কেতয়ী اجماع قطعى। অর্থাৎ বিশ্বাস্তরূপে এক মত হওয়া ছাবেৎ আছে। তাহা প্রথম দফার উত্তরে বিস্তারিতভাবে বলা গিয়াছে।

চতুস্ত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—তফ্ছির কাশ্যফ ৬৭৮ পৃষ্ঠা—

كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة - كالقيام - والمصافحة وتقبيل اليد مما عادت الناس من افعال شهرت فى التعظيم والتوقير •

"পূর্ব্বকালের লোকের নিকট ছিজ্‌দা করা তাজিম ও তাহিয়ার পরিবর্ত্তে ছিল। যেমন খাড়া হওয়া, ও মোছাফাহা করা, ও হাতে চুমা দেওয়া। যে সমুদয় কার্য্য লোকের নিকট তাজিম ও সম্মান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, এই সকল যাহা বর্ণনা করা গিয়াছে, তাজিমি ছিজ্‌দাকে শামিল করিতেছে।

চতুস্ত্রিংশ দফার রদ উত্তর

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব এই দফার মধ্যে তফ্‌ছির কাশ্শাফ হইতে এই এবারৎ নকল করিতেছেন যে, পূর্ব্বকালের লোকের নিকট ছিজ্‌দা করা তাজিম ও তাহিয়ার পরিবর্ত্তে ছিল। ইহাতে বিরোধী ছাহেবের কোন লাভ নাই, বরং আমাদিগের লাভ আছে। কারণ ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বকালের লোকের নিকট ছিজ্‌দা করা তাজিমের কায়েম মোকাম ছিল। (পরিবর্ত্তে ছিল) বলুন দেখি ইহাতে বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কি লাভ হইল? ইহার দ্বারা আমাদিগেরই উত্তমরূপ প্রমাণ হয়। কারণ পূর্ব্বকালে তাজিমি ছিজ্‌দা করা ছিল, বর্ত্তমান সময়ের নহে, এখন তাহা রদ্ হইয়া গিয়াছে, ইহা প্রথম দফার মধ্যে বলা গিয়াছে। বিরোধী ছাহেব ছিল (كانت) শব্দের মর্ম্ম কোন দিকে গিয়াছে তাহাও বুঝেন নাই। ইহাদ্বারা বুঝা যায় পূর্ব্বকালে ছিল, এখন নাই।

পঞ্চত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—"জামের ছগির কেতাবে আছে ; বুজুর্গানের সম্মুখে খদ্দায়ণ রাখা কোন ক্ষতি নাই ; অর্থাৎ পির বুজুর্গগণের সম্মুখে জমিনের উপর পেশানি (কপাল) রাখা কোন ক্ষতি নাই।"

পঞ্চত্রিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব জামেয় ছগীর কেতাব হইতে এই এবারৎ নকল করিতেছেন যে, বুজুর্গানের সম্মুখে খদ্দায়ণ রাখা কোন ক্ষতি নাই, অর্থাৎ পির বুজুর্গগণের সম্মুখে জমির উপর পেশানি কপাল রাখা কোন ক্ষতি নাই। এইখানে খদ্দায়ণের অর্থ পেশানি বলিয়া বিরোধী ছাহেব নিতান্ত ভুল করিয়াছেন, এবং ইহা হইতে ছিজ্‌দার অর্থ বাহির করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা বাহির হয় নাই। খদ্দায়ণ উভয় রোখ্‌ছারাকে (গালকে) বলে। পেশানিকে খদ্দায়ণ বলে না। (পেশানিকে নাছিয়া বলে) উক্ত জামেয় ছগির কেতাব হইতে আলামগিরির মধ্যে এই মত নকল করে যে, বড় জনের সম্মুখে জমি চুমা দেওয়া হারাম। আলামগিরি মধ্যে আরো আছে যে, "গায়েরোল্লাহ্‌র জন্য ঝুকা হারাম। বিশেষত খদ্দায়ণ (উভয় রোখ্‌ছারা) কে গায়েরোল্লাহ্‌র জন্য রাখা গায়েরোল্লাহ্‌র জন্য ঝুকা হয়, তবে হারাম হইবে।" বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব জামেয় ছগিরের এবারতের তর্জমা করিতে যেমন ভুল করিয়াছেন, উক্ত এবারৎ নকল করিতে ও ভুল করিয়াছেন। ভুল, ভুল, সমস্তই ভুল।

ষষ্ঠত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—তায়ছির নামক ফত্‌ওয়ায় আছে যে, "ছিজ্‌দা দুইটী,এবাদতি ও তাজিমি ছিজ্‌দা। এবাদতি ছিজ্‌দা খাছ আল্লাহর জন্য মাত্র। তাহিয়া ও তাজিমি ছিজ্‌দা গায়েরোল্লাহর জন্য, পাঁচ স্থানে দুরস্ত আছে। (১) উম্মতে নবিকে ছিজ্‌দা করা। (২) মুরিদে পিরকে (৩) প্রজায় রাজাকে (৪) শন্তান পিতা মাতাকে

(৫) গোলাম মুনিবকে, সকল অবস্থাতে রোখছোৎ আছে, অর্থাৎ বাধা নাই।"

ষষ্ঠত্রিংশ দফার দর উত্তর।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেব, ফত্ওয়ায়ে তায়ছির হইতে যে এবারৎ নকল করিতেছেন তাহার মজ্মুন এই, ছিজ্দা দুই প্রকার, এবাদতি ছিজ্দা ও তাজিমি ছিজ্দা। এবাদতি ছিজ্দা খাছ আল্লাহ্-তালার জন্য, ও তাজিমি ছিজ্দা গয়েরোল্লাহ্র জন্য, পাঁচ স্থানে করা দুরস্ত আছে। (১) উম্মতে নবিকে ছিজ্দা করা, (২) মুরিদে পিরকে (৩) প্রজার রাজাকে (৪) সন্তান পিতা মাতাকে (৫) গোলাম মুনিবকে। ফত্ওয়ায়ে তায়ছির প্রসিদ্ধ ও মোতবর কেতাব সমুহের মধ্যে শামিল নহে, এই সকল বিশ্বাষি অকাট্য দলিল গুলির সম্মুখে দাড়াইতে পারে না। এবং ইহার (গ্রন্থকার) মোছান্নেফের অবস্থা ও জানা নাই যে, সে কোন্ আকিদার লোক ছিল, তাহাকে বিশ্বাষ করা বিরোধী ছাহেবের জেম্মা রহিল। বিশেষত সেই মোছান্নেফ তো একজন মোজ্তাহেদ্ ছিল না, যদি মোজ্তাহেদ হইত তবে সে মশহুর হইত। বিরোধী ছাহেবের উচিৎ ছিল, কোন বিশ্বাষি মোতবর কেতাব হইতে নকল করেন, কারণ তিনি তো এক জনা নাকেলে মহজ (সুধু নকলকারি মাত্র) এবং اثنين। السجدة। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই কেতাবের এবারৎ গলৎ ও অশুদ্ধ। কারণ السجدة। শব্দ মোব্তাদা اثنان। শব্দ খবর মরফু হওয়া ছিল। আরও لقوم للنبى এবারৎ দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই তায়্ছির কেতাবের মোছান্নেফ পূর্ব্ব নবিদিগের শরিয়ৎ হইতে এই মছলাকে কোন স্থানে উদাহরণ স্বরূপ আনিয়াছে। তবে বিরোধী ছাহেব না বুঝিয়া ঝট করিয়া নিজ্ দলিল বানাইয়া লইয়াছেন। কারণ পানিতে ডুবা

ব্যক্তি প্রত্যেক তৃণকে ধরিয়া থাকে। আমাদিগের নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম তো তাজিমি ছিজ্দাকে কঠিন এঙ্কার করিয়াছেন। তবে বোধ হয় অন্য নবির জন্য, আমাদিগের নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম জন্য নহে। আর এই তায়ছির কেতাবের বিরুদ্ধে তফ্ছির কবির মধ্যে আছে যে, যখন হজরৎ মোয়াজ (রা) হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাঃকে তাজিমি ছিজ্দা করিল, নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম কঠিন এঙ্কার ও নিষেধ করিয়া দিলেন। হজরৎ মোয়াজ বলিলেন ইহুদিগণ বলিয়াছে যে, নবি আলায়হেচ্ছালামগণের তাহিয়া তাজিম এইরূপ ছিজ্দা করা ছিল। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, উহারা নবিগণের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, অর্থাৎ ইহুদিগণ মিথ্যা বলিয়াছে। নবিগণের তাহিয়া তাজিম এই মত ছিজ্দা করা ছিল না। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ২৭ দফার রদ্দ মধ্যে লিখিয়াছি। এবং তফ্ছির কবির বড় প্রসিদ্ধ মোতবর কেতাব হইতেছে, যাহার গৌরব সমস্ত পৃথিবীতে আছে। বিরোধী ছাহেব ও তফ্ছির কবির হইতে প্রমাণ করিবার খুব চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু জয় লাভ করিতে পারেন নাই। যখন তফ্ছির কবিরের মত বড় কেতাবের সহিত, তায়্ছির নামক ক্ষুদ্র কেতাবের لقوم للنبی الخ। বাক্য মধ্যে মোকাবেলা হইল, তবে তায়ছির রেছালাটী অগ্রাহ্য হইয়া গেল।

সপ্তত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—ফতওয়া ছেরাজিয়া, "যদি মানুষে ছিজ্দা তাহিয়া করে, কাফের হইবে না"।

সপ্তত্রিংশ দফার রদ্ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে, ফতওয়া ছেরাজিয়া হইতে এই এবারৎ নকল করিতেছেন, যদি মানুষে ছিজ্‌দা তাহিয়া করে, কাফের হইবে না। এই মছ্‌লাটী ও জবরদস্তির হালতের মছ্‌লা হইতেছে, বিরোধী ছাহেব ইহার প্রথম অংশকে এখানে লেখেন নাই। তাহা ব্যত্তিত কাফের না হইলে, কবিরা গোনাহ মহাপাপ হইতে তো বাচিবে না। যথা প্রথম দফার রদ মধ্যে বলা গিয়াছে, গোনাহ্‌ ও হারাম কার্য্যকে যে ব্যক্তি হালাল বুঝিবে, সকলের মত্ অনুযায়ি সে কাফের হইতেছে। যথা আলামগিরিতে আছে

من اعتقد الحلال حراما اوبالعكس يكفر ●

"যে ব্যক্তি হালালকে হারাম বিশ্বাষ করে. অথবা তাহার বিপরিত হারামকে হালাল বিশ্বাষ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে"।

অষ্টত্রিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—কাফি কেতাবে আছে যে, "ছদ্‌রোশ্শহিদ (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গায়েরোল্লাহ্‌কে ছিজ্‌দা করে, ও ইহার দ্বারা তাহিয়া তাজিম ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না"।

অষ্টত্রিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেব, কাফি কেতাব হইতে এই এবারৎ নকল করিতেছেন যে; ছদ্‌রোশ্শহিদ (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গায়েরোল্লাহ্‌কে ছিজ্‌দা করে, ও ইহার দ্বারা তাহিয়া তাজিম ইচ্ছা

করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। ইহাও জবরদস্তি হালতের মছ্‌লা হইতেছে। জানি না বিরোধী ছাহেব কোন্ মৎলবে এই এবারৎ এমত কাটিয়া ছাটিয়া নকল করিয়াছেন, তাহা ব্যতিত কাফের না হইলে কবিরা গোনাহ হইতে তো বাচিবে না? এবং হারাম ও কবিরা গোনাহ্‌কে হালাল মনে ধারনা করিলে, সকলের মত্ অনুযায়ি কাফের হইবে। পূর্ব্বের দফা মধ্যে ও ইহা বলা হইয়াছে।

উনচত্বারিংশ দফা।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—ফত্‌ওয়ায় আজিজিয়া, ছোওয়াল=ফাওয়াদোল্ ফোয়াদ্ কেতাবের মধ্যে ছোল্‌তানল্ মোশায়েখের কথা গুলিতে কতক স্থানে উল্লেখ আছে যে, তাঁহার নিকট যাহারা আসিত, তাহারা জমিনের উপর মাথা রাখিত। যখন উহাদের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিল তিনি বলিলেন, আমি লোকদিগকে মানা করিতে চাহিতেছি, কিন্তু যখন খাজা কোতব্‌উদ্দীন (র) ও খাজা ফরিদউদ্দীন (র)র সম্মুখে ও লোকে এই মত করিত, অতএব আমি মানা করিতে পারি না। অপর এক জনকে ফর্ম্মাইলেন যে, যে জিনিষ ফরজ হয়, যখন উহার ফরজ হওয়া রহিত করা যায়, তবে ছুন্নৎ হওয়া বর্ত্তমান থাকে, যেমন আইয়াম বেজের ও আশুরার রোজা, ও হজরৎ আদম আলায়হে-চ্ছালামকে ছিজ্‌দা করার হুকুম ছিল, এখন উহার তাকিদ রহিত হইয়াছে, মোবাহ্ হওয়া বাকি আছে, এই মহাত্মাগণ যে জাহিরি ও বাতেনি এলেমের নেতা ছিলেন, তাহারা ছিজ্‌দাকে জায়েজ রাখিতেন, ইহা প্রকাশ্য কথা। উত্তর, আমি এই কথার উপর আসিয়াছি যে, এই বুজুর্গান ছিজ্‌দাকে কেন জায়েজ করিতেন? তবে তাহাদের কার্য্য কলাপের প্রতি অতিশয় তালাসের পর স্থির হইল যে,

তাহারা ছিজ্‌দাকে দুই প্রকার জানিয়াছেন। (১) এবাদতের ছিজদা (২) তাহিয়া তাজিমের ছিজ্‌দা। এবাদতের ছিজ্‌দাকে তাহারা নিজে কুফর ও হারাম জানিতেন, ও তাহিয়া তাজিমের ছিজ্‌দাকে জায়েজ রাখিতেন। তাজিমি ছিজ্‌দার ও এবাদতি ছিজ্‌দার আকারে কোন পার্থক্য নাই। অন্তকরণের তাজিম উভয় ছিজ্‌দাতে আছে, তথাপি ইহাতে প্রভেদ এই যে, উপস্থিত মোলাকাতের সময় মছনুন ছালামের অতিরিক্ত তাজিম স্বরূপ যদি ছিজ্‌দা করে, তবে ছিজ্‌দা তাহিয়া হয়, আর যদি আল্লাহতালার নজ্‌দিকি হাছেল করিবার মানসে করা হয়, তবে এবাদতি ছিজ্‌দা হয়। যেমন কাফেরগণ মূর্ত্তিকে ছিজ্‌দা করে, ও ফেরেস্তাগণের ছিজ্‌দা আদম আলায়হেচ্ছালামের জন্য, তাজিম জন্য ছিল, ইহা আক্‌ছের বুজুর্গান বলিয়াছেন; কেহ কেহ বলিয়াছেন ছিজ্‌দা আল্লাহর জন্য ছিল, কিন্তু আদম আলায়হেচ্ছালামকে কেবলা বানাইয়াছিল। যাহা হউক যখন সমস্ত জিনিষের নাম শিক্ষার পরিবর্ত্তে ফেরেস্তাগণ হজরৎ আদম আলায়হে-চ্ছালামকে ছিজ্‌দা করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন, তবে অন্যান্য শিক্ষা প্রাপ্ত মুরিদগণ শিক্ষক ও মুর্শিদগণের প্রতি এইরূপ তাজিমি ছিজ্‌দা করিবার জন্য খুব উৎকৃষ্টভাবে আদেশ করা যাইবে। এবং যখন শরিয়তের মধ্যে তাজিমি ছিজ্‌দা রহিত করা গিয়াছে, ফরজ হইতে মোছতাহাবের তরফ পরিবর্ত্তন হইল। এবং গুজরাটবাসী আব্দুল করিম বাহ্‌রা তফ্‌ছির কালানিতে তাছাওফ্‌ অনুসারে লিখিয়াছেন ছুরা ইউছুফ মধ্যে; তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আমাদিগের পূর্ব্বের শরিয়তগুলি আমাদিগের জন্য দলিল। এই কায়দা অনুযায়ী তাজিমি ছিজ্‌দা যাহা হজরৎ এয়াকুব আলায়হেচ্ছালামের শরিয়ৎ মধ্যে দুরস্ত ছিল, তবে উহা আমাদিগের শরিয়ৎ মধ্যে দুরস্ত হইবে। এই ছিজ্‌দা দুরস্ত হওয়া রহিতকারি খবরে ওয়াহেদ ভিন্ন আর কিছু নাই, উহা এই যে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ

আলায়হে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কাহাকে ছিজ্‌দা করিবার জন্য কাহারও প্রতি হুকুম করিতাম, তবে নিশ্চয় স্ত্রীকে হুকুম করিতাম যে নিজ শওহরকে ছিজ্‌দা করে, কিন্তু কোন মনুষ্যের উচিৎ নহে যে, গায়েরোল্লাহকে ছিজদা করে। কোরানের রহিতকারি খবর মোতওাতের হওয়া চাই, খবরে ওয়াহেদ নহে। ইহা সত্যে এই খবরে ওয়াহেদ ও সন্দেহ জনক কথা যে, হজরৎ কোন্ ছিজ্‌দা মানা করিয়াছেন? তাজিমি ছিজ্‌দা মানা করিয়াছেন? না এবাদতি ছিজ্‌দা মানা করিয়াছেন? কারণ সেই কালের অনেক লোক কাফের ছিল, তাহাদিগের গায়েরোল্লাহ্‌র এবাদত করা অভ্যাস ছিল, সেইকালে মানা করিয়াছেন।

ঊনচত্বারিংশ দফার রদ্ উত্তর।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেব ফতওয়া আজিজিয়া হইতে একটী লম্বা এবারৎ অযথা নকল করিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন স্থানে রহিত মধ্যে মোবাহ্ হওয়া বর্ত্তমান থাকে বলিয়া দাবি করিয়াছেন। জানি না বিরোধী ছাহেব হানিফি হইয়া, কেন না বুঝিয়া শাফি মজ্‌হাবের কায়দা বারংবার অবলম্বন করিতেছেন, এবং হানিফির দাবি মস্তকের উপর রাখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মৎলব ও হাছেল হইতেছে না। এই সমস্ত লম্বা এবারতের উত্তর জনাব মৌলানা শাহ্ অব্দুল আজিজ ছাহেব উক্ত ফতওয়ার শেষভাগে একটী সংক্ষেপ কথার দ্বারা দিয়াছেন উহা এই যে,—

جواب این شبه آن ست که در ین تقریر سراسر غفلت
از اجماع قطعی ست بر تحریم سجده و ذهول عن ذکر الناسخ

অর্থাৎ এই সন্দেহের উত্তর এই যে, এই বর্ণনার মধ্যে গায়েরোল্লাহ্‌র জন্য ছিজ্‌দা তাহিয়া তাজিম হারাম বিষয় এজ্‌মায়ে কেতই হইতে,

এবং রহিত দলিল সমুহ হইতে সম্পূর্ণরূপে গাফেল থাকা হইয়াছে। এবং জানাব শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেব নিজ তফছির আজিজির ২২৫ পৃষ্ঠা মধ্যে বলিতেছেন যে, আমাদের শরিয়ৎ মধ্যে তাজিমি ছিজদা হাদিছে মোতাওয়াতর দ্বারা হারাম হইয়াছে। তবে এই উত্তরের এবারৎকে মৌলানা ছাহেবের ফতওয়া মধ্যে অন্য কেহ ভর্ত্তি করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছে, এমন কথা বলা বিরোধী ছাহেবের চলিবে না। কারণ শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেবের তফছির মধ্যে ও এই এবারতের মোয়াফেক কথা আছে। আর এই দফা মধ্যে বিরোধী ছাহেব বলিতেছেন যে, তাজিমি ছিজদার রহিতকারী খবরে ওয়াহেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তাঁহার কি হইয়াছে, যে তিনি তাজিমি ছিজদা রহিত হইয়াছে বলিয়া অনেক স্থানে মানিয়া লইয়াছেন। পুনশ্চ কেন এমন বলিতেছেন? কোরান শরিফের মধ্যে :—

قوله تعالى — ايامركم بالكفر آ ٤ - وقوله تعالى - تسلموا على اهلها آ ٤ - وقوله تعالى - القى اليكم السلام آ ٤ - وقوله تعالى - واذا حييتم بتحية آ ٤ •

এই সকল আয়েৎ ছিজদা তাহিয়া তাজিমের রহিতকারি আছে, এবং তফছির হাক্কানির মধ্যে আছে যে, এই আয়েৎ কোরান :—

لا تسجدوا للشمس الخ •

তাজিমি ছিজদার রহিতকারী হয়। তবে বিরোধী ছাহেব ছুন্নি হানিফি হইয়া কেমন করিয়া বলিলেন, যে রহিতকারী খবরে ওয়াহেদ ভিন্ন আর কিছু নহে। তবে শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেবের কথা মত, এই বর্ণনাতে বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব তাজিমি ছিজদার নাছেখ (রহিতকারী)

বিষয়ে সম্পূর্ণ বেখবর হইতেছে। যদি বেখবর না হইতেন, তবে কখনও এইরূপ বলিতেন না।

চত্বারিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—এই ফতওয়া আজিজিয়ার শেষভাগে লিখিয়াছেন যে "ও এই সন্দেহের উত্তর এই যে, গায়েরোল্লাহর জন্য ছিজ্‌দা তাহিয়া হারাম বিষয় যে এজ্‌মা কেৎই আছে, উহার জায়েজকারিগণ তাহাদের বর্ণনার মধ্যে উক্ত এজ্‌মা কাৎই (নিঃসন্দেহ একমত্‌) এবং রহিতকারি দলিল হইতে সম্পূর্ণরূপে গাফেল ও বেখেয়াল রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম এবারৎ দ্বারা, এবং অনেক কেতাব দ্বারা বুঝা যায় যে, এই মছলার মধ্যে জাহেরী আলেমগণের মৎভেদ আছে। তাহিয়া ছিজ্‌দা হারাম সম্বন্ধে আলেমগণের এজ্‌মা ও একমত না হইবার এই বিশ্বাষি প্রমাণ, ও ছেহাবিগণের এজ্‌মা ও কোন স্থানে ছাবেৎ নাই। এজ্‌মা হইয়াছে বলিয়া, এই মত একবাক্যের নকল ও ছাবেৎ নাই, ও কোরান শরিফের আয়েৎ, ও মোতওয়াতর হাদিছ ও এ বিষয়ে ছাবেৎ নাই, অতএব শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেবের রহিতকারী হইতে ভুলিয়া যাওয়া বলা গলৎ ও অশুদ্ধ হইয়াছে।

একচত্বারিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা।—যথা হিন্দুস্থানের অধিকাংশ স্থানে মশহুর আছে যে, দিল্লী নিবাসী মৌলানা মহাম্মদ এছমাইল শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের কেতাবের মধ্যে অনেক এবারৎ নিজের মতলব অনুযায়ী লাগাইয়া দিয়াছেন, শরিয়তের আলেমগণ ঐ লাগানো এবারৎগুলিকে বুঝিতে পারিয়া, আসল কেতাব হইতে বাহির করিয়াছেন। মৌলানা এছমাইলের অভিপ্রায় তক্‌বিয়াতোল্ ইমান

কেতাব দ্বারা জানা আছে যে, শুধু ছিজ্‌দাকে কুফর বলিয়াছেন, তবে উল্লেখিত এবারৎগুলিকে ও মৌলানা এছমাইলের লাগানো এবারৎ বলিয়া আলেমগণ গণ্য করিয়াছেন।

চত্বারিংশ এবং একচত্বারিংশ দফার রদ উত্তর।

এই দুই দফার রদ, ৩৯ দফার মধ্যে আমি বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া আসিয়াছি, সুতরাং সে বিষয় পুনরায় এখানে বলিব না। শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব এখানে ও মৌলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের উপর তহমত লাগাইয়াছেন।

দ্বিচত্বারিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—তফ্‌ছির মাইনউদ্দিন ওয়ায়েজ ছুরা ইউছুফের তফ্‌ছিরে তিনি বলিয়াছেন যে, এমাম হাছন বছরি (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ আছে যে, ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণ জমিনের উপর মাথা রাখিয়া প্রকৃত ছিজ্‌দা আদায় করিয়াছেন, কিন্তু তাজিম স্বরূপ, এবাদৎ স্বরূপ নহে, কারণ এবাদৎ আল্লাহতালার জন্য খাছ বটে। এই এবারৎ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছিজ্‌দা যদি এবাদৎ স্বরূপ না হয়, তাজিম স্বরূপ হয়, তবে গায়েরোল্লাহ্‌র জন্য ও উহা জায়েজ হইবে।

দ্বিচত্বারিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, মাইনউদ্দীন ওয়ায়েজের তফছির হইতে এই এবারৎ (মজমুন) নকল করিয়াছেন যে, ছুরা ইউছুফের তফছির মধ্যে তিনি বলিয়াছেন যে; এমামহাছন বছরি (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ আছে যে, ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণ জমির উপর মাথা রাখিয়া ছিজ্‌দা করিয়াছেন। সেই জমানায় উহা

জায়েজ ছিল, আমাদিগের শরিয়তে উহা জায়েজ নাই।" ইহাই তো ঠিক কথা। ইহাতে বিরোধী ছাহেবের কি মৎলব হাছেল হইল? হাছেন বছরি (রা) হইতে নকল আনিয়া, এই কথা মাত্র তিনি প্রবল করিয়াছেন যে, ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণের ছিজ্দার সম্বন্ধে তফ্ছির লেখকগণের মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন ছিজ্দা মাথা ঝুকাইয়া করা হইয়াছিল, কেহ বলিয়াছেন ছিজ্দা মাটীতে কপাল রাখিয়াছিল। এমাম হজরৎ হাছেন বছরি (রা) র মত ও ইহা হইতেছে। যাহা হউক ইহা সেইকালে দুরস্ত ছিল, আমাদিগের শরিয়ৎ মধ্যে এমত ছিজ্দা করা কুফর ও হারাম। ইহা বার বার বলা গিয়াছে।

ত্রিচত্বারিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলেম ছাহেবের কথা:—তফছির আল্লামাহ্ আবিল্মছউদ ৪৭৩ পৃষ্ঠা।

قوله تعالى — اسجدوا لادم الخ

অভিধান মধ্যে ছিজ্দার অর্থ নম্রভাব ও কোত্রা হওয়া, এবং শরিয়ৎ মধ্যে ছিজ্দার অর্থ এবাদৎ ইচ্ছায় জমিনের উপর কপাল রাখা। তবে ফেরেস্তাগণ ছিজ্দার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সম্মান স্বরূপ তাঁহাকে তাজিম করার জন্য, ও তাঁহার বুজুর্গী স্বীকার করার জন্য, এবং তাঁহার শিক্ষার হক্ আদায় করার জন্য, এবং তাহার বিষয় ফেরেস্তাগণ হইতে যে বেআদবি হইয়াছিল, উহা মার্জ্জনা করার জন্য।

ত্রিচত্বারিংশ দফার রদ উত্তর।

এই দফা মধ্যে বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব আল্লামহ আবি মছউদের তফছির হইতে যে এবারৎ নকল করিয়াছেন, ইহাতে কেবল

মাত্র ছিজ্দার অভিধানিক অর্থ, ও শরিয়তি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলয়হেচ্ছালামের জন্য যে উহা তাজিমি ছিজদা ছিল, তাহাই জাহের করিয়াছেন, ইহার অতিরিক্ত আর কোন কথা নাই। তবে জানি না কেন অনর্থক বিরোধী ছাহেব এই এবারৎ নকল করিয়াছেন ?

চতুশ্চত্বারিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—তফছির আজিজির মধ্যে ছুরা আলাম নাশরাহের তফছিরের ২৯০ পৃষ্ঠায় আছে (মজমুন) "জানা উচিৎ যে, হজরৎ রছুলের (ছোল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম) ছিনা মোবারকের মধ্যে সুন্দর ময়দান বর্ত্তমান আছে, উহাতে বিরাট প্রশস্ত মজ্‌বুত অট্টালিকা আছে, সেই অট্টালিকার মধ্যে ১২ বারোটী আসন আছে। উহার কোনটী দুনিয়ার সহিত এলাকা রাখে, ও কোনটী দিনের সহিত, এবং কোনটী দিন ও দুনিয়ার উর্দ্ধের সঙ্গে এলাকা রাখে। প্রথম আসনে একজন বাদশা বসিয়াছেন, দ্বিতীয় আসনে একজন হাকিম বসিয়া আছেন, তৃতীয় আসনে একজন কাজি বিচার আসনে বসিয়া আছেন, চতুর্থ আসনে একজন মুফ্‌তি বসিয়া আছেন, পঞ্চম আসনে একজন মোহতাছেব (যে হাকিম খেলাফ শরা কার্য্য করিতে নিষেধ করেন।) হুকুমতের জন্য আসিয়াছেন, ষষ্ঠম আসনে খোস এলহান একজন কারি কেরাৎ শিক্ষা দিবার জন্য লিপ্ত আছেন, সপ্তম আসনে একজন আবেদ এবাদৎ করিতে মশ্‌গুল আছেন, অষ্টম আসনে একজন কামেল খোদা পেশাছ লোক বসিয়া আছেন, নবম আসনে একজন ওয়ায়েজ মেম্বারের উপর বসিয়া আছেন, দশম আসনে একজন দৃঢ় সংকল্প নবি পয়গম্বরি শিক্ষা দিতে লিপ্ত আছেন, একাদশ আসনে একজন কামেল মুর্সিদ তরিকৎ

শিক্ষা দিবার জন্য বসিয়া আছেন, বাদশ আসনে একজন সুন্দর প্রিয় মাশুক চন্দ্রের মত উজ্জল কপাল বিশিষ্ট, যাহার শরীরে আল্লাহতালার মার্ফৎ স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এবং হোছ্নে আজলের হাজার হাজার আশেক, পাগলের মত বুজুর্গী লাভের আশায়, তাহার তরফ মহব্বতের সঙ্গে দৌড়িয়া আসিতেছে, এবং তাহার আছ্তানার উপর ছিজ্দা গুলি করিতেছে, ইহা ঐ মর্তবাগুলির মধ্যে হয়, যাহা মানুষের মধ্যে কাহাকে দেয় নাই। কিন্তু ইহা মহবুব রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াচ্ছালামের উছিলায় তাঁহার উম্মতের আওলিয়াগণকে সেই মহব্বতের কিয়দংশ নছিব হইয়াছে। এবং সকলের ছিজ্দা পাইবার লায়েক, ও সকলের দেল সমূহে মহবুব হইয়াছে। যেমন হজরৎ গাওছল আজম, ছোল্তানোল্ মোশায়েখ নেজামদ্দীন আওলিয়া ছাহেব (র)। যদি এই বার আসনের প্রতি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তাহাকে চাই যে, উল্লেখিত কার্য্য গুলিকে যেন ভাবিয়া দেখেন যে, এই সকল রৌশনি মহাম্মদীর (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম) কামালিয়তের সাগর হইতে শাখা প্রশাখা নালা ও নহরের মত প্রবাহিত হইয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতি পৌছিয়াছে।

চতুশ্চত্বারিংশ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, ছুরা আলম নাশরাহের তফছির হইতে একটা লম্বা চৌড়া (দাস্তান) নকল করিয়াছেন, আল্লাহ জানেন ইহাতে তাহার কি লাভ আছে? আমার বোধ হয় এই জন্য নকল করিয়াছেন যে, শেষ ভাগে যাইয়া এই এবারৎ আছে যে; তাঁহার আছতানার উপর ছিজ্দা গুলি করিতেছে। অর্থাৎ হজরতের কলবের মধ্যে একটা লম্বা চৌড়া দেশ আছে, উহাতে বারোটা আসন আছে, শেষ আসনে একজন নাজ্নিন মহবুব বসিয়া আছেন ইত্যাদি। আর সকলেই

জানেন যে মহবুবকে অতিশয় সৌন্দর্য্য বশতঃ হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের সঙ্গে তুলনা দিয়া থাকে, এবং আশেকগণকে হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছাহামের ভাইগণ, ও হজরৎ ইয়াকুব আলায়হেচ্ছালামের সহিত তুলনা দিয়া থাকে; এবং আশেকগণের ভক্তি ও কাঁদা কাটিকে ছিজ্‌দার সহিত তুলনা দিয়া থাকে। অর্থাৎ হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণ যেন তাঁহাকে ছিজ্‌দা করিয়াছেন, এই মত আশেকগণ ও নিজ মাশুকের মহব্বতে মোহিত হইয়া ভক্তি প্রদর্শন করে, ও কাঁদাকাটা করিয়া থাকেন; মাশুকের এই ভক্তিকে ও কাঁদাকাটাকে ছিজ্‌দার সঙ্গে তুলনা দিয়া থাকে; এইস্থানে এইরূপ তুলনা দেওয়া হইয়াছে মাত্র, প্রকৃত ছিজ্‌দা নহে। এই সকল তুলনাকে আরবিতে এস্তেয়ারায়ে তত্তশিহিয়া বলে। যেমন বলিয়া থাকে জায়েদ্ বাঘের মত, মাশুকের মুখ চন্দ্র ও সূর্য্যের সমতুল্য। ইহাতে হজরৎ নবি করিম ছাল্লীল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের ছিনা মোবারকের ছেফৎ সমুহকে বারোবার, বারো প্রকারে খুবির সঙ্গে তুলনা দেওয়া মক্‌ছুদ হইতেছে, প্রকৃত অর্থ উহা নহে। ইহা সকলে উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন। তবে বিরোধী শাহ ছাহেবের ইহাতে কোন মৎলব হাছেল হইল?

পঞ্চচত্বারিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা, মানা কেবল মাহ্‌বুবীন, মানা কেবল মাহ্‌বুবীন কেতাবে আছে যে, এক দিন হজরৎ নেজামদ্দীন আওলিয়া ছাহেব আছরের নামাজের পর তুহ্‌নার মছ্‌জেদে বসিয়াছিলেন, আলেমগণ ও ফকিরগণ ও ছাফ অন্তকরণের অনেক মুরিদগণ তাহার

মজ্লেছের হল্কাতে বসিয়াছিলেন। এ অধিম ও বসিয়াছিল। যখন মগ্রেবের নামাজের ওয়াক্ত নিকট হইল, হজরৎ মছ্জেদে আসিলেন, ও ওজুকে নূতন করিবার জন্ত উঠিলেন। যখন ওজু করিয়া পুনরায় হজরৎ মছ্জেদে আসিয়া নিজমছল্লার উপর বসিলেন, তখন পেশওয়ার নিবাসী একজন তালেব এলেম বে-আদবির সহিত বলিল, হজরৎ ইহা কোথায় দুরস্ত আছে যে, লোক সকল আপনার তাজিমের জন্ত মছ্জেদের মধ্যে খাড়া হইয়া যাইবে, এবং ছিজ্দা করিবে, কারণ কাহারও তাজিম মছ্জেদে দুরস্ত নাই, ও তাজিমি ছিজ্দা হারাম, বরং কুফরিতে পৌছাইয়া দেয়। হজরৎ অতি নরম ভাবে মোবারক শব্দে বলিলেন, আমি কাহাকে বলিয়াছি যে, মছ্জেদে কিম্বা অন্ত স্থানে আমাকে তাজিম কর? এবং আমাকে ছিজ্দা কর? সেই সময় একজন খোরাছানি বৃদ্ধ আলেম, ঐ তালেব এলেমের দিকে ফিরিয়া বলিল যে, পির, ওস্তাদ, মার্ত্তা, পিতা ও আলেমগণের মছ্জেদের মধ্যে তাজিম করা দুরস্ত আছে। আর মছ্জেদের মধ্যে তাজিম নিষেধ বিষয়ে যে হাদিছ আসিয়াছে তাহার মজমুন এই, আমার খোদার ঘরে আমাকে তাজিম করিও না। এই হাদিছের অর্থ এই যে, মছ্জেদের মধ্যে আমার তাজিম করিও না, যে সময় তোমরা নামাজের মধ্যে থাক। এই হাদিছ ফর্মাইবার কারণ এই ছিল যে, প্রথম প্রথম যখন হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম মছ্জেদে তশ্রিফ আনিতেন, আছহাবগণ যদিও নামাজে থাকিতেন, নামাজ ছাড়িয়া তাঁহার তাজিম করিতেন। হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম এই কার্য্য হইতে মানা করিয়াছেন যে, নামাজের হালতে মছ্জেদের মধ্যে তাজিম করিও না। তৎপর ঐ আলেম বলিল পির, ওস্তাদ, পয়গম্বর বাদশাকেও তাজিমি ছিজ্দা করা দুরস্ত আছে। কারণ ছিজ্দা দুই প্রকার (১) এবাদতি ছিজ্দা (২) তাজিমি ছিজ্দা,

দুই প্রকার ছিজ্‌দা কোরাণশরিফ দ্বারা ছাবেৎ আছে (১) এবাদতি ছিজ্‌দা আল্লাহ্‌তালা ফর্মাইয়াছেন—

قوله تعالى — فاسجدوا لله واعبدوا ولله يسجد من في السموات والارض *

অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ছিজ্‌দা ও এবাদৎ কর। এবং যাহারা আছমান ও জমিনে আছে তাহারা আল্লাহতালার জন্যই ছিজ্‌দা করিতেছে। এই আয়েৎগুলি এবাদতি ছিজ্‌দার বিষয় আসিয়াছে এবং

ان كنتم اياه تعبدون *

দ্বারা এখানে মাবূদকে এবাদৎ করা শর্ত্ত করিয়াছেন। হদিছ শরিফে গায়েরোল্লাহ্‌কে ছিজ্‌দা করা মানা আসিয়াছে। এই এবাদতি ছিজ্‌দার বিষয় আসিয়াছে। সুতরাং যেই ব্যক্তি মাবুদ জানিয়া গায়েরোল্লাহ্‌কে ছিজ্‌দা করিবে সে কাফের হইবে। কারণ এবাদতি ছিজ্‌দা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে করা দুরস্ত নাই। (২) তাজিমি ছিজ্‌দা ও কোরাণ-শরিফের আয়েতের দ্বারা ছাবেৎ আছে যথা—

قوله تعالى — واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس - خروا له سجدا *

এই উভয় আয়েৎ দ্বারা হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম ও হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করা ছাবেৎ আছে। তবে এই মত তাজিমি ছিজ্‌দা করা মোবাহ্‌ বটে। যদি কেহ মা, বাপ, পির, ওস্তাদ, বাদ্‌শাকে ছিজ্‌দা করে, কাফের হইবে না। ঐ তালেব এলেম এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল, এবং আর কিছু বলে নাই।

পঞ্চচত্বারিংশৎ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ্‌বদীয়ল আলম ছাহেব মানাকেবোল মাহবুবিন কেতাব হইতে হজরৎ নেজামদ্দীন আওলিয়ার একটী লম্বা চৌড়া দাস্তান নকল করিতেছেন, আল্লাহ জানেন ইহাতে তাঁহার কি লাভ আছে ? হজরৎ নেজামদ্দীন আওলিয়া ছাহেব তো তাজিমি ছিজ্‌দা হইতে স্পষ্ট এন্কার করিয়াছেন যে ; আমি কাহাকে বলিয়াছি যে, মছজেদে কিম্বা অন্য স্থানে আমাকে তাজিম কর ? এবং আমাকে ছিজ্‌দা কর ? সুতরাং স্পষ্টরূপে তিনি এমন পাপ কার্য্য হইতে আলগ্‌ হইয়া গিয়াছেন। কারণ তিনি ঠিক ঐরূপ এন্কার করিয়াছেন, যেমন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম হজরৎ মোয়াজ (রা)র ছিজ্‌দা হইতে এন্কার করিয়াছেন, ইহা আমি বিস্তৃতরূপে ২৭ দফার রদ মধ্যে লিখিয়া আসিয়াছি। তবে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের ও হজরৎ নেজামদ্দীন আওলিয়ার (র) এন্কারের সম্মুখে খোরাছানি আলেমের কথা কে জিজ্ঞাসা করে। ইহা তো সম্পূর্ণ এন্‌কার বিপরিত হইতেছে।

ষষ্ঠচত্বারিংশৎ দফা।

বিরোধী শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা ঃ—ফাওয়াদোল্‌ফোয়াদ কেতাবের ১৫৮ পৃষ্ঠা, ফাওয়াদোল ফোয়াদ মধ্যে হজরৎ ছোল্‌তানল্‌ মশায়েখ্‌ বলিয়াছেন যে ; লোক আমার নিকট আইসে, এবং জমিনের উপর চেহারা রাখে, যখন শেখল্‌ এছ্‌লাম হজরৎ ফরিদদ্দীন, ও হজরৎ কোতবদ্দীন (র) ইহা নিষেধ করেন নাই, আমি ও নিষেধ করিতেছি না। এ অধিন নিবেদন করিল যে ব্যক্তি বুজুর্গানের নিকট আইসে ও জমির উপর চেহারা রাখে তাহার বেশী লাভ হয়, ও তাহার নাফ্‌ছ চুরমার হয় ; কারণ ঐ বুজুর্গকে আল্লাহতালা বুজুর্গ করিয়াছেন, বুজুর্গের বুজুর্গি

মুরিদের খেদমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। অতপর এই বিষয় খাজা ছাহেব একটী গল্প বলিয়াছেন, বিগত কএক দিনের মধ্যে রূম শাম দেশ ভ্রমণ করিয়া এক বুজুর্গজাদা আসিয়াছিলেন, যখন তিনি আসিয়া বসিলেন, সেই সময় ওহিদোদ্দীন কোরাশী আসিলেন। যেমত খেদমতের নিয়ম আছে খেদমত সমাধা করিলেন, এবং জমিনের উপর মাথা রাখিলেন। ইহা দেখিয়া ঐ ভ্রমনকারি বুজুর্গজাদা, যিনি বসিয়াছিলেন, তাহাকে উচ্চৈশ্বরে একটী শব্দ প্রদান করিয়া বলিলেন ছিজ্‌দা করিও না, কারণ ছিজ্‌দা কোন স্থানে আইসে নাই। এই বিষয় ঝগড়া (তর্ক বিতর্ক) হইতে লাগিল, আমি তাহার সহিত উত্তর করিতে চাহি নাই। কিন্তু যখন তিনি কড়া কড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তাহাকে এই পরিমাণ বলিলাম যে, তুমি শ্রবন কর অতিরিক্ত করিও না, যে কার্য্য ফরজ হইয়া থাকে, যখন ফরজ উঠিয়া যায়, তখন মোছতাহাব্‌ বর্ত্তমান থাকে। যথা আশুরা ও আইয়াম বেজের রোজা, পূর্ব্বকালে ফরজ ছিল, হজরৎ রছুলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহ্‌ আলায়হে ওয়াছাল্লাম)র জমানাতে যখন রোমজান শরিফের রোজা ফরজ হইল, তখন আশুরা ও আইয়াম বেজের রোজার ফরজ হওয়া রহিত হইল, কিন্তু মোছ্‌তাহাব্‌ বাকি রহিয়াছে। এখন ছিজ্‌দার কথা বলিতেছি যে, পূর্ব্বকালের লোকের প্রতি ছিজ্‌দা করা মোছ্‌তাহাব্‌ ছিল, যথা প্রজা রাজাকে, উম্মৎ পয়গম্বরকে ছিজ্‌দা করিত। যখন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের জমানাতে ছিজ্‌দা উঠিয়া গিয়াছে, উহার মোছ্‌তাহাব্‌ হওয়া চলিয়া গিয়াছে, মোবাহ্‌ হওয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। ছিজ্‌দা করা মোছ্‌তাহাব্‌ না হয় মোবাহ্‌ হইবে। মোবাহ্‌ কার্য্যের উপর নিষেধ ও মানা কোথায় আসিয়াছে? একবার আমাকে বলুন? কেবল এই এঙ্কার করা কি কাজে আসিবে? আমি

ষষ্ঠচত্বারিংশৎ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেব, এই স্থানে ও হজরৎ ছোল্‌তানল মোশায়েখের একটী সুদীর্ঘ গল্প বয়ান করিয়াছেন। আল্লাহ্ জানেন, ইহাতে তাঁহার কি লাভ হাছেল হইল ? তাহার এই বয়ান আমাদিগেরই লাভ জনক, কারণ তিনি যে বলিয়াছেন; বুজুর্গের বুজুর্গী মুরিদের খেদমত করার দরুন নহে, ইহাতে ছিজ্‌দা করা বেফয়দা মাত্র তাহাই বুঝা গেল। শেষে যাইয়া বিরোধী ছাহেব হজরৎ রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের জমানাতে তাজিমি ছিজ্‌দা রহিত হওয়া নিজে হাতে কলমে স্বীকার করিয়াছেন। রহিত হওয়া কার্য্যের মধ্যে মোবাহ্ বাকি থাকা হানিফিদিগের কায়দার একেবারে বিপরিৎ কথা হইতেছে, হরগেজ মোবাহ বাকি থাকে না। আমি অষ্টদশ দফার রদের মধ্যে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

সপ্তচত্বারিংশৎ দফা।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—ফাওয়াদোল ফোয়াদ কেতাবে আসিয়াছে যে, মুরিদগণ যে পির ছাহেবের খেদমতে আইসে ও জমিনের উপর মাথা রাখে, এই বিষয় কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ইহাতে খাজা ছাহেব ফর্মাইলেন, আমি লোকদিগকে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমার পিরের সম্মুখে ও লোক ঐরূপ করিত বলিয়া আমি নিষেধ করিতেছিনা। এ অধিন নিবেদন করিল যে, মুরিদগণ সর্ব্বদা খেদমতে আসিয়া থাকে, এবং মুরিদ হয়, এই মুরিদ হওয়া, ও বয়াৎ করার সারমর্ম্মই হইতেছে পিরের এস্ক ও মহব্বৎ, যে স্থলে পিরের এস্ক ও মহব্বৎ উচিৎ মুরিদের উপর মাথা রাখা সহজ খেদমত হইয়া পড়ে।

সপ্তচত্বারিংশৎ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেব, এখানে ও এক লম্বা এবারৎ নকল করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি লোকদিগকে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিলাম"। এ কথা তো আমাদিগেরই লাভ জনক, কারণ আমাদিগের সাপক্ষে হইতেছে। শেষভাগে বলিয়াছেন "জমির উপর মাথা রাখা সহজ খেদমত হইবে"। ইহাতে গোনাহ হইবে না, এমন কথা বুঝা যায় না। গোনাহর কার্য্য করা প্রথমত সহজ বোধ হয়, কিন্তু পরে মুস্কিল হইয়া পড়ে, মৃত্যুর পরেও এইরূপ হইবে। পূর্ব্বে তিনি এই কথা নকল করিয়াছেন যে, "পিরের বুজুর্গী মুরিদের খেদমতের সহিত এলাকা নাই, অর্থাৎ পিরের তাহাতে কোন ফয়দা হয় না; এবং এখানে তিনি এই কথা নকল করিতেছেন যে, "জমির উপর মাথা রাখা সহজ খেদমৎ হইয়া পড়ে।" খেদমত দ্বারা তো পিরের কিছু ফয়দা হওয়া চাই, নচেৎ ইহা কেমন খেদমৎ হইল? তাঁহার এই দুই কথার মধ্যে প্রকাশ্যরূপে অনৈক্যতা আছে, তবে তাঁহার কোন্ কথা মানিব? দুই বিপরীত কথাতো একত্রে হওয়া হইতে পারে না, বোধ হয় ইহা লেখকের কলমের ভুল হইয়া থাকিবে।

قوله تعالى — تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ‌•

অর্থাৎ গোনাহকে তোমরা সহজ বুঝিতেছ, ইহা আল্লাহতালার নিকট অতি কঠিন। এবং সহজ খেদমতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, যে খেদমৎ অধম, তাহা করা চাই না; কারণ পিরের বুজুর্গী ইহার দ্বারা হাছেল হয় না। তবে ইহা সম্পূর্ণ বেফয়দার কার্য্য, ইহাতে এমন কার্য্যের হেকারৎ ও ঘৃণা করা উদ্দেশ্য হইতেছে। তবে বিরুদ্ধতা রহিল না, এবং আমাদিগের মৎলব ও সাধিত হইল।

অষ্টাচত্বারিংশ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা ঃ—উর্দ্দু ছিয়ারুল আওলিয়ার ৩৩৯ পৃষ্টায় আবুছাইদ আবুল খায়েরের কেচ্ছা, এই কেচ্ছার বিষয় হজরৎ ছোলতানল মোশায়েখ বলিয়াছেন যে, তিনি হজরৎ শেখ ফরিদোদ্দীন (র) র জবান মোবারক হইতে শুনিয়াছেন, একবার শেখ আবুছাইদ আবুল খায়ের ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন, পথের মধ্যে এক জন মুরিদ সম্মুখে আসিল। মুরিদ পায়দল থাকা বশত আইসা মাত্র তাঁহার জানুতে চুমা দিল, শেখ আবুল খায়ের বলিলেন আরো নিচে, মুরিদ তাঁহার পায়ের মধ্যে চুমা দিল, শেখ বলিলেন আরো নিচে, মুরিদ ঘোড়ার জানুতে চুমা দিল, শেখ বলিলেন আরো নিচে, মুরিদ তাহার ঘোড়ার পায়ে চুমা দিল, শেখ বলিলেন আরো নিচে, তখন মুরিদ জমিনের উপর ছিজ্‌দায় পড়িল, ও শেখের সম্মুখে জমিনকে চুম্বন করিল। তখন শেখ আবুল খায়ের বলিলেন, আমি যে তোমাকে নিচের দিকে আদেশ করিয়াছি, ইহাতে আমার এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, তুমি আমার পায়ে চুমা দিবে, বরং আমার উদ্দেস্য এই ছিল যে, তোমার মর্ত্তবা বোলন্দ হয়, কারণ যখন যখন তুমি নিচের দিকে চুমা দিতেছিলে, তখন তখন তোমার মর্ত্তবা বোলন্দ হইতেছিল।

অষ্টাচত্বারিংশ দফার রদ উত্তর।

এই দফার মধ্যে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব শেখ আবুছাইদ আবুল খায়েরের একটী লম্বা চৌড়া দাস্তান জিকির করিয়াছেন, উহার মধ্যে এই এবারৎ আছে যে, "মুরিদ জমির উপর ছিজ্‌দায় পড়িল, এবং শেখের

সম্মুখে জমিনকে চুম্বন করিল। ইহাতে প্রকাণ্ড অনৈক্যতা আছে, কারণ ছিজ্‌দা করা এক কথা, ও চুমা দেওয়া অন্য কথা, প্রত্যেকটীর হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন। ছিজ্‌দা করা কুফর হইতেছে, এবং চুমা দেওয়া হারাম হইতেছে। এখন কোন্‌টাকে মান্য করিব? বিপরীত কথা উল্লেখ করা বিরোধী ছাহেবের কার্য্য হইতেছে, কিম্বা হইতে পারে তাঁহার কলম ভুল করিয়াছে। শেষভাগে যে এই এবারৎ আছে,, "যখন যখন তুমি নিচের দিকে চুমা দিতে ছিলে, তখন তখন তোমার মর্তবা বোলন্দ হইতেছিল।" এখানে ও চুমার শব্দ স্পষ্টরূপে আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, ছিজ্‌দায় পড়া শব্দ বিরোধী ছাহেবের নিজ বানানো কথা হইবে। তবে ঐ কথার মৎলব সম্বন্ধে কথা রহিল। হইতে পারে যে আবুল খায়ের এই মুরিদকে জবর, তাম্বি ও কঠোরতার সহিত এইরূপ বলিয়াছেন যে, তুমি যখন শরিয়তের খেলাফ কার্য্য করিতেছিলে, তখন তোমার মর্তবা গোনাহর মধ্যে বৃদ্ধি হইতেছিল, খবরদার তুমি এমন কার্য্য আর কখন ও করিও না। ইহা ব্যতীত তর্কতো ছিজ্‌দার মধ্যে হইতেছে, বোছা লইয়া হইতেছেনা। প্রথমটি অর্থাৎ গায়েরোল্লাহকে ছিজ্‌দা করা কুফর হইতেছে, আর দ্বিতীয়টী অর্থাৎ বোছা দেওয়া গোনাহ হইতেছে। তবে এই কথাতে বিরোধী ছাহেবের কোন মৎলব হাছেল হইল?

উনপঞ্চাশৎ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা:—কেতাব ছিয়ারোল আওলিয়া মধ্যে মৌলানা ছৈয়দ মোবারকোল্ অলুম কের্মানি লিখিয়াছেন যে, "তিনি হজরৎ ছোলতানল মোশায়েখের পবিত্র কলমের লিখিত দেখিয়াছেন যে, ছোহায়ব (রা) বলিয়াছেন, আমি হজরৎ আলিকে হজরৎ আব্বাছের হাত, পা, চুমা দিতে দেখিয়াছি।

ঊনপঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব যে, এই দফার মধ্যে হজরৎ আলি (রা) হজরৎ আব্বাছ (রা) র হাত, পা চুমা দিতে দেখিয়াছেন, নকল করিতেছেন, এই কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিরোধী ছাহেবের জেম্মা রহিল। ইহা ব্যতীত তিনি চুমা দেওয়ার কৈফিয়ৎ বর্ণনা করেন নাই, হইতে পারে বসিয়া হাত লাগাইয়া চুমা দিয়াছিলেন, যখন হইতে পারে, কথা হইল, তখন এই কথার দ্বারা প্রমাণ দেওয়া বাতিল হইল। মোনাজেরার কায়দা অনুসারে ইহার দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা ঠিক নহে। ইহা ব্যতীত ছিজ্‌দার বিষয় লইয়া মোনাজেরা হইতেছে, হাত পা চুমা দেওয়ার বিষয় লইয়া মোনাজেরা হইতেছে না। ইহা বারংবার বলা হইয়াছে। আল্লাহতালা জানেন এই রকম এবারৎ নকল করাতে তাঁহার কি নাফা হইল?

পঞ্চাশৎ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা,—মছনবি গঞ্জরাজ কেতাবে আছে (পার্শী বয়াতের তর্জমা) এক দিন এক ব্যক্তি হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রছুল আমি আপনাকে ছিজ্‌দা করিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি। হজরৎ তাহাকে বলিলেন তোমার স্বপ্ন সত্য কর, তৎপর ঐ ব্যক্তি হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামকে সেই সময় ছিজ্‌দা করিল। হজরৎ নবিকরিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম তাহাকে ছিজ্‌দা করিতে নিষেধ করেন নাই।" মুরিদের হাতে যখন মাথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন হাদিয়া নাই, মুর্শিদের সম্মুখে উৎকৃষ্ট হাদিয়া মাথা রাখে।

পঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

এই দফার মধ্যে বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, এক স্বপ্ন দর্শক ব্যক্তি হজরতের পেশানি মোবারকের উপর ছিজ্‌দা করা নকল করিয়াছেন। ইহার রদ পচিশ দফার রদ মধ্যে বিস্তারিত রূপে লেখা হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরায় আলোচনা করিবার কোন আবশ্যক নাই। জনাব বিরোধী ছাহেব কাহার জন্য ছিজ্‌দা করে, কোন দিকে ছিজ্‌দা করে, কিসের উপর ছিজ্‌দা করে, ইহার পার্থক্য বুঝেন না। বিশেষ আবশ্যক বশতঃ মানুষের শরীরের উপর যে ছিজ্‌দা করা দুরস্ত আছে, এ বিষয় তাঁহার একেবারেই খবর নাই।

একপঞ্চাশৎ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—কেতাব আখবারোল আখিয়ার কেতাব মধ্যে শেখ আবদুল হক দেহ্‌লবি (র) আনিয়াছেন যে, খাজা কোতবদ্দীন বখতেয়ার কাকি (র) নিজ পিরের অবস্থা বর্ণনাতে লিখিয়াছেন যে, আরেফগণ সূর্য্যের মত সমস্ত পৃথিবীতে চমকিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নূরের দ্বারায় সমস্ত জাহান রৌশন হয়। তখন হজরৎ খাজা মাইনউদ্দীন (র) বলিলেন, আয়ে দরবেশ আমাকে এইস্থানে আনিয়াছেন, আমার কবর ও এই স্থানে হইবে। অল্প দিনের মধ্যে আমি মরিয়া যাইব। তাহার পর শেখ আলি ছাঞ্জারিকে আদেশ হইল যে, একখানা হুকুমনামা লেখ, যে কোতবদ্দীন দিল্লীতে চলিয়া যাউন, কারণ মছাল্লারখেলাফাৎ কোতবদ্দীনকে দিয়াছি, এবং দিল্লি তাহার বাসস্থান হইতেছে। যখন হুকুমনামা লেখা শেষ হইল, ও আমার হাতে দিলেন, আমি জমিনের উপর আমার চেহারা রাখিলাম, বলিলেন নিকটে আইস, গেলাম, পাগড়ী ও টুপি অধিনের মাথার উপর রাখিলেন,

ও খাজা ওছমান হারুণির লাঠি আমার হাতে দিলেন, ও খের্কা অধিনের স্কন্ধে রাখিলেন, ও কোরাণ শরিফ, মছল্লা ও বুতাদ্বয় দিলেন এবং বলিলেন ইহা একটী আমানৎ হজরৎ রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম হইতে আমাদিগের খাজাগণের নিকট পৌছিয়াছে। তোমাকে রওনা করা চাই, তবে কেয়ামতের দিন খাজাগণের মধ্যে আমার লজ্জা হইবে না। আমি জমির উপর চেহারা রাখিলাম, ও দুই রকাত নামাজ পড়িলাম, খাজা সাহেব আমার হাত ধরিলেন, এবং আছমানের দিকে চেহারা করিলেন, ও বলিলেন যাও আল্লাহ তালাকে ছোপর্দ্দ করিলাম, এবং তোমাকে মঞ্জেলে পৌছাইয়া দিলাম।

একপঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শহ্ বদীয়ল আলম ছাহেব, এই দফার মধ্যে আখ্বারোল আখিয়ার কেতাব হইতে একটী বড় দাস্তান বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কেবলমাত্র এই কথা আছে যে, "একজনা মুরিদ অর্থাৎ কোতবদ্দীন বখ্তিয়ার কাকি (র) দুই রেকাত নামাজ পড়িয়াছেন, ও হজরৎ মাইনদ্দীন চিস্তি (র) তাঁহাকে কিছু মৌরশী তাবারোক্ দিয়া, দোওয়া করিয়া, খোদার উপর ছোপর্দ্দ করিয়া, দিল্লীর দিকে বিদায় করিলেন। ইহার দ্বারা বিরোধী ছাহেবের কি লাভ হইল বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় নামাজের ছিজ্দাকে তিনি তাজিমি ছিজ্দা মনে করিয়াছেন, এইজন্য একটা বড় দাস্তান নকল করিবার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন।

দ্বাপঞ্চাশৎ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা, শেখ আবদুল হক্ দেহলবি (র) জোব্দাতোল্ আছার কেতাব মধ্যে লিখিয়াছেন, ও

রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন যে, শেখ আরেফ আবু মহাম্মদ ফরাহ বিন্নে শেহাব্ শোহ্বানি বলিয়াছেন, যখন তিনি মশহুর হইয়াছেন। হজরৎ শেখ আবতুল কাদের জিলানি (র) র নিকট, বোগদাদের বড় বড় ফকিহগণ হইতে একশত ফকিহ এই কথা স্থির করিলেন যে, একই সময়ে তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাকে এক একটা মছ্লা জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি যে স্থানে ওয়াজ করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহার ওয়াজ মজ্লেছ মধ্যে আসিয়াছিলেন, আমিও সেইদিন ঐ ওয়াজ মজ্লেছ্ মধ্যে উপস্থিৎ ছিলাম। যখন তাঁহারা মজলেছ মধ্যে স্থির হইলেন, শেখ (র) মাথা নিচু করিলেন, তাঁহার ছিনা হইতে নুরের একটা চমক্ বাহির হইল। আল্লাহ্ যাহাকে চান সে ভিন্ন ঐ নুর আর কেহ দেখিতে পারে না। ঐ নুরের চমকটী, ঐ একশত ফকিহ্গণের ছিনা সমূহে প্রবেশ করিল। যাহার ছিনায় ঐ নুর প্রবেশ করিত, সে বেহোশ ও বেকরার হইয়া পড়িত। পরে সকলে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ও তাঁহাদিগের কাপড় সমুদয়কে ফাড়িয়া ফেলিলেন, ও মাথাকে উলঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা কুর্ছির নিকটে আসিলেন, এবং সকলে নিজ নিজ মাথাকে তাঁহার পায়ের উপর রাখিলেন, তখন মজ্লেছের সকলে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এই চিৎকারের দরুণ সমস্ত বোগদাদ নগরটী কম্পিত হইয়াছিল। তৎপর শেখ (র) তাঁহাদের একজনের পর একজনকে আপন ছিনার সহিত মিলাইলেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে বলিলেন যে, তোমার মছলা এইরূপ, এবং উহার উত্তর এইরূপ, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদিগের উত্তর এই মত বলিয়া দিলেন। রাবি বলিয়াছেন যখন মজলেছ শেষ হইল, আমি ঐ আলেমদিগের নিকট আসিলাম, এবং উহাদিগকে বলিলাম, আপনাদের অবস্থা কি ? তাঁহারা বলিলেন, যখন আমরা এখানে আসিয়া বসিয়াছিলাম, যাহা কিছু এলেম আমরা শিখিয়াছিলাম, সেই সমুদয়কে

হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা যেন আমাদিগের নিকট হইতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, যখন তিনি আমাদিগকে আপন ছিনার সঙ্গে মিলাইলেন, তখন আমাদিগের নিকট হইতে যাহা কিছু এলেম চলিয়া গিয়াছিল, তাহা পুনশ্চ আমাদিগের মধ্যে আসিল, এবং যে মছ্‌লাগুলি আমরা জানিতাম না, তাহা তিনি আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াদিলেন।

দ্বাপঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেবের, এই দফার মধ্যে জোব্‌দাতোল্ আছার কেতাব হইতে অতি বড় একটী গল্প নকল করিয়াছেন। বিরোধী ছাহেব ইহাকে ৫২ দফা কেন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহা ব্যতির্ত ইহা তো বেহুশী ও বেএক্তেয়ারি অবস্থার কথা, বেহুশ বেকরার শব্দ এখানে উল্লেখ আছে, আর ছিজ্‌দার অর্থ পায়ের উপর মাথা রাখা নহে। তবে এই বড় গল্প নকল করিয়া বিরোধী ছাহেবের কি লাভ হইল?

ত্রয়পঞ্চাশৎ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা, আলি বিন্নে ইউছুফ বিন্নেহরিরিল্লাহ্‌মীর রচিত বাহ্‌জাতল্ আছরার কেতাবে এই রেওয়ায়েৎ আছে এবং মোল্লাঅলিকারির রচিত তফ্‌রিহ্‌হাল খাতের কেতাবেও আনিয়াছেন।

ত্রয়পঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, এই দফার মধ্যে বাহ্‌জাতল্ আছরার কেতাবের রেয়াৎ দেওয়াকে ভিন্ন একটী ৫৩ দফা বানাইয়া

দিয়াছেন। ইহাতে কোন প্রকার লাভ নাই, ইহা সম্পূর্ণ অনর্থক হইতেছে। আল্লাহ জানেন তাঁহার এইরূপ লিখিবার ভেদ কি ?

চতুঃপঞ্চাশৎ দফা।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—

مثنوی مولانا روم :—

آدمی چون نور گیرد از خدا
هست مسجود ملائک زاجتبا
نیز مسجود کسی کو چون ملک
رسته باشد جانش از طغیان شک

অর্থাৎ মানুষ যখন খোদা হইতে নূর (হেদায়েৎ) গ্রহণ করে, সেই মানুষ বুজুর্গীর দরূণ ফেরেস্তাগণের ছিজ্‌দা প্রাপ্ত হয়। আর ঐ ব্যক্তির ছিজ্‌দা প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তির প্রাণ ফেরেস্তাগণের মত সন্দেহের নাফর্মানি হইতে নিস্তার পাইয়াছে।

চতুঃপঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেব, এই দফার মধ্যে মছনবি মৌলানা রূম হইতে কএকটী শের নকল করিয়াছেন, যাহা উপরে লিখিত আছে। মৌলানা বাহ্‌রোল্ ওলুম (বিদ্যাসাগর) এই শেরের তর্জমা এমন করিতেছেন যে, "কামেল মানুষ নিজ নিজ প্রকারের লোকের ছিজ্‌দা প্রাপ্ত হয়, যখন সেই মানুষ ফেরেস্তার মত নাফর্মানির সন্দেহ হইতে খালাছ পায়, অর্থাৎ ফেরেস্তার ছেফৎ তাহার মধ্যে আইসে" এই তো হইল জাহেরী

তর্জমা। কিন্তু ইহা জানা নাই যে, মৌলানা রুম ছাহেব এই কথা জ্ঞান অবস্থায় বলিয়াছেন, অথবা বেহুশী অবস্থায় বলিয়াছেন। যদি বেহুশী অবস্থায় বলিয়া থাকেন তবে তিনি মাজুর (ক্ষমা প্রাপ্ত) আছেন, আর যদি জ্ঞান অবস্থায় বলিয়া থাকেন, তবে ইহাতে তাবিল (অন্য অর্থ) আছে। এই দুই অবস্থার এক অবস্থা ছাবেৎ করা বিরোধী ছাহেবের জেম্মা রহিল। তবে উহার তাবিল এই যে, ছিজ্দার অর্থ অতিশয় তাজিম করা, মৌলানা রুম ছাহেবের প্রায় শেরের মধ্যে তাবিল আছে। আর এই মছনবি কেতাব ফেকাহার কেতাব নহে। দিন এছলামের মুল কায়দা হইতেছে কোরাণ, হাদিছ, এজমায়ে উম্মৎ, কেয়াছ, এই চারিটী ভিন্ন আর কিছু নহে, তবে বুজুর্গানদিগের কালাম যদি এই সকল কায়দার মোয়াফেক হয়, তবে মান্য করিব, নচেৎ তাবিল করিয়া মোয়াফেক অর্থ বানাইয়া লইব। যদি তাবিল করা না চলে তবে তাহা ছাড়িয়া দিব, এবং উহাকে ভুলের মধ্যে গণ্য করিব, কিন্তু তবুও মুল কায়দা ছাড়িতে পারি না, ইহাই হইতেছে এছলামের আকায়েদ্—

الانسان مركب من الخطاء و النسيان *

কারণ মানুষ মাত্রই খাতা (অন্যায়) ও ভুলের সহিত মিশ্রিত আছে।

পঞ্চাপঞ্চশৎ ফদা।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলাম সাহেবের কথা :—

آن امیر از بندگان شیخ بود
شیخ را بشناخت وسجده کرد زود

ঐ আমির পিরের গোলাম সকলের মধ্যে ছিল, পিরকে চিনিল, এবং শিঘ্র ছিজ্দা করিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

মৌলানা রুম ছাহেবের ঐ উপরের লিখিত শেরের মধ্যে ও তাবিল আছে, অর্থাৎ অতিশয় তাজিম সমাধা করিয়াছে, ছিজ্‌দা করে নাই। প্রকৃত অবস্থা এই যে, "পারস্যের রাজাদিগকে প্রজাগণ ছিজ্‌দা করিত, এবং আমির ও শর্দ্দারগণকে ও ছিজ্‌দা করিত। ইহা অগ্নি উপাশকগণের সাধারণ নিয়ম ছিল। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে কেয়াণিবংশের রাজ্যত্ব পারস্য দেশে বর্ত্তমান ছিল, এবং সহস্র সহস্র বৎসর হইতে সে দেশের বাশেন্দাগণের মধ্যে ছিজ্‌দা প্রচলিত ছিল, এই কারণে :—

سجدہ - بندگی - عبودیت کیش - سجدہ گاہ
قبلہ گاہ - کورنش - پرستش - پرستندہ - پرستار - وغیرہ الفاظ

ছিজ্‌দা, বন্দিগী, ওবুদিয়াৎ কিশ্, ছিজ্‌দাগাহ, কেব্‌লাগাহ্, কোর্নিশ্, পোরস্তেশ্, পোরস্তেন্দা পোরস্তার, "এই সকল শব্দগুলি সেইখানের মোহবেরা (ব্যবহৃত) হইয়া গিয়াছে। ফতুহে আজম (পারশ্য বিজয়) ফতুহে এরাক (এরাক বিজয়) কেতাব দ্বারা ও ইতিহাস দ্বারা এইরূপ ছাবেৎ আছে। যখন এছলাম ধর্ম্ম প্রচলিত হইল, এবং পারশ্যের মধ্যে মোছলমানি রাজ্যত্ব কায়েম হইল, তখন ঐ সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ না লইয়া ব্যবহার হইতে লাগিল, কারণ মোহাবেরা পরিবর্ত্তন হয় না। যদিও ঐ সকল শব্দের অধিকাংশ শব্দ শেরেকের আছে, তবুও অন্য অর্থ ধরিয়া মজাজি অর্থ লইয়া ব্যবহার হইতেছে, যেহেতু পাছি কেতাব সমুহ এইমত অনেক আদাব্, আল্‌কাব্, ও শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ আছে। কারণ বেমোহাবেরা কথা ফছিহ্ নহে। তবে যে ভাষায় কেতাব লিখিতে হয়, সেই ভাষার মোহাবেরা রক্ষা করিয়া কেতাব লেখা আবশ্যক করে, নচেৎ কথা বেমজা ও অশুদ্ধ হইবে। কিন্তু আরবি ভাষা তেমন নহে। কারণ

আরবের বাশেন্দাগণ সাদাসিদা রকমের লোক ছিল, এইজন্ত আরবি মোহাবেরাতে সাদা সাদা শব্দ সকল আছে। এই মত তাকাল্লফি ও বানাউটী শব্দ আরবিতে ব্যবহার নাই, কিন্তু পার্ষি তেমন নহে। পার্ষিতে এই রকমের বানাউটী, আদাব, আল্‌কাব, রঙ্গিন এবারৎ এবং এস্তেয়ারা অসংখ্য আছে। মেছাল মশহুর আছে, "পার্ষি পড়া গল্প সল্প কয়া, আরবি পড়া খোদাওন্দ করিমকে চিনা।" আরবিতে সাদাসিদা শব্দ সকল হইবার কারণ এই যে, আরব দেশের সমস্ত সিমান্ত প্রদেশে কোন জবরদস্ত বাদশা ছিল না, এবং কোন বাদশা আরব দেশ অধিকার করিতে ইচ্ছা করে নাই, কারণ উহা পাহাড় ও বালুকাময় দেশ। উহাতে বাগান, খাল, তামাশা, ঘাস, পাতা, উপাদেয় সামগ্রি নাই। এইজন্ত বাদশাদের খেয়াল সেইদিকে ছিল না। কারণ দেশের বাশেন্দাগণ সাদাসিদা রকমের ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মোহাবেরা ও সাদাসিদে ছিল, ও এখনও আছে। তফ্‌ছির ফৎহোল আজিজ হইতে এইরূপ জানা যাইতেছে, কিন্তু এই সকল ভেদ জানা সহজ কথা নহে।

ষষ্ঠপঞ্চাশৎ দফা।

বিরোধী শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—

ابلهان تعظیم مسجد می کنند
در جفاے اهل دل جد می کنند
آن مجاز است این حقیقت اے خران
نیست مسجد جز درون سرور ان
مسجدے کان اندرون اولیاست
سجده گاه جمله است آنجا خداست

বেওকুফ লোক মছ্‌জেদের তাজিম করিয়া থাকে, ও মার্ফতি লোকের জুলুমের মধ্যে চেষ্টা করিয়া থাকে। হে গাধাগণ উহা মজাজি হয়, ইহা হয় হাকিকৎ। বুজুর্গানের অন্তঃকরণ ভিন্ন মছজেদ নাই, যে মছজেদ আওলিয়াগণের দেলের মধ্যে আছে, উহা সকলের ছিজ্‌দার জায়গা, সেই স্থানে খোদা আছে।

ষষ্ঠপঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

এখানে ও ঐ তাবিল আছে, নচেৎ জাহেরী অর্থে কুফরি হয়। "মছজেদের" অর্থ আল্লাহির জাত ও ছেফতের মার্ফতের স্থান, এই মত "ছিজ্‌দার স্থানের." মৎলব হয় যে লোকের রূজু ও আন্তরিক ভক্তির স্থান, কারণ পিরের দিকে মুরিদ দোওয়া, ফয়েজ ও বর্কতের জন্য আসিয়া থাকে। "সেইখানে খোদা আছে" ইহার অর্থ এই যে, খোদার রহমতের দৃষ্টি সেই জায়গায় আছে, সুতরাং এই অর্থ লইতে হইবে, নচেৎ জাহেরী অর্থ একেবারে কুফরী হয়। যথা আলাম গিরি কেতাব মধ্যে আছে যে, যদি কেহ বলে সকল জায়গায় খোদা আছে, সে কাফের হইবে। অর্থাৎ "যদি বিনা তাবিলে বলে"।

সপ্তপঞ্চাসৎ দফা।

বিরোধী শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা দেওান হাফেজ।

چو دیدم روی خویش سجدہ کردم
بحمد الله نیکو کردارم امشب

যখন তাহার সুন্দর মুখ দেখিলাম ছিজ্‌দা করিলাম, খোদার শোকর যে অদ্য রাত্রে সৎকার্য্য করিলাম।

সপ্তপঞ্চাসৎ দফার রদ উত্তর।

এখানেও ঐ তাবিল (অন্য অর্থ) আছে, অর্থাৎ অতি তাজিম করিয়াছে। যদি এই মত তাবিল করিয়া লওয়া না যায়, তবে অধিকাংশ পার্শী পড়নে ওয়ালা কাফের হইয়া যাইবে।

অষ্টপঞ্চাসৎ দফা।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা হাছন ছাঞ্জারি।

بـر زمیـن کف پـــاے تو بود،

سالها سجدۂ صاحب نظران خواهد بود

"জমির উপর তোমার পায়ের তালুর নেশানা ছিল, বহু বৎসর উহা আহলে নজরের (জ্ঞানি লোকের) ছিজ্‌দা হইবে।"

অষ্টপঞ্চাশৎ দফার রদ উত্তর।

এখানে "ছিজ্‌দার" অর্থ জমির উপর যে কদমের নেশান আছে, উহার উপর নজর দৃষ্টি করা, অর্থাৎ নজরকে এক মানুষ মনে করিয়া তাহার জন্য ছিজ্‌দা ছাবেৎ করিয়াছে। ইহাকে আরবিতে এস্তেআরায় তর্সিহিয়া বলে।

উনষষ্টি দফা।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—

حسن سنجری :— قبلۂ دل کعبۂ جان یا رسول الله توئی

سجدۂ مسکین حسن هر لحظه بادا سوی تو

হে রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম আপনি মনের কেবলা, ও প্রাণের কাবা হন; হাছন দরিদ্রের ছিজ্‌দা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আপনার দিকে থাকুক।

ঊনষষ্ঠি দফার রদ উত্তর।

سجدۂ مسکین حسن الخ

"হাছন দরিদ্রের ছিজ্‌দা", ইহার অর্থ এই যে, আপনার দিকে সর্ব্বদা আমার খেয়ান থাকুক, অর্থাৎ আমি আপনাকে কখনও যেন না ভুলিয়া যাই। জনাব শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেব, আপনি বারংবার এই মত অকর্মাণ্য দলিল কেন পেশ করিতেছেন? জনাব চিরকালের জন্য আমার এই চিকন কথাটী আপনি স্মরণ রাখিবেন, পার্শিওয়ালাদের কথার মধ্যে, বিশেষত মোছলমান কবিগণের কথার মধ্যে, নিশ্চয় তাবিল (অন্য অর্থ) আছে, নচেৎ ইমান থাকিবে না, এই জন্য নেক আকিদা বিশিষ্ট কোন খোদা পরস্ত মোয়াহেদ্ আলেমের নিকট পার্শি পড়া চাই? এইরূপ ফিলোছফি ও বৈজ্ঞানিক এলেম ও যাহার তাহার নিকট শিক্ষা করা চাই না। নচেৎ ইমান হারাইয়া বসিবেন। আমার এই বারিক কথাটী হামেশার জন্য মনে রাখিবেন। আপনার বহুৎ ফায়দা হইবে। জনাবমান্ আপনি এই শেরগুলির কি উত্তর দিবেন?

قضارا گرفت آسمان نا گهش

فرستاد سلطان بکشتن گهش

অর্থাৎ আছমান তাহাকে হঠাৎ ধরিল। ইহা তো হজরৎ শেখ ছাদি (র) ছাহেবের কথা, আপনি ও মুমিন এক খোদা পুজ্‌নেওয়ালা লোক হইতেছেন, তবে আপনি আছমান কে কি মোয়াছির্ (অর্থাৎ কাহাকে ধরিতে পারে) এমত বুঝেন? এইরূপ আপনি এই শেরের কি উত্তর দিবেন?

دریغا آے فلک با من چه کردی
رسانیدی آفتابم را بزردی

দুঃখের বিষয়, হে আছমান তুমি আমার সঙ্গে কি করিলে? যে আমার সূর্য্যকে অস্ত করিয়াছ? ডুবাইয়া দিয়াছ? ইহা তো আরেফ রব্বানি হজরৎ মোল্লা জামি (র) ছাহেবের কথা হইতেছে। আছমানকে তাছির কারক না তিনি বুঝিতেন? না আপনি এমন বুঝিবেন? জনাবমান এই স্থানে কি এর্শাদ করিবেন, এর্শাদ করুণ দেখি, আমি শ্রবন করি, জেলেখার কোমর চুলের মত চিকন ছিল, প্রকৃত পক্ষে কোমর এমন হইলে কি মানুষ হইতে পারে? তবে তাবিল তো আপনাকেও করিতে হইবে;

ষষ্টি দফা।

বিরোধী শাহ্ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—

چو بر آستان ملک سر نهاد
ستایش کنان دست بر بر نهاد

যখন বাদশার আস্তানায় মাথা রাখিল, প্রসংশা করিতে করিতে ছিনার উপর হাত রাখিল।

ষষ্টি দফার দর উত্তর।

"যখন বাদশার আস্তানায় মাথা রাখিল" কি আপনি ইহা হইতে ছিজ্‌দা মোরাদ (অর্থ) লইয়াছেন? আপনার ন্যায় সাগরের নিকটে তো অতি দূরের কথা, হেদায়তন্নাহ্‌ব্ এবং মিজান্ মন্তেক্ পড়্‌নেওয়ালাও এমন ব্যাখ্যা করিবেন না। জনাবমন্ ছের "নেহাদ" (মাথা রাখা) হইতে মোরাদ দাখেল হওয়া হইতেছে, প্রবেশ করা হইতেছে, উপস্থিত হওয়া হইতেছে। কারণ যদি ছিজ্‌দা অর্থ লওয়া যায়, তবে শর্ত্ত ও জেজার

সম্বন্ধ ঠিক থাকে না। কারণ শর্ত্ত ও জেজার মধ্যে অতিশয় একত্রে হওয়ার সম্বন্ধ আছে। এই দুইটার আপোশে অল্প সময়ের জন্য ও ছুটা হইতে পারে না। তবে বলুন ছিজ্‌দার হালতে ছিনার উপর হাত রাখিয়া তারিফ করা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? যদি বলেন ছিজ্‌দা হইতে উঠিয়া ছিনার উপর হাত রাখিয়া, বাদশাহের তারিফ করিতে লাগিল, তবে ছিজ্‌দা হইতে খাড়া হইতে, ও ছিনার উপর হাত রাখিতে, যত সময় দেরি হয়, সে পরিমাণ সময় বিলম্ব করা, শর্ত্ত ও জেজার আপোশের মধ্যে ছুটা রহিল, তবে এলাকা শর্ত্তিয়ার কি অর্থ হইল?

একষষ্টি দফা।

বিরোধী শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেবের কথা :—

یکے پیش دانائی خلوت نشین
بنالید و بگریست سر بر زمین

অর্থাৎ "গোশাগশীন দরবেশের সম্মুখে একব্যক্তি জমিনের উপর মাথা রাখিয়া চিৎকার করিল ও কাঁদিল।"

একষষ্টি দফার রদ উত্তর।

"জমিনের উপর মাথা রাখা" অর্থ অতিশয় আজিজি ও নম্রতা প্রকাশ করা, যেমন উপরে বারংবার বলা গিয়াছে, অথবা অর্থ এই যে, "গোশানশিন দরবেশের সম্মুখে খোদাকে ছিজ্‌দা করিয়া কাঁদিয়াছে, এবং জারি করিয়াছে, ও গোশানশিন শেখ ছাহেব আমিন আমিন করিতেছিলেন যেন শিঘ্র কবুল হয়। জনাব আলেম মোতাবাহের (বিদ্যাসাগর) ছাহেব, এই মত তাবিল (অর্থ) করা, যদি আপনি দুরস্ত না রাখেন, তবে আপনি—

انبت الربيع البقل

ইহার কি অর্থ করিবেন বলুন দেখি? "বসন্তকালে ছব্জি উৎপাদন করিয়াছে।" আপনি তো এক আল্লাহ পরস্ত মুমিনবান্দা হইতেছেন! আপনার আকিদার মোতাবেক এই আবি শেরের অর্থ আপনি বয়ান করুন।

জনাবমন, আপনি তো অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অনেক শের শুনাইলেন, খায়ের আমি (খাক্‌ছার) ও আপনাকে একটী শের শুনাইতেছি, ঐ শের এই—

خلاف پیغمبر کسے راہ گزید
کہ هرگز بمنزل نخواهد رسید

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম ছাহেবের উল্টা রাস্তা অবলম্বন করিবে, সে ব্যক্তি কখন ও নিজ্ মঞ্জেল মকছুদে পৌছিতে পারিবে না।

وفی المبسوط ان السجود لغیر الله تعالی علی وجه التعظیم کفر *

মকছুৎ কেতাবে আছে "তাজিম স্বরূপ গায়েরোল্লাহকে ছিজ্‌দা করা কুফর হইতেছে।" আল্লাহ পাক আমাকে, এবং আমার সকল মোছলমান ভাই ভগ্নিগণকে হামেশার জন্য হেদায়েৎ নছিব করুন, এবং শেরেক কুফর, বেদায়েৎ ও কবিরা গোণাহ হইতে বাচাইয়া রাখুন। আমিন।

আমাদিগের শেষ প্রার্থনা এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য, যিনি সকল মখলুকাতের (সৃষ্টির) পালনেওয়ালা হইতেছেন। আর আমাদিগের পয়দা কর্ণেওয়ালা; পরওয়ারেশ্‌ কর্ণেওয়ালা; মহব্বৎ

কর্ণেওয়ালা, খোদাওন্দ করিম, আমরা যখন মরি ইমানের সঙ্গে, আপনার কামেল মহব্বতের সঙ্গে, আমাদিগকে মৌৎ দিবেন, বেহেস্ত ফেরদৌছ মধ্যে আমাদিগকে থাকিবার স্থান দিবেন, আপনার দিদার আমাদিগকে নছিব করিবেন। আয়ে খোদা, আয়ে মাবুদ, আমাদিগের এই দোওয়া আপনি কবুল করুন।

وصلے الله علی سید نا محمد کلما ذکرہ الذاکرون و غفل عن ذکرہ الغافلون

ওয়াছাল্লাল্লাহ আলা ছৈয়েদেনা মহাম্মাদিন কুল্লাম্মা জাকারাহু জ্জাকিরূন, ওয়াগাফালা আন্ জিক্‌রিহিল গাফেলুন।

আমি শোকর গুজারি করি আল্লাহ তালার সাহায্যে ইহা সম্পুর্ণ হইয়াছে।

ফকির হাকির ছদরউদ্দীন আহাম্মদ হানিফি।
নক্‌শবন্দি, কাদেরি, মোজাদ্দেদী।
সাকিন গঙ্গারামপুর, হরিতলা ডাঃ, জেলা যশহর।

What is man? বহি খানি শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব ইংরাজিতে লিখিয়াছেন, আমার অনেক পাঠক তাহা দেখেন নাই, ও তাহা পড়িবার ও আমার পাঠকবর্গের আবশ্যক হইবে না। সুতরাং ফতওয়া হোয়াট্ ইজ্ ম্যান্? (What is man?) বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাখ্যা না করিয়া; যেমন আছে তেমনই ইহাতে ছাপিয়া দিলাম। ইন্‌শা আল্লাহ তালা আমি বিশ্বাস করি, ইহাও আমার পাঠকবর্গের পড়িতে ও বুঝিতে অসুবিধা হইবেনা।

* بسم اللہ الرحمن الرحیم *

فتوی ہوات ایز من

ما قولکم ایہا العلماء الراسخون فی اسولۃ الذیل

سوال اول—ہیوات ایز من جو انگریزی زبان مین ایک رسالہ ہے اوسمین ایسا لکھا ہے کہ انسان مین خدای تعالیٰ موجود ہے ایک خیالی پردہ نے اوسکو تمہاری آنکہ سے چھپا رکھا ہے - خیالی پردہ کو پھاڑ کر اونکا پاکیزہ منہ دیکہ لو اور اوسمین یہ بھی لکھا ہے کہ خداے تعالیٰ مسجد اور بتخانہ مین دیکھلائی دیتا ہے اور خداے تعالیٰ مسجد مین شیخ بنا بیٹھا اور شراب خانہ مین مست بنا اوسمین تو خداے تعالیٰ کا صریح ذی حلول و ذی مکان و ذی صورت ہونا ثابت ہوتا ہے - ہای افسوس بندۂ خدا نے تو کچھہ تاویل بھی نہین لکھا اگرچہ تاویل نہین بن سکتی لاحول ولا قوۃ الا باللہ - بھی شراب خانہ مین مست ہونا انسان کی شان مین بھی عقلاً قبیح و عیب ہے چہ جاے کہ پاک سبحانہ تعالیٰ - یہ صریح خلاف تنزیہ باری تعالیٰ ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا - پس ایسا لکھنے والا اور اعتقاد کرنیوالا شرعا کافر ہین یا نہین ؟

جواب —(۱) بیشک کافر هین کیونکه اسنے جناب باری تعالیٰ کیواسطے جسم اور لوازم جسم اور صورت اور حلول اور مکان اور عیب ثابت کیا ہے - **تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً** - اللہ تعالیٰ جسمیت اور لوازم جسمانیہ اور عیب سے منزہ ہے جیسا کہ **شرح عقائد النسفی** میں ہے

هو الواحد القدیم اے لا ابتداء لوجوده **ولیس بعرض** لانه لا یقوم بذاته بل یفتقر الی محل یقومه فیکون ممکنا **ولا جسم** لانه مترکب و متحیز و ذلک امارة الحدوث **ولا جوهر** لانه اسم للجزء الذی لا یتجزیٰ و هو متحیز و جزء من الجسم والله تعالیٰ متعال عن ذلک - **ولا مصور** ای ذي صورة وشکل - **ولا محدود** ای ذي حد - ونهایة **ولا معدود** ای ذي عدد و کثرة - **ولا متبعض ولا متجز** - ای ذي ابعاض واجزاء **ولا مترکب** منها - لما فی کل ذلک من الاحتیاج المنافی للوجوب **ولا متناه** لان ذلک من صفات المقادیر والاعداد **ولا یوصف بالماهیة** لانها متمیزة بفصول مقومة فیلزم الترکیب **ولا بالکیفیة** من اللون والطعم والرائحة و غیرها لانها من صفات الاجسام **ولا یتمکن فی مکان** لان التمکن عبارة عن نفوذ بعد فی آخر و ذلک امارة الجسم **ولا یجری علیه زمان** لانه عبارة عن متجدد یقدر به متجدد آخر والله تعالیٰ منزہ عن ذلک •

یه هین عقائد اسلام شان مین جناب باری کے جو اوسکا خلاف عقیدہ رکھیگا وہ اسلام سے خارج ہے پس اوسکا لکھنا کہ انسان میں خدا ہے ظاهراً یه

حلول ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے نہ کوئی اور چیز اوسمیں حلول کر سکتی ہے کیونکہ ایک چیز کی دوسری چیز میں سما جانے اور پیوست ہو جانیکو حلول کہتے ہیں - جیسے کپڑیمیں سیاہ یا سفید رنگ پیوست ہو جاتا ہے * سو اللہ تعالیٰ کی نسبت محال ہے - پس جو کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ ممکنات خصوصاً بندۂ کامل ولی اوسکی ذات میں اسطرح ملجاتا ہے جیسا برف پانی میں یا قطرہ دریا میں یا اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں کیونکہ وہ اونکی ذات میں حلول کرتا ہے اور انکی اندر سما جاتا ہے سو یہ بالکل غلط اور صاف کفر ہے ایسا ہی عقائد الاسلام میں بھی ہے = اور اوسکا لکھنا کہ خیالی پردہ کو دور کرو اور اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ چہرہ دیکھہ لو معاذ اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیالی پردہ نے اللہ تعالیٰ کو چھپا رکھا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا محدود ہونا لازم آتا ہے بھی اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ چہرہ دیکھنا ایک جسم کو دیکھنے کی طرح معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیواسطے جسم اور لوازم جسم ثابت کرنا صریح کفر ہے - اور بیداری کی حالت میں ظاہری آنکھہ سے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ طاقت بشریہ سے خارج ہے - نفس امکان مفید رؤیت بالفعل نہیں ہے - انسان میں خدائے تعالیٰ موجود ہے - اس دعوی پر آیۃ **نحن اقرب الیہ من حبل الورید** سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فقہ اکبر

صفحہ ۱۲۷ مین ہے فالتحقیق فی مقام التوفیق - ان مختار الامام الاعظم ان قرب الحق من الخلق و قرب الخلق من الحق وصف بلا کیف و نعت بلا کشف والجمہور یأولونہما و یحملونہما علی قرب رحمتہ بطاعتہ و بعد نعمتہ بمعصیتہ انتہی - ایمۂ عظام نے آیات قرآنی کے جو معنی بیان کئے ہین تو اوسکا خلاف معنی بیان کرنا الحاد و زندقہ ہے - بہی شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۸۷ مین ہے من وصف اللہ تعالی بما لا یلیق بہ او سخر باسم من آسمائہ او بامر من اوامرہ او انکر وعدہ او وعیدہ یکفر اور بہی ایسا لکھنا کہ انسان مین خدائے تعالی موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی جگہ انسان ہے اوتنی جگہ خدا ہے یہ صریح کفر ہے کما فی العالمگیریۃ اذا قال ان اللہ تعالی فی کل مکان فقد کفر باقی رہا خدائے تعالی کا مسجد مین شیخ بن کے بیٹھنا اور شراب خانہ مین مست ہو کر بیٹھنا یہ صریح کفر ہے حاجت بیان کے نہین رونگٹا کھڑا ہوجاتا ہے *

سوال دوم—اگر کوئی ایسا لکھے کہ انسان کی روح اللہ تعالی کا ایک حصہ ہے تو اوسکا کیا حکم ہے ؟

جواب—وہ کافر ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالی کا متبعض ہونا اور متجزی ہونا لازم آتا ہے یہ صریح کفر ہے اور بہی قدیم کا متعدد ہونا لازم آتا ہے تو روح کے قدیم ہونیسے غیر حادث و غیر مخلوق ہونا لازم آتا ہے - یہ کفر اور عقائد

اسلام سے خارج ہے - **شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۲۴ مین ہے**

ان الروح خلق بالامر التخیری کبعض المخلوقات **(ای بقولہ کن فیکون)** - و کقولہ تعالیٰ - **ائتیا طوعاً او کرھا قالتا اتینا طائعین)** - و اکثر الکائنات خلقوا بالوصف التدریجی **ای کقولہ تعالیٰ فخلقنا العلقة مضغة و خلقنا المضغة عظاما** الخ - **ولذا قال اللہ تعالیٰ الا لہ الخلق و الامر** - تو اس سے روح کا مخلوق ہونا خوب ثابت ہو گیا - تو اسکو قدیم عقیدہ رکھنا کفر ہے * **فائدہ** - و ایضا فیہ اختلف فی حقیقة الروح فقیل انہ جسم لطیف - شابک الجسد مشابکة الماء - بالعود الاخضر اجری اللہ تعالیٰ العادة بان یخلق الحیواة ما استمرت ہے فی الجسد فاذا فارقتہ توفت الموت الحیواة وقالوا الحیواة للروح بمنزلة الشعاع للشمس - فان اللہ تعالیٰ اجری العادة بان یخلق النور و الضیاء فی العالم ما دامت الشمس طالعة - کذلک یخلق الحیواة للبدن ما دامت الروح فیہ ثابتة - و الی ھذا القول مال المشائخ الصوفیة - و قال جماعة من اھل السنة و الجماعة الروح جوھر ساریة فی البدن کسریان ماء الورد فی الورد - انتہیٰ - و ھو لا یغائر القول الاول الا فی اختلافھم انہ جوھر او جسم لطیف و الاخیر ھو الصحیح - الخ *

روح کی حقیقت: یہاں جو بیان کی گئی یہ علم ظنی ہے ورنہ علم یقینی اسبارے مین کسیکو حاصل نہین -

پھر کیف روح حادث اور مخلوق ہے اور اوسکی قدیم اور غیر مخلوق ہونیکا اعتقاد کفر ہے ●

سوال سوم—اگر کوئی ایسا لکھے کہ جناب رسول کریم (ص) نے روح کی حقیقت خفیہ طور پر فقط آٹھہ صحابی (رض) کو بیان کئے ایسا لکھنا کیسا ہے ●

جواب—حدیث خفیہ سب موضوع ہین لا اصل لہ سوای ایک حدیث کے کہ حضرت (صلعم) نے اپنی وفات شریف کے قبل حضرت فاطمہ (رض) کے کان کا نمین کچھہ فرمائے حضرت فاطمہ (رض) روئی پھر اسیطرح آپنے کچھہ دوبارہ فرمایا جس سے حضرت خاتون جنت ہنسی - حضرت کے انتقال کے بعد حضرت عایشہ صدیقہ (رض) نے حضرت زہرا (رض) سے اس حدیث راز کو کھولی - سواے اس حدیث کے سب حدیث خفیہ موضوع ہین چنانچہ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر مین لکھا ہے - تو عمداً حضرت صلعم پر جھوٹ بولنا بڑا گناہ کبیرہ و حرام ہے بالا تفاق اور امام محمد جوینی نے اوسکو کفر لکھا ہے حضرت (ص) نے فرمایا - من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار - مظاہرحق

سوال چہارم—دف اور بانسری اور ہرمنی بجا بجا کر اور ہاتھہ مین تالی لگا کر ذکر اللہ کونا یا قرآن شریف کی آیت پڑھنا اور نعت نبوی پڑھنا ان افعال کو اچھا سمجھنا شرعاً کیا ہے ●

جواب—کفر ہے اور کرنیوالا کافر ہے - لما فی الشرح الفقہ الاکبر - و فی الخلاصۃ من قراء القرآن علی ضرب الدف و القضیب یکفر قلت و یقرب منہ ضرب الدف و القضیب مع ذکر اللہ و نعت المصطفی - و کذا التصفیق علی الذکر - ثم قال و کذا من لم یؤ من بکتاب من کتاب اللہ تعالی او جحد وعدا او وعیداً مما ذکر اللہ فی القرآن او کذب شیئًا منہ - ای من اخبارہ و ھذا ظاھر لامریۃ فی امرہ ولا مخالفۃ لحکمۃ سبحان اللہ کیا صریح دلیل ہے - **و فی رد المحتار** - الملاھی کلھا حرام قال ابن مسعود (رض) صوت اللھو و الغناء ینبت النفاق فی القلب وقد روی الدیلمی عن النبی (ص) اول من تغنی ابلیس و ھکذا فی بدائع الزھوری - و فی **البزازیۃ** استماع صوت الملاھی معصیۃ و الجلوس علیھا فسق و التلذذ بھا کفر ای بالنعمۃ **و لما فی رد المحتار** - و من استحل الرقص قالوا یکفر الی قولہ اجماع الامۃ علی حرمۃ ھذ الغناء و ضرب القضیب و الرقص - اور احادیث رقص و غنا آیۃ **و من الناس من یشتری لھو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ** سے منسوخ ہے کذا فی **نصاب الاحتساب** - **(اقول)** اس زمانہ میں آج کل جو فونو گراف سے آیات قرآنی سنتے ہیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہے - **ولا تتخذوا آیات اللہ ھزوا** - و فی العالمگیری و من اعتقد الحرام حلالاً او بالعکس کفر ٭

سوال پنجم—پیر کو سجدہ کرنا اور قبر کو سجدہ کرنا اور اوسکو مباح سمجھنا شرعاً کیا ھے ۔

جواب—کفر ھے مرتکب اور مستحل کافر ھے قال اللہ تعالیٰ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر - وفی روضۃ العلماء اذا سجد لغیر اللہ یکفر وفی رد المحتار فی المبسوط من سجد لغیر اللہ تعالیٰ علی وجہ التعظیم یکفر (کفایہ) - وفی الجواب الکافی لابن القیم (رح) فی فصل الشرک فی الافعال - کالسجود لغیرہ تعالیٰ - وقد لعن النبی (ص) من اتخذ قبور الانبیاء و الصالحین مساجد یصلی اللہ فیھا - فکیف بمن اتخذ القبور اوثانا یعبدھا من دون اللہ وفی الصحیحین عنہ انہ قال لعن اللہ الیھود و النصاریٰ اتخذوا قبور انبیائھم مساجد وفی الصحیح عنہ ان من شرار الناس من تدرکھم الساعۃ و ھم احیاء و الذین یتخذون القبور مساجد وفی الصحیح ایضا عنہ ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انھاکم عن ذلک - وفی مسند الامام احمد (رح) و صحیح ابن حبان (رض) عنہ صلعم - لعن اللہ زوارات القبور و المتخذین علیھا المساجد و السرج وقال اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائھم مساجد وقال ان من کان قبلکم اذا مات فیھم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا و صوروا فیہ تلک الصورۃ اولٰئک شرار الخلق

عند الله يوم القيامة فهذا حال من سجد الله فی مسجد علی قبر فکیف حال من سجد للقبر بنفسه وقد قال النبی (ص) اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد - وقد حمی النبی (ص) جانب التوحید اعظم حمایة حتی نهی عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا یکون ذریعة الی التشبیه بعبادة الشمس الذین یسجدون لها - فی هاتین الحالتین وسد الذریعة بان منع الصلاة بعد العصر والصبح لا تصال هذین الوقتین بالوقتین الذین یسجد المشرکون فیهما للشمس وأما السجود لغیر الله فقال لا ینبغی لاحد الا الله ولا ینبغی فی کلام الله ورسوله (ص) للذی هو فی غایة الامتناع شرعاً کقوله تعالی وما ینبغی للرحمان ان یتخذ ولدا وقوله وما علمناه الشعر وما ینبغی له وقوله وما نزلت به الشیاطین وما ینبغی له قوله عن الملائکة ما کان ینبغی لنا أن نتخذ من دونك من اولیاء انتهی - سبحان الله کیسی روشن دلیل هے - وفی العالمکیریة - من اعتقد الحلال حراما او بالعکس یکفر - جاننا چاهئے که یه جو امام اعظم صاحب (رح) سے منقول هے که لا نکفر احدا من اهل القبلة - تو اسکی توجیه شارع فقه اکبر حضرت ملا علی قاری نے اسطرح کی - ثم اعلم ان المراد باهل القبلة الذین اتفقوا علی ما هو من ضرورات الدین کحدوث العالم وحشر الاجساد وعلمه تعالی بالکلیات والجزئیات وما اشبه ذلك من المسائل المهمات

فمن و اظب طول عمره على الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم او نفي الحشر او نفي علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من اهل القبلة و ان المراد بعدم تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر مالم يوجد شيء من امارات الكفر - و علاماته - ولم يصدر عنه شيء من موجباته و ايضا قال في موضع آخر - و منها استحلال المعصية صغيرة كانت او كبيرة كفر - اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية وكذ الاستهانة بها كفر - بان يعدها هينة سهلة و يرتكبها من غير مبالات بها و يجريها مجرى المباحات في ارتكابها - و كذ الاستهزاء على شريعة الغراء كفر - لان ذلك من امارات تكذيب الانبياء و ايضاً قال بعد سرد الكلام و على هذه الاصول يبتني الفروع التي ذكر في الفتاوى - من انه اذا اعتقد الحرام حلالا فانكان حرمته لعينه و قد ثبت بدليل قطعي يكفر و الا فلا بان يكون حرمته لغيره او ثبت بدليل ظني و بعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه و لغيره - وقال من استحل حراما قد علم في دين النبي (ص) تحريمه كنكاح ذوي المحارم او شرب الخمر او اكل ميتة او دم او لحم خنزير من غير ضرورة فكافر - و من استحل شرب النبيذ الى سكر كفر انتهى - فقد اندفع بهذه الجملة شبهة عدم تكفير اهل القبلة بالكلية - فافهم - **هذا الحاصل فقه ما فى الباب يه ہے**

جناب باری عزشانه کی شان میں جسمیة اور لوازم جسمیة

و عیب کو نسبت کرنا کفر ھے باجماع اھل السنة و الجماعة اسیطرح روح کو اللہ تعالی کا حصہ کہنا یہ بہی کفر ھے بالاجماع اور حضرت رسالت پناہ (ص) پرعمداً جھوٹ بولنا فسق و گناہ کبیرہ ھے بالاتفاق - اور بعض قلیل نے کفر کہا ھے اور سجدۂ تحیہ کرنا عند الاکثر کفر ھے اور بعض قلیل نے حرام و گناہ کبیرہ کہا ھے حرمت اسکی قطعی ھے بالاجماع - پس مجوز و مستحل اوسکا کافر ھے بالاتفاق - اور یہ لوگ اھل قبلہ سے مستثنے ھین اور رقص و غنا و تصفیق و مزامیر حرام و گناہ ھے اور حرمة اوسکی ظنی ھے مرتکب و مستحل فاسق و ارتکاب حرام ھے اور ذکر اللہ و قرأت قرآن و نعت نبي (ص) باجا بجا کر کرنا عند الاکثر کفر ھے کیونکہ اسمین استہزاء ھے - ھذا تحقیق المقام و اللہ اعلم بحقیقة المرام *

ھذا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین *

* بسم اللہ الرحمن الرحیم *

بحمد اللہ تعالی حرمت رقص و غناء مع المزامیر اور سجدۂ تحیت اچھی طرح ثابت ھوچکی شاہ بدیع العالم صاحب نے ۶۱ دفعات مین جو کچھ ان امور کے اثبات مین جی توڑ کوشش کی ھے اونکے ھریک دفعات کے جوابات ایسے معقول اور مبرھن ھوئے ھین کہ ماشاء اللہ چشم بد دور

باید و شاید خصوصاً ان تین امور مذکورۂ بالا کے عدم جواز کو
عمدۃ العلماء زبدۃ الفضلاء عالم یلمعی فاضل لوزعی
اعنی جناب مولانا و مولوی حافظ محمد اسحاق
صاحب مدرس مدرسۂ عالیہ کلکتہ نے فیصلہ حقانی کے
ساتہ ایک رسالۂ مبسوط مین قرآن اور احادیث صحیحہ
اور روایات فقہیۂ معتبرہ سے مدلل کرکے جس حسن
و خوبی کے ساتہ ثابت کیا ھے وہ اپنے موضع مین ماشاء اللہ
بے نظیر اور لاثانی ھے اور ھمارے مناظرۂ فیبذی کا رونق
اس سے دو بالا ھوگیا ھے - چونکہ ان امور کا ابطال مستقل
رسالۂ مذکورۂ بالا سے بخوبی ھو چکا ھے لہذا صفحۂ ۲ کے
ذکر کردہ شدہ ھمارے مکتوبات کے دفعہ ۴ اور ۵ کو سردست
طبع نہین کیا کیونکہ اسکی ضرورت نرھی نیز قیمت کاغذ و
خرچ طبع بہت زیادہ ھوگیا ھے اور فیصلہ حقانی مع
رسالۂ مولانا ممدوح کو اس کتاب کے اخیر مین ملحق
کیا گیا *

فقیر حقیر صدر الدین احمد
حنفی نقشبندی مجددی قادری

بسم الله الرحمن الرحيم

নোয়াখালি জেলার ফেনি এছলামিয়া আঞ্জুমানের সভ্য মহোদয়গণের মোবারক খেদমতে (তাঁহারা দুনিয়া ও আখেরাতে চির সম্মানিত হউন)

السلام عليكم و رحمة الله

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়ারাহমতুল্লাহে পর, আরোজ এই যে, আপনাদিগের পক্ষ হইতে আমাদিগের তিন জনার নামে, ভিন্ন ভিন্ন সম্মান পত্র সহ, একখানা হস্ত লিখিত কেতাব আসিয়া পৌছিয়াছে। আমরা আপনাদিগের হক্ ও সত্য অনুসন্ধান করার একাগ্রতা জন্য, পরম সুখী হইয়াছি। আপনারা জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, আমরা এই কেতাবকে দেখি, এবং যে পক্ষ হকের উপরে আছেন; শরিয়ৎ অনুযায়ী বলিতেছেন, তাহা তাইন (নির্ণয়) করিয়া দেই, এবং নির্দ্দিষ্টরূপে পরিচয় করিয়া দেই। কারণ উহাতে তাজিমি ছিজ্দা, এবং বাজ্নার সহিত নাচ, গান করার বিষয়, দুই জনার পক্ষ হইতে জায়েজ ও নাজায়েজের ভিন্ন ভিন্ন বহু দলিল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরা দিন এছ্লামের তিন খাদেম, আপনাদিগের আদেশ প্রতিপালনার্থে, এই কেতাবটিকে সকলে একত্র হইয়া দেখিয়াছি, এবং পৃথক পৃথক ভাবে ও দেখিয়াছি, এবং সুতীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টি, ও সুবিবেচনার সহিত, উভয় পক্ষের প্রদত্ত দলিল গুলিকে ওজন করিয়াছি, পরস্পর তুলনা করিয়াছি, কোন্ পক্ষ হক্ শরিয়ৎ অনুযায়ী বলিয়াছেন, এবং কোন্ পক্ষ শরিয়তের খেলাফ বলিয়াছেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। এখন আমরা খাদেমগণ আপোশ মধ্যে আলোচনা ও পরামর্শ করার পর, নিম্নলিখিত ফয়ছালা প্রকাশ করিতেছি।

ফয়ছালায়ে হাকানি।

আল্লাহ তালার তারিফ, ও রছুল করিম ছাল্লাল্লহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের উপর দরূদ পর, উচিৎ মীমাংশা। বঙ্গ দেশের মোছলমানগণ অবগত হউন। আপনাদিগের অঞ্চলে বর্ত্তমান সময় তাজিমি ছিজ্‌দা, এবং বাজ্‌নার সহিত নাচ, গান করার বিষয় যে একটা তর্ক বিবাদ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহার উভয় পক্ষের দলিল প্রমাণ গুলি সহ তাহার বিবরণ, আমাদিগের সম্মুখে রহিয়াছে। ইহার সার মর্ম্ম, খোলাছা বিবরণ এই যে, এক পক্ষে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব আছেন, তিনি বহু সংখ্যা দফা স্থির করত, ভিন্ন ভিন্ন দলিলের দ্বারা তাজিমি ছিজ্‌দা, ও বাজ্‌না সহ নাচ, গান করাকে দুরস্ত ও মোবাহ্‌ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষে ছুফি ছদরউদ্দীন আহাম্মদ ছাহেব আছেন। তিনি প্রথম উল্লেখিত ব্যক্তির জায়েজের দলিল গুলির উপর বিস্তারিত ভাবে বাহাছ তর্ক করিয়া, তাহার জায়েজ বলা উভয় মছ্‌য়ালাকে নাজায়েজ প্রমাণ করিয়াছেন। এখন আমরা কোন পক্ষের খাতির না করিয়া ফয়ছালা (মীমাংশা) করিতেছি। এবং সত্য কথার সাহায্য করিতেছি। আমাদিগের নিকট প্রথম পক্ষ ব্যক্তির, অর্থাৎ শাহ বদীয়ল আলম ছাহেবের দলিল গুলি নেহায়েৎ বেজান, একেবারে প্রাণ বিহিন মুর্দা হইতেছে, যাহাকে মাকড়ের জাল বলিলে উত্তম শোভা পায়। জ্ঞানের ত্রুটী, কিম্বা খাহেশ নাফ্‌ছের বাধ্যতাই ইহার একমাত্র উৎপত্তির কারণ বলিয়া, বিবেচনা হইতেছে। দ্বিতীয় পক্ষ ব্যক্তি, ছুফি ছদরউদ্দীন আহাম্মদ ছাহেব, প্রথম পক্ষ ব্যক্তির নাজায়েজের দলিল গুলিকে তাঁহার খণ্ডন করা, এবং পুনশ্চ নিজ তরফ হইতে নাজায়েজের দলিল প্রমাণ দেওয়া, দুইটাই প্রবল ও দৃঢ় হইতেছে, এবং হানিফি সম্প্রদায়ের মত্‌ অনুযায়ী হইতেছে, এবং

হাদিছ ও ফেকহার মোয়াফেক হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, ঐ হাদিছ গুলিকে, যে হাদিছ গুলির দ্বারা, সত্য ধর্ম্মের নেতা, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম তাজিমি ছিজ্‌দার প্রতি এঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রেওয়ায়েতে আহাদ্‌ বলিয়া রদ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে, ইহা ঐ রেওয়ায়েতে আহাদ্‌ হাদিছ হইতেছে, যাহার উপর সমস্ত আছ্‌হাব, ও তাবেইন, ও মুজ্‌তাহেদ এমামগণ, এবং মোতাখেরিন্‌ বুজুর্গ সকলের দ্বারা, বরাবর আমল হইয়া আসিতেছে। এবং উহা সকলের নিকট ছহি,পছন্দিদা, মক্‌বুল এবং ওয়াজেবল্‌ আমল হইতেছে। এমন সর্ব্ব সন্মানিত গৃহিত মছয়ালার খেলাফ করা জিন্দিকা, ও এল্‌হাদ্‌, বিধর্ম্মতা ও কুফর হইতেছে। শাহ ছাহেব বলুন? খালা ও তৎবহিন বেটীকে, কিম্বা ফুফু ও তৎভাতিজিকে, কিম্বা মাতা ও কন্যাকে, একত্রে বিবাহ করা মরদের জন্য হালাল কি হারাম? যদি হারাম বলেন, তবে কেন হারাম বলেন? ইহার হারাম হওয়া ও তো রেওয়ায়েতে আহাদ দ্বারা ছাবেৎ আছে। কিন্তু ইহা কোরাণ শরিফের এই আয়েৎ শরিফ:—

أحل لكم ما وراء ذلكم

অর্থাৎ ঐ সকল আওরৎ ভিন্ন, সকল স্ত্রী নেকাহ করা তোমাদিগের জন্য হালাল করা গিয়াছে। ইহার বিপরীত হয়। তবে এই রেওয়ায়েত আহাদ হাদিছকে ও ছাড়িয়া দেন? এবং উল্লেখিত খালার সহিত তৎবহিনের বেটীকে, কিম্বা ফুফু ও তৎভাতিজিকে, কিম্বা মাতা ও কন্যাকে, একত্রে বিবাহ করা দুরস্ত ও হালাল বলুন? নচেৎ এই প্রভেদের কারণ কি? যে তাজিমি ছিজ্‌দার বিষয় তো, রেওয়ায়েৎ আহাদ হাদিছকে অগ্রাহ্য করা হয়, (অর্থাৎ আমল করা হয় না) এবং একত্রে

বিবাহ সম্বন্ধে ঐ রেওয়ায়েৎ আহাদ হাদিছের উপর আমল করা হয়। (অর্থাৎ কেহই একত্রে বিবাহ করে না।) যাহা হউক শাহ ছাহেব, ছহি হক্ মছয়ালাকে কবুল করুন, বা না করুন, পৃথিবীর সমস্ত মোছলমানদিগের উপর ফরজ হইতেছে যে, উপরের উভয় মছ্লার বিষয় হজরৎ রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের নিষেধ ও হারাম করাকে, কোন প্রকার ওজর আপত্তি না করিয়া মানিয়া লয়। আল্লাহ তালা ফর্মাইয়াছেন :—

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا *

আর আল্লাহ তালা, এবং তাঁহার রছুল কোন একটি বিষয়ের ফয়ছালা করিয়া দিলে, কোন মুমিন স্ত্রী পুরুষের এ অধিকার নাই; যে তাহারা তাঁহাদিগের সেই কার্য্যে নিজ রায়কে দখল দেয়। যে ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে নিজ রায়কে দখল দিয়া, আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের নাফর্মানি করে, সে অতিশয় গুম্রাহি মধ্যে পড়িবে। বিশেষ এৎমিনানের জন্য, (অন্তকরণের বিশেষ শান্তির জন্য) এই মাদ্রাছার শিক্ষক মৌলবি মহাম্মদ এছ্হাক্ ছাহেবের লিখিত একটী পৃথক রেছালা কেতাব, নতির সঙ্গে প্রেরিত হইল। আর আল্লাহ পাক যাহাকে চান্ সোজা রাস্তার দিকে হেদায়েৎ করেন। সকল প্রসংশা আল্লাহ তালার জন্য, যিনি সমস্ত পৃথিবীর পালনে ওয়ালা হইতেছেন, ইহাই আমাদিগের শেষ দোওয়া হইতেছে। সন ১৩৩৫ হিজ্রি তারিখ ২ রবিউচ্ছানি শুক্রবার।

دستخط هيڈ مولوی صاحب
صفی الله

دستخط اسسٹنٹ هيڈ
محمد ناظر حسن نعمانی
نقشبندی نائب الصدر

دستخط اسسٹنٹ مولوی
محمد اسحاق عفی عنہ
مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ
۲-ربیع الثانی یوم جمعہ

محمد اسحاق لطف ثاقب ۱۳۱۰ از	محمد ناظر حسن ۱۳۱۵

ثالث کا فیصلۂ حقانی مین نے جناب صوفی صدر الدین احمد صاحب کو چھاپنے اور شائع کرنے اور مسلمانونکو ھدایت کرنیکے واسطے حبۃ للہ حوالہ کیا ۔

শালিশের ফয়ছালায়ে হাক্কানি, আমি জনাব ছুফি ছদরউদ্দীন আহাম্মদ ছাহেবকে মুদ্রিত করিবার, প্রকাশ করিবার এবং মোছলমানগণকে হেদায়েৎ করিবার জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে অর্পণ করিলাম।

دستخط خادم اسلام
بذل الحق عفی عنہ ۱۷ - ۲ - ۱۷

مسلمانان اھل اسلام دین دار پرھیزگار کیخدمت با برکت مین یہ عرض ھے کہ فتوی مرقومۂ بالا کو حبا للہ پڑھین اور مطابق قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مذھب حنفیہ کی عمل درآمد کرکے دونون جہان کی

فوائد سے مستفید هوین اور اس خاکسار گنهگار کے لئے خاتمہ
بالخیر اور نجات آخرت کی دعائے خیر فرماوین •

فقیر حقیر صدر الدین احمد حنفی
نقشبندی مجددی قادری
ساکن گنگا رام پور- ڈاکخانہ هری تلا - ضلع جسر

আহ্লে এছলাম দিনদার পরহেজগার মোছলমানগণের মোবারক খেদমতে আরোজ এই যে, উপরের লিখিত ফতওয়াকে আল্লাহ ওয়াস্তে পড়িবেন, এবং রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের কথা, ও কার্য্য অনুযায়ী, এবং হানিফি মুজ্হাব অনুযায়ী কার্য্য করিয়া, ইহকাল ও পরকালের লাভের দ্বারায় লাভবান হইবেন; ও এই গোনাহ্গার খাকছারের জন্য খাতেমা বিল্ খায়ের হইবার জন্য, ও আখেরাতে নাজাৎ পাইবার জন্য দোওয়া করিবেন।

ফকির হাকির ছদরউদ্দীন আহাম্মদ হানিফি
নক্শ্বন্দি, মুজাদ্দাদি, কাদেরি।
সাকিন গঙ্গারামপুর, ডাকঘর হরিতলা, জেলা যশোহর।
হাল সাকিন ফেনি সব ডিবিসন, জেলা নোয়াখালী।
১৭ ফেব্রুয়ারী ১৭।

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالۂ مرسلہ

জনাব হজরৎ মৌলানা মহাম্মদ এছ্হাক্ ছাহেব কৃত নাচ, গান ও তাজিমি ছিজ্দা হারাম সম্বন্ধিও রেছালায়ে তান্কিহাতোচ্ছানিয়ার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين ●

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তালার জন্য, যিনি সমস্ত মখ্লুকাতের পরওয়ারেশ কর্ণেওয়ালা হইতেছেন। এবং দরূদ ও ছালাম তাঁহার রছুল জনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা মহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের উপর ও তাঁহার আওলাদ ও আছহাবগণের উপর নাজেল হউক। তদ্পর নোয়াখালী জেলাতে বর্ত্তমান সময় একটী বিবাদ উপস্থিত আছে। এক পক্ষে শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব তাজিমি ছিজ্দা, ও বাজ্নার সহিত নাচ, গান করাকে জায়েজ (দূরস্ত) বলিতেছেন, এবং এই সমস্তকে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গে কায়মনে প্রবৃত্ত আছেন। অন্য দিকে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের হাদিছ :—

حديث :— لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ●

আমার উম্মতের এক দল লোক, হামেসা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রবল থাকিবে, তাহাদিগের বিরুদ্ধাচারিগণ তাহাদিগের ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই হাদিছের মর্ম্মানুযায়ী, এক দল আলেম ওয়ারেছ রছুল, তাহাদিগের জ্ঞান ও জেছমের দ্বারা, উহার প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উভয় পক্ষের দলিলাদি পেশ করা হইয়াছে, এবং কোন্ পক্ষ হকের (ন্যায়ের) উপর আছে, ও কোন্ পক্ষ বাতিলের (অন্যায়ের) উপর আছে; তাহা মীমাংসা করিবার জন্য শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব, শামছোল ওলামা মৌলানা ছফিউল্লাহ ছাহেব কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার শিক্ষক ছাহেবকে শালিশ মান্য করিয়াছেন। অপর পক্ষ ও তাঁহাকে শালিশ মান্য করিয়াছেন. কিন্তু তাঁহার সহিত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার

শিক্ষক মৌলানা মহাম্মদ নাজের হোছেন ছাহেবকে, ও আহ্‌কার মহাম্মদ এছহাক কলিকাতা মাদ্রাছা আলিয়ার শিক্ষককে ও শালিশ মান্য করিয়াছেন। সুতরাং দিন এছলাম রক্ষার্থে হক কথাকে, সত্য কথাকে ইন্‌শা আল্লাহতালা জাহের করিব।

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين

শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেব মোনাজারার শর্তগুলির দ্বিতীয় দফার মধ্যে, নিজকে ছুন্নি হানিফি বলিয়াছেন, এবং তৃতীয় দফার মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হানিফি মজ্‌হাবের কায়দা অনুযায়ি কথাবার্তা হওয়া চাই, এই জন্য আমার প্রমাণ্‌ দেওয়া ও হানিফি মজ্‌হাবের কায়দা অনুযায়ি হইবে। হানিফি ওছুল ও ফেকাহ্‌ হইতে কেবল এবারৎ নকল করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইয়া যাইত, কিন্তু শাহ্‌ ছাহেব যখন দলিল তলব কারির ন্যায় কথাবার্তা বলিয়াছেন, এই জন্য সেই নিয়মেই কথাবার্তা বলা যোনাছেব হইতেছে।

হানিফি ওছুলের কেতাবে ছাবেৎ আছে, যে শরিয়তের চারিটী দলিল আছে, (১) কেতাব, অর্থাৎ কোরান শরিফ (২) ছুন্নৎ অর্থাৎ হাদিছ শরিফ (৩) এজ্‌মা, অর্থাৎ সমস্ত উম্মতের এক মত্‌ (৪) মুজ্‌তাহেদ এমামগণের কেয়াছ। তবে সংগৃহিত দলিলাদি দিতে, এই চারি প্রকার ওছুলের কায়দার বাহিরে যাওয়া চাই না। এবং আহ্‌লে মোয়াজিদ্‌ ও আহ্‌ওয়াল্‌, অর্থাৎ দরবেশ ও ফকিরগণ হইতে যে কার্য্য গুলি শরিয়তের খেলাফ জাহের হইয়াছে, যদি উহা কোন মান্য গণ্য বুজুর্গ ব্যক্তি হইতে বিশ্বাস্তরূপে ছাবেৎ হয়, তবে নেক গুমান বশত, ঐ গুলির তাবিল, অর্থাৎ শরিয়ৎ অনুযায়ি নেক অর্থ করিয়া লইব, যদি শরিয়ৎ অনুযায়ি নেক অর্থ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয়; নচেৎ উহা তরক করিব, পরিত্যাগ করিব, ছাড়িয়া দিব, ফেলিয়া দিব। ইহা কখনও হইতে পারে না, যে

উহা দ্বারা কোন শরিয়তের হুকুম ছাবেৎ হয়, কিম্বা কোন শরিয়তের হুকুমকে উহা দ্বারা রদ্দ্ করা যায়, অর্থাৎ উহার দ্বারা কোন শরিয়তের হুকুম ছাবেৎ হইতে পারে না ; এবং কোন শরিয়তের হুকুমকে রদ্ করা যাইতে পারে না। বরং এইরূপ বলিতে হইবে যে, এইরূপ কার্য্য উহাদিগের বেএক্তেয়ার, বেহোশী, অজ্ঞান অবস্থায় জাহের হইয়াছে। ওলামাগণ এইরূপ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

শাহ্ ছাহেব ছিজ্‌দাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) এবাদতি ছিজ্‌দা (২) তাজিমি ছিজ্‌দা। এবাদতি ছিজ্‌দা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে করা কুফর বলিয়াছেন। কিন্তু তাহিয়া বা তাজিমি ছিজ্‌দা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে করা দুরস্ত এবং মোবাহ্ বলিয়াছেন। সপ্তম (৭) দফার মধ্যে বলিয়াছেন যে, আমাদিগের পূর্ব্বের শরিয়ৎ আমাদিগের জন্য দলিল হয়, যদি আল্লাহ্ তালা কিম্বা তাঁহার রছুল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম) উহাকে এন্কার স্বরূপ বর্ণনা না করিয়া থাকেন, ও তাহার কোন রহিত করা ছাবেৎ না হয়। একাদশ (১১) দফার মধ্যে বলিয়াছেন, যখন কোরাণ মজিদের কোন আয়েৎ শরিফে তাজিমি ছিজ্‌দা হারাম বলিয়া উল্লেখ নাই, অতএব এই ছিজ্‌দা হারাম নহে, এই কারণে ইহা মোবাহ্ হইতেছে। দ্বাদশ (১২) দফার মধ্যে বলিয়াছেন, তাজিমি ছিজ্‌দার আয়েৎ গুলি খবরের শ্রেনিভুক্ত হইতেছে, মহক্কেক্‌গণের মতে খবরগুলি মন্‌ছুখ্, বা রহিত হয় না। সপ্তদশ (১৭) দফার মধ্যে বলিয়াছেন যে, ওছুলের কায়দার মধ্যে আসিয়াছে যে, ফরজে আইন, ও হোরমতে মোতলক্, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ফরজ, ও সুধু হারাম হওয়া, একই স্থানে ও একই সময়েতে, বা বিভিন্ন সময়েতে অবতরণ হয় না। এই কারণে আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করা হুকুম হওয়া দরুনে ফরজে আইন ছিল, কোন কারণে কোন পয়গম্বরের জমানাতে উহা

হারাম হইতে পারে না। এবং অষ্টাদশ (১৮) দফার মধ্যে লিখিয়াছেন যে, তফ্‌ছিরের কেতাব গুলিতে আছে, আদম আলায়হেচ্ছালাম ও ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ছিজ্‌দা ছালাম দ্বারা মনছুখ্‌ (রহিত) হইয়াছে ; মার্ফৎ অবলম্বী মহক্কেক্‌গণ ইহার বিরোধী নহেন, তাঁহারা ও বলিতেছেন ঐ ছিজ্‌দা রহিত হইয়াছে ; অর্থাৎ উহার ফরজ হওয়া রদ্‌ হইয়া গিয়াছে, উহাতে উহার মোবাহ্‌ হওয়া রহিত হওয়া আবশ্যক হয় না। উনবিংশ (১৯) দফার মধ্যে বলিয়াছেন যে, সমস্ত জিনিষের মূল অবস্থাতে মোবাহ্‌ হয়, মূলে মোবাহ্‌ হওয়া শরিয়তের অতিরিক্ত কথা হইতেছে, শরিয়তে জায়েজ যুক্ত হওয়া চলিয়া গেলে, মূলে মোবাহ হওয়াটা চলিয়া যাওয়া আবশ্যক নহে। বিংশ (২০) দফার মধ্যে বলিতেছেন যে, কোন এক ফেক্‌হার রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, উল্লেখিত আয়েৎ গুলি হাদিছ দ্বারা রহিত হইয়াছে, ইহা মহক্কেক্‌গণের মতের বিপরিত কথা। কারণ ঐ হাদিছ রেওয়ায়েতে আহাদ ভিন্ন আর কিছু নহে। দেখুন কথার মধ্যে কি পরিমাণ বৈপরিত্য। যদি খবর হয়, তবে মহক্কেক্‌গণ রহিত স্বীকার করিলেন কেন? ফরজ রহিতই হউক না কেন? সপ্তদশ (১৭) দফার মধ্যে ফরজের জন্য হুকুম মানিয়া লইয়াছেন, আবার খবর রহিল কোথায়? এবং মহক্কেকগণ যে রহিতের সমর্থক আছেন, ইহা কোন্‌ কাৎই (অকাঠ্য) দলিলের দ্বারা? এবং যখন এই ছিজ্‌দা ফরজে আইন ছিল, তবে মোবাহ্‌ কেমন করিয়া হইল? ইহা তো অনৈক্যতার বর্ণনা। ইহা ছাড়া হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম ও হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের কেচ্ছা দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইলে দশটী (১০) বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করা আবশ্যক, যে উহা হইতে সমস্ত আয়েব দূর হইয়া, পাক ছাফ খালেছ হইয়া যায়। যদি শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেব ঐ বিষয় গুলির পরিস্কার বর্ণনা করিয়াদেন, তবে তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে পারে, নচেৎ নহে।

তান্‌কিহাৎ।

(১) এই হুকুম তক্‌বিনি, না তশ্‌রিয়ি? অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ আদম আলায়হেচ্ছালামের মধ্যস্থতা ভিন্ন, এই আদেশ দ্বারা আদেশিত হইয়াছিলেন? না হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের মধ্যস্থতার দ্বারা আদেশিত হইয়াছিলেন?

(২) ফেরেস্তাগণ যখন হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করেন, তখন হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম ধর্ম্মনেতা নবি ছিলেন কিনা?

(৩) ফেরেস্তাগণ আদম আলায়হেচ্ছালামের উম্মৎ কি না?

(৪) ঐ ছিজ্‌দা তাহিয়া তাজিম্ ছিজ্‌দা ছিল? না এবাদতি ছিজ্‌দা ছিল?

(৫) তাঁহাদিগের উপর ঐ ছিজ্‌দা করা ফরজ ছিল? না মোবাহ্‌ ছিল?

(৬) এই স্থানে ছিজ্‌দার অর্থ অভিধানিক? না শরিয়তি?

(৭) এই বাক্যটী এমন তো নহে, যাহার অর্থ মানুষ নিজ্‌ জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে অক্ষম?

(৮) এই ছিজ্‌দা ফেরেস্তাগণের জন্য তো খাছ ছিল না?

(৯) আম্‌রে মোত্‌লক্ (শুধু আদেশ) একবার পালন করার পর, পুনঃ পুনঃ তাহা করা লাজেম আইসে কি না?

(১০) আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শরিয়তের বাক্যের মেছ্‌দাক্ কোন সময় হইতে লইতে হইবে? অর্থাৎ হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের জমানা হইতে লইতে হইবে? না তাঁহার অগ্রের জামানা হইতে লইতে হইবে?

উপরোক্ত দশ (১০) তান্‌কিহাতের উত্তর।

(১) **প্রথম তান্‌কিহাতের উত্তর।** এই আদেশ আলমে মালাকুতের সহিত এলাকা রাখে, যাহার সম্পর্ক সৃষ্টীর আদেশের সহিত আছে, হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম পয়দা হইবার পূর্ব্বে, যেরূপ অন্যান্য আদেশবার্ত্তাদি অন্য কাহাকে মধ্যস্থ না করিয়া, ফেরেস্তাগণের সহিত হইতে থাকিত, সেইরূপ এই ছিজ্‌দার আদেশটী ও, ফেরেস্তাদিগের সহিত কাহাকে মধ্যস্থ করা ব্যতিত হইয়াছে, যথা মালাকুল মৌৎ আলায়হেচ্ছালামকে জান কবজ্‌ করিবার আদেশ, ও কেরামাণ কাতেবিন্‌কে আমলনামা লিখিবার আদেশ ইত্যাদি। আল্লাহতালা বলিয়াছেন :—

اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين فاذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين ●

যখন তোমার আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন ফেরেস্তাদিগকে আমি মাটীর দ্বারা এক মনুষ্য তৈয়ার করিব, তবে যখন তাহাকে ঠিক প্রস্তুত করিব, ও তন্মধ্যে আমার মখ্‌লুক রূহ্‌ (আমার পয়দা করা রূহ্‌) প্রদান করিব, তবে তোমরা তাহার জন্য ছিজ্‌দায় পড়। হজরৎ আবু হোরায়রা (রা) হইতে যে হাদিছ রেওয়ায়েৎ আছে, নবি করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম) ফর্মাইয়াছেন ; যখন আল্লাহতালা আছমানের মধ্যে, কোন কার্য্যের হুকুম প্রদান করেন, তখন ফেরেস্তাগণ তাঁহার তাবেদারির জন্য নিজ ডানা গুলিকে এরূপ ভাবে মারিতে থাকে, যেমন পাথরের উপর জিঞ্জির মারে। ইহা হইতে উত্তমরূপে বুঝা গেল যে, আদম আলায়হেচ্ছালামকে ফেরেস্তাগণের প্রতি ছিজ্‌দা করিবার আদেশ, শরিয়তের হুকুম জারি করিবার আদেশ নহে।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

(২) দ্বিতীয় তন্‌কিহাতের উত্তর। সেই সময় হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম ধর্ম্ম নেতা পয়গম্বর হইয়াছিলেন না, শরহিল্ মাওয়াকেফ্ ৩০৮ পৃষ্ঠায় আছে। কেমন করিয়া এই কথার দাবি করা যায়, যে যখন হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম বেহেস্তের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, আর সেইখানে তাঁহার কোন উম্মৎ ছিল না, সেই সময় তিনি শরিয়তের আহ্‌কাম সকল জারি করিতেছিলেন? আর আদম আলায়হেচ্ছালামকে পয়গম্বরীর জন্য নির্ব্বাচন করা, এই ছিজ্‌দার আদেশের পরে হইয়াছিল, যেমন কোরাণ শরিফের আয়েৎ দ্বারা বুঝা যায়।

قوله تعالى — فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى

তিনি (হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম) দিষাহারা হইয়াছিলেন (গন্দুম খাইয়া) তৎপর, তাঁহাকে তাঁহার আল্লাহ্‌তালা পয়গম্বরীতে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন, ও তাঁহার তৌবা কবুল করিয়াছেন, ও হেদায়েৎ করিয়াছেন। কারণ আয়েৎ শরিফের মধ্যে "ছুম্মা" শব্দ আছে, ছুম্মা শব্দ পশ্চাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এই কেচ্ছাটী তাঁহার পয়গম্বরীর, পূর্ব্বের হইল। আমি বলি তবে ছিজ্‌দার আদেশ ও ছিজ্‌দা, দুইটাই নিশ্চয় আদম আলায়হেচ্ছালামের পয়গম্বর হইবার পূর্ব্বের ছিল। সেই হুকুম দ্বারা এখন এক মনুষ্য অপর মনুষ্যকে তাহিয়া ছিজ্‌দা করা ছাবেৎ হইতে পারে না।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

(৩) তৃতীয় উত্তর। ফেরেস্তাগণ হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়-হেচ্ছালামের উম্মৎ নহেন, কারণ তাহারা কোন লোকের মধ্যস্থতা ব্যতিত, আল্লাহ তালার আদেশের সহিত সম্মানিত হইয়া থাকেন। খাছ করিয়া এই আদেশের সময় তো হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হে-চ্ছালাম পয়দা ও হইয়াছিলেন না।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد

(৪) চতুর্থ উত্তর। এবাদতি ছিজ্‌দা ও তাজিমি ছিজ্‌দা দুইটা হইবারই সম্ভাবনা আছে, কেবলমাত্র উক্ত ছিজ্‌দা, তাহিয়া তাজিমি ছিজ্‌দা হইবে, তাহা মোতাইন (নিৰ্দ্দিষ্ট) নাই। কারণ তফ্‌ছির বয়জাবির হাসিয়া খাফাজির ১৩১ পৃষ্ঠায় আছে, তাহার মজ্‌মুন এই যে, ঐ ছিজদা হয়তো শরিই হইবে, কিম্বা অভিধানিক হইবে। শরিই ছিজ্‌দার অর্থ এই যে, এবাদতের জন্য মাটীতে কপাল রাখা, আর প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তালাকেই ছিজ্‌দা করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছিল, হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম তাহাদিগের কেব্‌লামকরর হইয়াছিলেন মাত্র। ছিজ্‌দার লোগতি (অভিধানিক) অর্থ এই যে, আদম আলায়হেচ্ছালামের জন্য নত হওয়া, বা তোয়াজু করা, যেমন হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণ তাঁহাকে ছিজ্‌দা করেন; কিম্বা ছিজ্‌দার অর্থ হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের জন্য আজিজি ও তাবেদারি করা, যাহাতে তাঁহাদিগের কামালিয়াৎ ও বুজুর্গী প্রকাশ পায়। এবং শরেহ্‌ মোয়াকেফের ২১৮ পৃষ্ঠায় আছে যে, ফেরেস্তাগণের ঐ ছিজ্‌দা আল্লাহতালার জন্য ছিল, হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম তাঁহাদিগের কেব্‌লা ছিলেন মাত্র।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد

(৫) পঞ্চম উত্তর। সেই ছিজ্‌দা এবাদতের জন্যই হউক, কিম্বা তাহিয়া তাজিমের জন্যই হউক, ফেরেস্তাগণের উপর ফরজ ছিল। যদি ফরজ না হইত, তবে ঐ হুকুম অমান্য করার দরূন ইব্‌লিছ্‌ কেন রান্দা দর্গাহ্‌ (রহমৎ হইতে তাড়িত) হইয়া গেল? মোবাহ্‌ ও মস্‌তাহাব্‌ কার্য্যের জন্য কি এই প্রকার শাস্তি হইয়া থাকে?

(৬) ষষ্ঠ উত্তর। ছিজ্‌দার লোগতি (অভিধানিক) অর্থ ও এই স্থলে লওয়া যাইতে পারে, যাহা চতুর্থ উত্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৭) সপ্তম উত্তর। হজরৎ এমাম রাজি (র) এই ছিজ্‌দা, ও ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণের ছিজ্‌দাকে, আকল দ্বারা ইহার অর্থ বুঝা যায় না, বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ; যাহার মত্‌লব্‌ এই যে, কেয়াছ এবং দালালাতুন্নাছ দ্বারা, এই ছিজ্‌দার হুকুম কাহার ও উপর জারি হইতে পারে না। হজরৎ এমাম রাজি (র) বলিয়াছেন যে, হইতে পারে আল্লাহতায়ালা হজরৎ এয়াকুব্‌ আলায়হেচ্ছালামকে এই ছিজ্‌দার আদেশ এমন হেকমৎ ও ভেদের জন্য দিয়াছেন, যে তিনি ভিন্ন আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। যেমন কি তিনি ফেরেস্তাগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা কর, ইহার হেক্‌মৎ আল্লাহ্‌ ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। আর হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম ইহাতে অন্তকরণে রাজি ছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি জানিলেন যে, আল্লাহ্‌তালা ইহার হুকুম করিয়াছেন, তবে তিনি চুপ্‌ রহিলেন। ইহা তফ্‌ছির কবির কেতাবের ২৪৬ পৃষ্ঠায় আছে।

(৮) অষ্টম উত্তর। সপ্তম তন্‌কিহের উত্তর দ্বারা জাহের হইয়াছে, আদম আলায়হেচ্ছালামকে এই ছিজ্‌দা করা ফেরেস্তাদিগের জন্য খাছ্‌ ছিল।

(৯) নবম উত্তর। মোত্‌লক্‌ হুকুম (সুধু আদেশ) তক্রারের কায়দা দেয় না। অর্থাৎ সুধু আদেশ করিলে, বারংবার করিতে হইবে অর্থ বুঝায় না। সুতরাং আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করার আদেশ দ্বারা, একবার ছিজ্‌দা করার পর, পুনরায় ছিজ্‌দা করার জন্য পৃথক্‌ দলিলের দরকার। হোছামি কেতাবের ৩৪ পৃষ্ঠায় আছে। মোত্‌লক্‌ আমর, বা সুধু আদেশ দ্বারা, পুনঃ পুনঃ করা লাজেম আইসে না।

তবে একবার ছিজ্‌দা করার পর, পুনশ্চ ছিজ্‌দা করিবার জন্য আলাহেদা দলিল্ চাই। যে পর্য্যন্ত কোন পৃথক দলিল পাওয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত আদম আলায়হেচ্ছালামের জমানাতে ও দুইবার ছিজ্‌দা করা ছাবেৎ হওয়া সুকঠিন; আর এই উম্মৎ মহাম্মদী তো আদম আলায়হেচ্ছালামের জমানা হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছে।

(১০) দশম উত্তর। আল্লাহ্‌তালা ফর্মাইয়াছেন :—

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا

তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য এক এক রাস্তা, ও পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, এই কথার লক্ষ্য মনুষ্যজাতি সকল প্রতি। তবে পূর্ব্বকালের শরিয়তের অর্থ, আদম আলায়হেচ্ছালামের পয়গম্বরীর আরম্ভ হইতে, ও তাঁহার জমিনে আসিবার পরে হইতেছে। যেমন মাওয়া কেফের শরার মধ্যে উল্লেখ হইয়াছে।

উপরোক্ত দশ তন্‌কিহাতের বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ হইল যে, ছিজ্‌দা তাহিয়া বা তাজিমিছিজ্‌দা মোবাহ্ বলিয়া দলিল প্রমাণ করা, এই কথাগুলির উপর নির্ভর করে। যে ছিজ্‌দার হুকুম শরিই হুকুম হয়; এবং আদম আলায়হেচ্ছালামের শরিয়তের মধ্যে হয়; এবং ছিজ্‌দার অভিধানিক অর্থ না হয়; এবং ছিজদার অর্থ নিজ রায় ও আকল দ্বারা বুঝা যায়; ও ছিজ্‌দা করা হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামের জন্য খাছ না হয়; এবং আম্‌রে মোৎলক্ বা সুধু আদেশ, বারংবার করার ফায়দা দান করে; এবং ছিজ্‌দা তাহিয়া হওয়াটা ঠিক হয়। (কিন্তু তাহা নহে, যেরূপ দশটী তান্‌কিহাতের উত্তরের মধ্যে, এক এক করিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।) এবং ঐ ছিজ্‌দা ফরজ না হয়; কারণ ফরজ মানিয়া লইলে, এই শরিয়ৎ মহাম্মদী উম্মতের উপর ও ফরজ হওয়া আবশ্যক হইবে।

সপ্তম দফার মধ্যে বিরোধী সাহেবই লিখিয়াছেন যে, এই আয়েৎ নাজেল হইবার উদ্দেশ্য পুর্ব্বকালের ছাবেৎ হুকুমকে বর্ত্তমান রাখা, অর্থাৎ পুর্ব্বকালের মত ছিজ্‌দার হুকুমকে পুনরায় ছাবেৎ করা, এইরূপ হইলে এই ছিজ্‌দা না করা হারাম হইবে। কিন্তু শাহ্‌বদীয়ল আলম ছাহেব ছিজ্‌দা করা মোবাহ বলিয়া দাবি করিতেছেন। যেমন তিনি একাদশ দফার মধ্যে বলিয়াছেন যে, যখন কোরাণ শরিফের কোন আয়েৎ ছিজ্‌দা তাহিয়া হারাম করিবার জন্য ছাবেৎ নাই, অতএব এই ছিজ্‌দা হারাম হইবে না, বরং মোবাহ্‌ হইবে। তবে শাহ্‌বদীয়ল আলমছাহেবের এই ছিজ্‌দাকে মোবাহ না বলিয়া, ফরজ বলা উচিৎ ছিল। যদি সমস্ত কথা হইতে চক্ষু বন্দ করি, তবে করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ ছিজ্‌দা আদম আলায়হেচ্ছালামকে করা যে খাছ্‌ ছিল, এবং হুকুম মোত্‌লক্‌ (শুধু আদেশ) যে পুনঃ পুনঃ হইতে পারে না, এই দুই কথা হইতে চক্ষু বন্দ করা, অর্থাৎ এই দুই কথাকে ছাড়িয়া দেওয়া সুকঠিন, ছাড়িয়া দিতে পারি না। হজরৎ এমাম রাজি (র) র বর্ণনার দ্বারায় ঐ ছিজ্‌দা খাছ্‌ বলিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে। যথা খাফাজি কেতাবের ১৩১ পৃষ্ঠায় আছে, আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করার অর্থ যে জমিনের উপর মাথা রাখা, এ কথাতে ও মত্‌ভেদ্‌ আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই ছিজ্‌দা আদম আলায়হেচ্ছালামের জন্য খাছ্‌ ছিল, অন্য কাহার ও জন্য জায়েজ ছিল না। যথা হাদিছ বোখারি শরিফের ৪৬৮ পৃষ্ঠায় আছে, কেতাবোবদ্‌ওল্‌ খাল্কে মধ্যে হজরৎ আবুহোরায়রা (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ করা গিয়াছে যে, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক আদম আলায়হেচ্ছাল্লামকে পয়দা করিয়াছেন, তিনি ৬০ হস্ত পরিমাণ লম্বা

ছালাম কর, ও তাহারা তোমাকে কি দিয়া তাহিয়্যা (সম্মান) করে তাহা শ্রবণ কর, তাহা তোমার, ও তোমার আওলাদের জন্য তাহিয়্যা ছালাম হইতেছে। হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন :—

السلام عليكم

আচ্ছালামু আলায়কুম, ফেরেস্তাগণ উত্তরে বলিলেন :—

السلام عليك ورحمة الله

আচ্ছালামু আলায়কা ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে, তাঁহারা "ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ" শব্দ বাড়াইয়াছেন। এই হাদিছকে এমাম মোছ্‌লেম্, ও হাদিছের অন্যান্য এমামগণ রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন; ইহার দ্বারা পরিস্কার রূপে বুঝা যাইতেছে যে, ফেরেস্তাগণের ছিজ্‌দা করা যে হেক্‌মতের বা কারণের জন্য ছিল, সে হেক্‌মৎ একবার ছিজ্‌দা করাতেই পূরা হইয়া গিয়াছে। তাজিম করা হউক বা এবাদৎ করা হউক। কিন্তু হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালাম, ও তাঁহার আওলাদের জন্য তাহিয়্যা এই পবিত্র ছালাম হইতেছে, যাহা আমাদিগের শরিয়তের তরিকা ও ছুন্নত হইতেছে; এবং ইহাই শিক্ষা করিবার জন্য আল্লাহতালা তাঁহাকে খাছ্ করিয়া ফেরেস্তাগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামকে আল্লাহতালা ফেরেস্তাগণের জামায়াতে পাঠাইয়া এই ছালামের নিয়ম, ও ছালামের উত্তরের নিয়ম, তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, যে পূর্ব্ব ছিজ্‌দা যাহা ফেরেস্তাগণ করিয়াছে, তাহা একটী খাছ্ অবস্থায় তোমার জন্য খাছ্ ছিল, কিন্তু তোমাদিগের পরস্পরের জন্য তাহিয়্যা তাজিম হামেশার জন্য এই ছালাম হইল, যেমন তুমি ফেরেস্তাগণকে বলিয়াছ, ও ফেরেস্তাগণ তোমাকে জওাব দিয়াছেন ;

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

কোরাণ শরিফের মধ্যে ছালামের দছ্তুর হজরত ছৈয়েদেনা নুহ্ আলায়হেচ্ছালামের জমানা হইতে প্রচলিত হইয়া আইসা উল্লেখ আছে, যথা

قوله تعالیٰ :— يا نوح اهبط بسلم منا وبركت عليك وعلى امم ممن معك ●

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক্ বলিয়াছেন, হে হজরৎ নুহ্ আলায়েচ্ছালাম আমার ছালামের সহিত অবতরণ কর, (নাজেল হও), ও তোমার উপর, ও যাহারা তোমার সঙ্গে আছে তাহাদিগের উপর বর্কৎ হউক।

سلام على نوح في العلمين

অর্থাৎ নুহ্ আলায়হেচ্ছালামের উপর দোনো জাহানে ছালাম হওক। হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের নিকট ফেরেস্তাগণ খোশ্খবরীর জন্য আইসেন, তখন বলেন :—

اذ دخلوا عليه فقالوا سلما - قال سلم

অর্থাৎ যখন তাঁহার নিকট দাখেল হইলেন (ফেরেস্তাগণ) বলিলেন ছালাম, তিনি (হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম) ও বলিলেন ছালাম। হজরৎ ছৈয়েদেনা মুছা আলায়হেচ্ছাম ফেরাউনের নিকটে গেলেন, তবে বলিলেন :—

والسلم على من اتبع الهدى

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি হেদায়েতের তাবেদারি করে তাহার উপর ছালাম হওক। হজরৎ ছৈয়েদেনা এহ্ইয়া আলায়হেচ্ছালামের জন্য আল্লাহ্তালা ফর্মাইয়াছেন :—

وسلم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا

অর্থাৎ হজরৎ এহ্ইয়ার উপর ছালাম, যে দিন তিনি পয়দা হইয়াছেন, ও যে দিন তিনি মরিবেন, ও যে দিন তিনি জেন্দা হইয়া উঠিবেন। হজরৎ ইছা আলায়হেচ্ছালাম মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় বলিলেন :—

والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا

অর্থাৎ আমার উপর ছালাম হউক যে দিন আমি পয়দা হইয়াছি, ও যে দিন আমি মরিব, ও যে দিন আমি জেন্দা হইয়া উঠিব (হশর ময়দানে)। এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের প্রতি আল্লাহ্তালার এর্শাদ হইয়াছে যে :—

واذا جاءك الذين يؤمنون بايتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة الخ •

অর্থাৎ যখন তোমার নিকটে আসিবে, যাহারা আমার আয়েৎ কোরাণের সহিত ইমান আনিয়াছেন, তবে আপনি বলুন আপনাদিগের উপর ছালাম, আপনাদিগের পরওার দেগার আপনাদিগের উপর রহমৎনাজেল করা নিজের উপর লাজেম করিয়াছেন।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

এবং আল্লাহতালার সহিত মোলাকাতের সময়, যে দিন মুমিন বান্দা সকল আল্লাহতালার সহিত মোলাকাত্ করিবে, তাঁহাদিগের তাহিয়া ছালাম হইবে। যথা কোরাণ শরিফ মধ্যে আছে :—

سلام قولا من رب رحيم

অর্থাৎ মেহেরবান আল্লাহ্তালা বান্দা মুমিনগণকে ছালাম বলিবেন।

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر و للہ الحمد

আর যখন এব্রাহিমি শরিয়ৎ অনুযায়ী এয়াকুব আলায়হেচ্ছালাম ; ও তাঁহার আওলাদগণ হুকুম মাণ্য করিতে বাধ্য ছিলেন ; তবে তাঁহারা হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের শরিয়ৎ অনুযায়ি হুকুম প্রাপ্ত ছিলেন, আল্লাহতালা বলিয়াছেন :—

و وصّی بها ابراهیم بنیه و یعقوب

অর্থাৎ শরিয়ৎ সম্বন্ধে হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালম, ও এয়াকুব আলায়হেচ্ছালাম স্বীয় পুত্রগণকে ওছিয়ৎ করিয়াছেন। তবে যখন হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের জমানাতে ও ছিজ্‌দা তাহিয়্যা রহিল না, তবে মনছুখ্ (রহিত) হওয়া না হওয়া বিষয় হাদিছ, দফ্‌তর্ গাওখোর্দ হো গিয়া, গরু খাওয়া বহির মত হইয়া গিয়াছে। কারণ যখন ছিজ্‌দার হুকুমই বাকি নাই, তবে মনছুখ্ (রহিত) কি হইবে? আর যদিও হজরৎ আবুল বশর ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামের কেচ্ছা, ফেরেস্তাগণের তাজিমি ছিজ্‌দার বিষয় কাহারও এন্‌কার ব্যতিত নকল করা হইয়াছে ; তবে আবুল মিল্লৎ ধর্মনেতা হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের কেচ্ছা ও প্রচলিত ছালামের বিষয় কাহারও এন্‌কার ব্যতীত নকল করা হইয়াছে। বিশেষত আমরা মোছলমানগণ হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের মিল্লতের তাবেদারি করিবার জন্য আদেশ করা গিয়াছি, যথা আল্লাহতালা ফর্মাইয়াছেন :—

ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفاً

অর্থাৎ আল্লাহ তালা নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামকে ফর্মাইয়াছেন ; তদ্‌পর তোমার নিকট ওহি পাঠাইয়াছি যে এব্রাহিমের

সোজা মিল্লতের তাবেদারি কর। তবে শাহ্ ছাহেব, আপনিই বলুন যে, কোন পথ অবলম্বন করা উচিৎ? তবে দিনদারি ও বিচারের সহিত বলিবেন।

হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণ, ও তাঁহার পিতা মাতার ছিজ্‌দার দ্বারা প্রমাণ দেওয়া ষষ্টম, সপ্তম, ও অষ্টম তন্‌কিহের উপর মৌকুফ হইতেছে। ইহা ব্যতিত শোকরের ছিজ্‌দা, ও হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের স্বপ্নকে সত্য করা ও প্রচলিত আছে, অর্থাৎ হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছামামের জন্য ছিজ্‌দা করা খাছ্ হইতেছে, আর কাহারও জন্য নহে। তফ্‌ছির কবিরের পঞ্চম জেলেদের ২৪৫ পৃষ্ঠায় আছে।

الاول وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء ان المراد بهذه الاية انهم خروا له اي لاجل وجدانه سجد الله تعالى وحاصل الكلام ان ذلك السجود كان سجوداً للشكر فالمسجود هو الله تعالى الا ان ذلك السجود انما كان لاجله الخ ●

ইহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা পড়িয়াছে ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের জন্য; অর্থাৎ তাঁহাকে পাওয়াতে আল্লাহ্‌র জন্য ছিজ্‌দায় পড়িয়াছেন। সারকথা এই যে, এই ছিজদায়ে ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম, শোকরের জন্য ছিজ্‌দা ছিল, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামকে (এক বহুৎ দারাজ মুদ্দতের পরে) পাইবার কারণে আল্লাহতালাকেই শোকরের ছিজ্‌দা করিয়াছেন। আর হইতে পারে, হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের সপ্নটী সত্য করিয়া দেখাইবার জন্য, হজরৎ ইয়াকুব আলায়হেচ্ছালাম ও তাঁহার আওলাদগণ ছিজ্‌দা করার জন্য হুকুম করা গিয়াছিলেন; কারণ পয়গম্বরগণের সপ্ন আল্লাহতালার ওহি হয়, এবং

ওহি পুরা হওয়া দরকার, যেমন হজরৎ এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম নিজ পুত্রকে জবেহ্ করিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ঐ স্বপ্ন তাঁহার পুত্রকে জবেহ্ করিবার কারণ হইয়াছিল। তফ্‌ছির কবিরের পঞ্চম জেলেদের ২৪৬ পৃষ্ঠায় আছে ; হজরৎ এব্‌নে আব্বাছ (রা) বলিয়াছেন যে, যখন হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম তাঁহার মাতা, পিতা, ও ভাইগণের ছিজ্‌দা করা দেখিলেন, তখন তাঁহার ভয় হইল, এবং তাঁহার শরীরের সমস্ত চুল খাড়া হইয়া গেল ; এবং হজরৎ ইয়াকুব আলায়হেচ্ছালামকে বলিলেন, ইহা আমার পূর্ব্বের স্বপ্নের তাবির। আমি বলি এই কথায় সপ্তম তান্‌কিহের উত্তরকে প্রবল করিতেছে ; অর্থাৎ হইতে পারে আল্লাহ্‌তালা হজরৎ ছৈয়েদেনা এয়াকুব আলায়হেচ্ছালাম, ও তাঁহার আওলাদ্‌গণকে এমন হেকমতের জন্য ছিজ্‌দা করিবার হুকুম করিয়াছেন, যে তাহা তিনি ভিন্ন, আর কেহ বুঝিতে পারে না। অর্থাৎ হজরৎ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, বাপ্‌জান, আপনার ন্যায় বুজুর্গ বিজ্ঞান পয়গম্বরের লায়েক নহে, যে নিজ পুত্রকে ছিজ্‌দা করেন, কিন্তু ইহা আল্লাহ তালার এক হুকুম হইতেছে ; যাহার সহিত আপনি আদেশ করা গিয়াছেন, কারণ পয়গম্বরদিগের স্বপ্ন সত্য হয়। যেমন হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম স্বপ্নে স্বিয় পুত্রকে জবেহ্ করিতে দেখায়, তাঁহার উপর জাগ্রত অবস্থায় আপন পুত্রকে জবেহ্ করা ওয়াজেব হইবার কারণ হইয়াছিল। সেই মত এই স্বপ্ন যে হজরৎ ইউছুফ্ আলায়হেচ্ছালাম দেখিয়াছিলেন, ও হজরৎ ছৈয়েদেনা ইয়াকুব আলায়হেচ্ছালামকে বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার উপর ছিজ্‌দা ওয়াজেব হইবার কারণ হইয়াছিল। এই জন্য হজরৎ এব্‌নে আব্বাছ (রা) বলিয়াছেন যে, হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম যখন ইহা দেখিলেন, তখন তাঁহার ভয় হইল, ও তাঁহার সমস্ত শরীরের পশম খাড়া হইয়া গেল, কিন্তু তিনি কিছু বলেন

নাই। ইহারি দ্বারা প্রকাশ হইল যে, যদি কোন ভাল লোক স্বপ্ন দেখেন, তবে যদি পারা যায়, উহাকে সত্য করিয়া দেওয়া যাইবে, যেমন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম কপালের উপর ছিজ্‌দা করাইয়াছেন; যাহাকে বিরোধী শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেব লাভ জনক মনে করিয়া তাহার পঞ্চবিংশ (২৫) দফার মধ্যে নকল করিয়াছেন। এবং হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের ভাইগণের ছিজ্‌দাকে তাজিমি ছিজ্‌দা হওয়া, যদি ও কোন কোন তফ্‌ছির লেখকগণ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম রাজি (র) ইহাকে অনেক অসম্ভব বলিয়াছেন; যথা তাঁহার তফ্‌ছির কবিরের পঞ্চম জেলেদের ২৪৬ পৃষ্ঠায় আছে। হইতে পারে তাহিয়্যা ও সম্মানের কার্য্য সেই জমানাতে ছিজ্‌দা করা ছিল, ও হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামকে সম্মান করা তাঁহাদিগের ছিজ্‌দা করার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইহা অতি আশ্চার্য্য হইতেছে, কারণ অতিরিক্ত তাজিমের জন্য হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ্‌ আলায়হেচ্ছালাম হইতে হজরৎ ছৈয়েদেনা ইয়াকুব আলায়হেচ্ছালাম বেশী লায়েক ছিলেন। তবে আপনাদিগের কথা তাজিমি ছিজ্‌দার বিষয় যদি সত্য হয়, যেমত আপনারা বলিয়াছেন, তাহা হইলে হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের উপর ওয়াজেব হইত, যে তিনি হজরৎ ছৈয়েদেনা ইয়াকুব আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করেন। আর এই কথা সকলে জানেন যে তাহিয়্যা ও তাজিম করা প্রথম মোলাকাতের সময় হইয়া থাকে নিয়ম আছে। যখন প্রথম প্রথম মোলাকাৎ হইল, তখন কেহ ছিজ্‌দা করে নাই, কিন্তু যখন হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম তক্তের উপর বসিলেন, এবং মাতা ও পিতাকে তক্তের উপর বসাইলেন, সেই সময় ছিজ্‌দা করিলেন। তবে আপনি বলুন ইহা তাজিমের ছিজ্‌দা কেমন করিয়া হইল? আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

فلما دخلوا علي يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر انشاء الله امنين - ورفع ابويه علي العرش وخروا له سجدا - وقال يا ابت هذا تاويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا الخ

অর্থাৎ যখন তাঁহারা সকলে হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ্ আলায়হেচ্ছালামের নিকট দাখেল হইলেন, হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ্ আলায়হেচ্ছালাম নিজ মাতা, পিতাকে নিজ নিকটে স্থান দান করিলেন, ও বলিলেন, আল্লাহ চাহে আপনারা মেছের মুলুকে আমাদের সহিত প্রবেশ করুন। এবং তাঁহার মা বাপকে নিজ তক্তের উপর উঠাইলেন, ও হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের জন্য সকলে ছিজ্‌দায় পড়িলেন। হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, বাপ্‌জান ইহা আমার পূর্ব্বের স্বপ্নের তাবির। আমার আল্লাহতাআলা ঐ স্বপ্নকে সত্য করিয়াছেন। যদি এখনও ইহাকে তাজিমি ছিজ্‌দা বলা যায়, তবে শ্রবণ করুণ, সেই জমানাতে তাজিমি ছিজ্‌দা বাদশাহ্‌গণের জন্য করা প্রচলিত ছিল বলিয়া, কোন কোন তফ্‌ছিরে আছে, যথা তফছির এব্‌নে জরির তিব্রির ৩৯ পৃষ্ঠায় আছে, "এয়াকুব আলায়হেচ্ছালাম ও তাঁহার পুত্রগণ ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের নিকট দাখেল হইলেন, তাঁহারা যখন ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামকে দেখিলেন, তাঁহার জন্য ছিজ্‌দায় পড়িলেন, কারণ উহা সেই জমানাতে বাদশাহদিগের জন্য তাজিম করা ছিল।" তবে যদি কোন বাদশাহ্ এই তাজিমি ছিজ্‌দাকে প্রচলিত করিতে চাহেন ; তবে বাদশায় বাদশায় শব্দে ও অর্থে এক শরিক বলিয়া, বাদশাহকে ছিজ্‌দা করা জায়েজ হইবার কারণ বোধ হয় বাহির হইতে পারে, কিন্তু কোন প্রজার কি সাধ্য, কোন প্রজার কি ক্ষমতা, কোন প্রজার কি মকদুর, যে উহা নিজের জন্য

ছাবেৎ করিতে পারে। হাঁ, হইতে পারে, শাহ অর্থ বাদশাহ, এই শব্দের শরিক হওয়া বশত, শাহ বদীয়ল আলম ছাহেব নিজেকে ছিজ্‌দার মছ্‌তাহাক্‌ ও উপযুক্ত মনে করিয়াছেন, নচেৎ এই ছিজ্‌দা জায়েজ করার জন্য, তাঁহার জানে প্রাণে লাগিয়া পড়ার কোন হক নাই, এবং তাঁহার উচিৎ নহে। আল্লাহতালা ফর্ম্মাইয়াছেন :—

ان فی صدورهم الا کبر ماهم ببالغیه فاستعذ با الله

"তাহাদিগের ছিনার ভিতর গরুরি ভিন্ন, আর কিছু নাই, তাহারা ইহার লায়েক নহে, তবে তুমি আল্লাহতালার নিকট পানাহ চাও।"

চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি বানি ইছ্‌রাইল্‌দিগের মধ্যে তরিকা রেছম ছিজ্‌দা থাকিত, তাহা হইলে ইহা তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবার প্রথা কেন ছিল না? তফ্‌ছির কবিরের তৃতীয় জেলেদের ৪০৯ পৃষ্ঠার মধ্যে পূর্ব্বকালের তাহিয়া ও তাজিম সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, নাছারাগণের তাহিয়া তাজিম মুখের উপর হাত রাখা, ও ইহুদিগণের তাজিম এক অন্যকে অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা, এবং মজুছিগণের তাজিম সম্মুখের দিকে ঝুকিয়া যাওয়া, এবং আরবগণের তাহিয়া তাজিম একে অপরকে حیاك الله হাইয়া কাল্লাহ বলা। অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ জেন্দা রাখুন। আর বাদশাদিগের জন্য انعم صباحاً আন্‌ আম্‌ ছাবাহান্‌ বলা, এবং মোছলমানদিগের তাহিয়া ও তাজিম একে অপরকে

السلام علیك ورحمة الله وبرکاته

আচ্ছালামু আলায়কা ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়াবরকাতুহু বলা। মোছলমানদিগের এই তাহিয়া ও তাজিম, যে অন্যান্য সকল তাহিয়া ও তাজিম হইতে শ্রেষ্ঠ; বেহতর, ও বুজুর্গ ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। আর দেখুন যদি হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের শরিয়তের মধ্যে,

তাজিমি ছিজ্‌দা করা ছাবেৎ থাকিত, তবে ছিজ্‌দা করায়, হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম কেন ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন, এবং কেন তাঁহার শরীরের চুল খাড়া হইয়া গেল ? ইব্রং ও নছিহতের বিষয়, যে করিম এব্‌নল্‌ করিম, করিম এব্‌নল্‌ করিম, অর্থাৎ বুজুর্গের বেটা বুজুর্গ, বুজুর্গের বেটা বুজুর্গ হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হচ্ছালাম, যাঁহার পিতা হইতেছেন হজরৎ ছৈয়েদেনা ইয়াকুব আলায়হেচ্ছালাম, তাঁহার পিতা ছিলেন হজরৎ ছৈয়েদেনা এছ্‌হাক আলায়হেচ্ছালাম, তাঁহার পিতা ছিলেন হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম অলায়হেচ্ছালাম। সেই হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালাম ছিজ্‌দার দরুনে কম্পিত হইয়া উঠিলেন,ও তাঁহার শরীরের সমস্তপশম খাড়া হইয়া উঠিল। আর বিরোধী শাহ্‌ বদীয়ল আলম ছাহেবের সম্প্রদায় এই ছিজ্‌দার উৎকৃষ্টতা, এবং জায়েজ ছাবেৎ করার পশ্চাতে লাগিয়া পড়িয়াছেন। আল্লাহতালা ফর্মাইয়াছেন :—

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا

অর্থাৎ তাহাদিগের মুখ হইতে বড় কথা বাহির হইতেছে, তাহারা মিথ্যা ভিন্ন বলিতেছে না। আমরা আমাদিগের আমলের বুরাইগুলি হইতে আল্লাহতালার নিকট পানাহ্‌ চাহিতেছি। অষ্টাদশ দফার মধ্যে যখন আপনি মনছুখ (রহিত) হওয়া মানিয়া লইয়াছেন, যদি ও উহা আপনার দ্বাদশ দফার বিপরিৎ হয়। কিন্তু আমি রহিত হওয়া মনে করিয়া কথাটীকে লম্বা করিতে ইচ্ছা করি না। রহিত মনে করিয়া লইবার কারণ এই যে, অষ্টাদশ দফা, দ্বাদশ দফার পরে আছে। পাছের কথায় আগের কথাকে রদ বা রহিত করে, অতএব মনছুখ হওয়া আপনার পাছের দফার মধ্যে থাকায়, আমিও উহা মনছুখ্‌ হওয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু এই স্থলে একেবারে চুপ থাকা উচিৎ নহে, বরং এই মছ্‌য়ালাতে কিছু রৌশনি ডালা

(বয়ান করা) আবশ্যক মনে করিতেছি। তবে বলিতেছি যে, আপনার দ্বাদশ দফার মধ্যে যে আছে, ছিজ্‌দার আয়েৎগুলি খবরের শ্রেণিভুক্ত, এই কথা আপনার সপ্তদশ দফার কথার দরূণ, গলৎ বা অশুদ্ধ ছাবেৎ হইয়াছে। সপ্তদশ দফার মধ্যে আছে যে "আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করা আদেশ ও হুকুম হওয়া দরূন ফরজ আইন ছিল"। পূর্ব্বের দ্বাদশ দফার মধ্যে ছিজ্‌দার আয়েৎগুলিকে খবর বলিয়াছেন, এখানে সপ্তদশ দফার মধ্যে হুকুম ও আদেশ মানিয়া ফরজ আইন ছাবেৎ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামকে ছিজ্‌দা করা ফেরেস্তাগণের প্রতি আদেশ তো ছিলই, এখন ইহার পরে আপনি নিজ হইতে দুইটী কথা বাহির করিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে, যে হুকুম শুধু ফরজ হয়, উহা অন্য পয়গম্বরের জমানাতে হারাম হইতে পারে না। অতএব মোবাহ্‌ হওয়া বর্ত্তমান ও বাকি থাকিবে। কারণ মোবাহ হওয়াটা হুকুম হওয়ার উপর অতিরিক্ত কথা হইতেছে। দ্বিতীয় কথা যাহা আপনি নিজ হইতে বাহির করিয়াছেন তাহা এই যে, যে কথাকে আল্লাহতালা কোরাণশরিফে কেচ্ছা বলিয়াছেন, আপনার মতে হাদিছ দ্বারা তাহা রহিত হইতে পারে না। আপনি বোধ হয় ছুরা আরাফ পড়িয়াছেন, ইহাতে হজরতের তারিফের সম্বন্ধে আছে :—

قوله تعالى و يضع عنهم اصرهم و الا غلال التى كانت عليهم *

আল্লাহতালা হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের বিষয়ে বলিতেছেন যে, নবি মহম্মদ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম) লোকদিগের উপর যে সমস্ত কঠিন হুকুম এবং তয়োক্ ছিল, সেই সমুদয়কে তিনি দূর করিয়াছেন। যথা পূর্ব্বকালের শরিয়তে নাপাকির স্থানকে কাটিয়া ফেলা ফরজ ছিল, এখন তাহা রদ হইয়া গিয়াছে। তবে যেইস্থানে

নাপাকি লাগে, সেই স্থানকে কাটিয়া ফেলা, এখন মোবাহ্ হওয়া বাকি আছে কি ? মোছাল্লামোচ্ছবুৎ কেতাবের ২০৪ পৃষ্ঠায় আছে যে, যাহা আমাদিগের পূর্ব্ব জমানার লোকদিগের উপর জবর ছিল, তাহা আমাদিগের উপর হইতে রহিত করা গিয়াছে। যথা নাপাকির স্থানকে কটিয়া ফেলা, ও জকাতের মধ্যে মালের চতুর্থাংশ আদায় করা ইত্যাদি। ইহার দ্বারা ফরজ হওয়া, ও হারাম হওয়া, একই স্থানে, দুই জমানাতে আদেশ হইল না কি ? হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামের জমানার মধ্যে বংশ বাকি থাকিবার জন্য, সহোদরা ভগ্নির সহিত বিবাহ করা ফরজ ছিল, আমাদিগের জমনাতে হারাম হইয়াছে। আপনি উনবিংশ দফার মধ্যে বলিয়াছেন, যে কোন জিনিষের হুকুম হওয়া চলিয়া গেলে, উহার মোবাহ্ বাকি থাকে। তবে এই অনুসারে সহোদরা ভগ্নির সহিত বিবাহ করা, এখন মোবাহ্ হইবে কি ? হজরৎ ছৈয়েদেনা মুছা আলায়হেচ্ছালামের শরিয়তের মধ্যে, শনিবারকে তাজিম করা ফরজ ছিল, আমাদিগের শরিয়তে তাহা হারাম হইয়াছে। তবে শনিবারকে তাজিম করা এখনও মোবাহ্ হইবে কি ? আপনি দূরে কোথায় যাইতেছেন ? আপনার চতুর্দ্দশ দফার মধ্যে মোছাল্লামোচ্ছবুৎ কেতাবের যে এবারৎ নকল করিয়াছেন, সেই এবারতের পাছেই আছে, যে ফরজ হওয়া, ও হারাম হওয়া, এক স্থানে, এক সময়ের মধ্যে হইয়াছে, ভিন্ন সময়ের কি কথা ? তবে ঐ কথা (অর্থাৎ ফরজ রহিত হইয়া গেলে মোবাহ্ বর্ত্তমান থাকে) বলাতে আপনি হানিফি মোজ্হাবের বিরোধী হইলেন কি না ? বরং আপনার এইরূপ সাধিনতার দরুন, আপনার এবাহিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইবার আশঙ্কা আছে। এবং হাদিছ ও খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আয়েৎ কোরাণ মনছুখ্ হওয়া জায়েজ নাই বলিয়া আপনি যে হাদিছ— :

كلامی لا ينسخ كلام الله

অর্থাৎ আমার কালাম আল্লাহতালার কালামকে রহিত করে না। এই হাদিছ শরিফটী নকল করিয়াছেন, এই হাদিছটী ছহি হওয়া, কিম্বা না হওয়া, এবং ইহার নিকটে, যে এই হাদিছের বিপরিৎ অন্য হাদিছ বর্ণিত আছে যথা :—

عن ابن عمر (رض) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احاديثنا ينسخ بعضها بعضاً كنسخ القرآن ✱

এব্নে ওমর (রা) হইতে রেওয়ায়েৎ আছে যে, হজুরৎ রছুল করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, যে কোরাণের রহিতের মত, আমার কোন হাদিছ, কোন হাদিছকে রহিত করে, অর্থাৎ হজরতের বাজে হাদিছ বাজে হাদিছকে রহিত করিতে পারে। যদি এই উভয় বিষয় (অর্থাৎ প্রথম হাদিছ ছহি কি না? এবং দ্বিতীয় হাদিছ যে প্রথম হাদিছের বিপরিৎ) দুইটী পরিত্যাগ করি, তবে আপনি বলুন দেখি, আহ্লে তরিকৎ এবং মহক্কেকগণ কোন কেৎই দলিল অনুযায়ি ফর্জিয়ৎ রহিত হওয়া স্বীকার করিয়াছেন ? অর্থাৎ ফরজ রহিত হওয়া বলিয়াছেন ? মেহেরবাণি করিয়া আমাকেও অনুমতি প্রদান করুন, আমিও উহার দ্বারা রহিতের মত্ অবলম্বি হইয়া যাই। ফেক্হার যে সকল বর্ণনাতে রেওয়ায়েৎ আহাদ দ্বারা রহিতের কথা বলা গিয়াছে, উহাকেও ছাড়িয়া দিন, উহা তো মহক্কেকগণের মতের বিপরিত হয়, হউক। উদ্দেশ্য তো একই, যে রহিত করা। যদি এমন দলিল দেখাইতে পারেন, তবে আমাদিগের চক্ষু উজ্জ্বল ও দেল খোশ হইবে। আর মোবাহ বাকি থাকা বিষয়, আপনি যখন হানিফি হইতেছেন, তখন হানিফি মজ্হাবের কেতাব সমূহে দৃষ্টীপাত করুন, তাহা হইলে প্রকাশ হইয়া যাইবে, যে মোবাহ হওয়া

ও বাকি থাকে না, যেরূপ উপরে বলা হইয়াছে। এবং আপনি যে বলিয়াছেন, মূলে মোবাহ হওয়াটা শরিয়তের উপর অতিরিক্ত জিনিষ, এই কথা বাজে মোতাজেলা লোকের মজ্‌হাব্‌ হইতেছে, ছুন্নৎ জামায়াতের লোকের মজ্‌হাব নহে। মোছাল্লামোচ্ছবুৎ কেতাবের ১৯৫ পৃষ্ঠায় আছে "মোবাহ্‌ হওয়া শর্য়ি হুকুম হয়। কারণ উহা এক্তেয়ারের সহিত শরিয়তের হুকুম হয়, অর্থাৎ করা ও না করা উভয়ের এক্তেয়ার আছে। আপনি ছুন্নি হানিফি বলিয়া নিজে ঘোষণা করিয়াছেন, তবে মোতাজেলা লোকের এই মজ্‌হাব কেন অবলম্বন করিলেন? বুঝিতে পারিতেছি না। আরও শ্রবণ করুন, কোরান শরিফের মধ্যে আল্লাহ্‌তালা যে কেচ্ছা সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হানিফি লোকের মত্‌ অনুসারে তাহা ছুন্নতের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ উহার দ্বারায় এমত আহ্‌কাম ছাবেৎ হইবে, যেমন হাদিছ দ্বারা আহ্‌কাম্‌ ছাবেৎ হয়, যদি ও ঐ খবর কোরাণ শরিফের মধ্যে থাকুক না কেন? হোছামি কেতাবের ৯১ পৃষ্ঠায় আছে, আমাদিগের পূর্ব্বের শরিয়ৎগুলি, আমাদিগের নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের ছুন্নতের সহিত মিলিত হইবে"। সুতরাং আপনার বিংশঃ (২০) দফার মধ্যে যে বলিয়াছেন, হাদিছের দ্বারা কোরাণ রহিত হইতে পারে না; তাহা বাতেল হইল। কারণ পূর্ব্বকালের শরিয়তের হুকুম তো ছুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হইল, যদি ও কোরান শরিফের মধ্যে থাকুক না কেন? তবে যাহা ছুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাই হাদিছ দ্বারা রহিত হইয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখুন। আর যদি উহা কোরাণের সহিত মোল্‌হক্‌ বলিয়া ও মাণিয়া লই, তবে ইহার রহিতকারী যে খবরে ওয়াহেদ্‌, তাহা কে বলিল? উহার রহিতকারী খবরে মোতাওয়াতর হাদিছ আছে। তফ্‌ছির কবিরের তৃতীয় জেল্‌দে ৪০৭ পৃষ্ঠায় আছে ইছলামের পূর্ব্বে আরবদিগের নিয়ম

ছিল যে, যখন তাহারা পরস্পর মিলিতেন حياك الله হাইয়াকাল্লাহ বলিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে হয়াৎ দান করুণ, এই শব্দ হয়াৎ শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে, যেমন কি, হয়াৎ বৃদ্ধির জন্য দোওয়া করিল। তবে তাহিয়ার অর্থ আরবদিগের নিকট এক অপরকে حياك الله হাইয়াকাল্লাহ বলা। যখন আমাদিগের ইছলাম শরিয়ৎ আসিল, ঐ হাইয়াকাল্লাহ তাহিয়্যা ছালাম দ্বারা বদল করা হইয়াছে। তবে তাহারা তাহিয়্যাকে ছালামের এক নাম বানাইয়াছে।

قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام

অর্থাৎ মুমিনগণ যে দিন আল্লাহতালার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহাদিগের তাহিয়্যা হইবে "ছালাম"। এব্‌নে জরির তিব্রির তফ্‌ছিরের ৩৯ পৃষ্ঠায় আছে যে "আল্লাহতালা এই উম্মতের সম্মানার্থে বেহেস্তিগণের তাহিয়্যা যে ছালাম হইবে, তাহা দ্বারা তাহাদিগের ছালাম দুনিয়াতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; তবে সকলের মত অনুযায়ি তাহিয়্যার সময় ও স্থান প্রথম মোলাকাতের সময় হইতেছে। প্রথম মোলাকাতের সময় ছালাম হুকুম হওয়া, ও তাহার নিয়ম কায়দা কানুন ঠিক হওয়া, এতবেশী রকমে ছাবেৎ আছে যে, আর কোন হাদিছ বোধ হয় এমত হইবে না। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম মদিনা শরিফ আসিয়াই প্রথম দিবস হুকুম দিলেন যে :—

افشو السلام و اطعموا الطعام الخ

অর্থাৎ তোমরা পরস্পর ছালামকে জাহের কর, ও খানা খেলাও। এবং বোখারি শরিফের ৯২১ পৃষ্ঠায় আছে যে,—

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض الى قوله و افشاء السلام *

অর্থাৎ রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম আমাদিগকে সাৎ (৭) চিজের হুকুম করিয়াছেন, পীড়িত লোকের তত্ব বার্ত্তা লইতে, ও ছালাম জাহের করিতে ইত্যাদি। ছালামের শেষ সীমা কি? ও ইহাতে নিষেধ কি? কোন্ চিজ জায়েজ আছে, এবং কোন্ চিজ জায়েজ নাই, এবং কোন চিজের মধ্যে অন্য জাতির সহিত মোশাব্বাহ্ হওয়া আছে, এবং কোন্ চিজে নাই, এই সকল কথা এত বেশী পরিমাণে রেওয়ায়েৎ আছে যে, ইহার সমস্ত মিলিয়া প্রকৃত তাওয়াতর পর্য্যন্ত না পৌছিলে ও, আর্থিক তাওয়াতরে যে পৌছিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হাদিছতির্মজি শরিফের দ্বিতীয় জেলেদের ৯৭ পৃষ্ঠায় আছে যে "তোমাদিগের তাহিয়্যার (ছালামের) শেষ মোছাফাহা দ্বারা" এবং ঐ হাদিছের ৯৪ পৃষ্ঠায় আছে যে,

ليس منا من تشبه لغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى الاشارة بالكف *

অর্থাৎ যাহারা অন্য জাতির সহিত মোশাব্বাহ্ হইবে, তাহারা আমাদিগের মোছলমানের মধ্যে নহে, তোমরা ইহুদ ও নাছারাদিগের সহিত মোশাব্বাহ্ হইও না। কারণ ইহুদিগণের ছালাম করা আঙ্গুলীর ইসারা করিয়া, ও নাছারাদিগের ছালাম করা হাতের তালুর দ্বারা ইশারা করিয়া। যখন ছালামের মধ্যে এই পরিমাণ মোশাব্বাহ্ হওয়া অন্য জাতির সহিত, যাহারা কেতাবি জাতি নিষেধ হইল, তবে জমিনে মাথা রাখিয়া ছিজ্দা তাহিয়্যা করা, যে মোশ্রেকগণের সহিত মোশাব্বাহ্ হওয়া হয়, ইহা পবিত্র মোছলমানি শরিয়তে কখনও দুরস্ত হইতে পারে কি? এবং উহার প্রতি নিষেধের ছরিহ্ হাদিছ মৌজুদ আছে, যাহা বিভিন্ন ছাহেবাগণ রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন। যদি উহা মোতওয়াতর হাদিছ

না হয়, তবে মোতওয়াতর হাদিছ আবার কাহাকে বলে? এবং যদি উহাকে প্রকৃত পক্ষে হাদিছ আহাদ্ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু যখন ছাহেবা, তাবেইন, তাবেতাবেইন, এবং তামাম উম্মৎগণ কবুল করিয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা ইহাকে নকল ও আমল করিয়াছেন, এবং মিথ্যা কথার উপর তাঁহাদিগের একত্র হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এই মত হাদিছগুলি জচ্ছাছ হানিফি (র) নিকট এক প্রকার মোতওয়াতর হাদিছ হয়, সকল ওলামাগণের নিকট মশ্‌হুর হাদিছ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা দ্বারা কোরাণকে রহিত করা দুরস্ত আছে। হোছামি কেতাবের ৭২ পৃষ্ঠায় আছে। এবং যে মশ্‌হুর হাদিছ, আছলের মধ্যে হাদিছ আহাদ্ ছিল, পরে প্রচার হইয়াছে, উহাকে এতো অধিক লোকেরা নকল করিয়াছেন, যাহাদিগের মিথ্যার উপর একত্র হওয়া অসম্ভব। তবে উহা মোতওয়াতর হাদিছের ন্যায় আমলের জন্য দলিল হইল। উহার দ্বারায় কোরাণের উপর কোন হুকুম জেয়াদা করা দুরস্ত হইবে। এবং ইহাই আমাদিগের মজ্‌হাব্ মতে রহিত করা, বলা হয়। যথা জেনার অপরাধিকে পাথর মারা, এবং মোজার উপর মোছেহ্ করা, এবং কছমের কাফ্‌ফারাতে লাগাতর (দর্মিয়ানে না ভাঙ্গিয়া ক্রমাগত) রোজা রাখা হাদিছ দ্বারা কোরাণের উপর জেয়াদা করা গিয়াছে। কোরাণ দ্বারা বেটীর জন্য পিতার মৃত্যুর পর অংশ পাওয়া স্থির আছে, কিন্তু হজরৎ ফাতেমা (রা) র জন্য হাদিছ দ্বারা অংশ মিলে নাই, ঐ হাদিছ এই :—

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة

অর্থাৎ আমরা নবিগণের গোরোহ্ হইতেছি, কেহ আমাদিগের ওয়ারেশ হয় না। যাহা আমরা রাখিয়া যাই তাহা ছদ্‌কা হয়। এই হাদিছের দরুণ হজরৎ ফাতেমা (রা) হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে

ওয়াছাল্লামের সম্পত্তির অংশ পান নাই। কোরাণ শরিফের মধ্যে বেটীর জন্য মৃত পিতার সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তি ছাবেৎ আছে, তবে চিন্তা করিয়া দেখুন। পুনশ্চ যদি আপনার মত লেগাম ঢিলা করিয়া, বাজে মোতাজেলার মত্ অনুযায়ি, মূলে মোবাহ হওয়া শরিয়তের উপর অতিরিক্ত হওয়া মানিয়া লই, তবে ছিজ্দা করা মোবাহ্ হইবে। মোবাহ কার্য্যে কোন ছওাব কিম্বা আজাব নাই, এবং তাহা করা, আর না করা একই বরাবর হইতেছে। তবে এ অযথা, ও বেহুদা কার্য্যের জন্য এত ঝগ্ড়া ও গোলমাল কেন করিতেছেন? আল্লাহ্ না করুন, রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের ছুন্নৎ প্রতি আপনার জেদ্, হট্, লাড়াই, ঝগ্ড়া আছে কি? যে ছুন্নৎ নাকি শরিয়তের হুকুম, কি মত হুকুম, যাহা নাকি দিন এছলামের অঙ্গ, শরিয়তের অঙ্গ, উহাকে বিগাড়িয়া আপনার কল্পনা মতে মোবাহ্ কার্য্যকে ছাবেৎ করিতে চাহিতেছেন, যাহাকে মোবাহ্ বলিয়া মান্য করায়, বহু খারাবি আছে। বরং হানিফি ফকিহ্গণের কথা মতে একেবারে শেরেক ও কুফর হইতেছে। উহা জারি করা দিনদারি ও ইছলাম হইতে দূর, বরং নাছ্তিকতা হইতেছে। আপনি যে মোতাজেলাগণের কথা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা ও ইহাকে দুরস্ত রাখে না। কারণ ইহার খারাবি, ইহার বুরাই, জাহের আছে, তাহা বলিবার কোন আবশ্যক নাই। বানি এছ্রাইলগণ حطة হেত্তাতুন্ শব্দের স্থানে, অবহেলা করিয়া حبة হাব্বাতুন্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল, যাহা কেবল মাত্র শব্দের বেশ্কম্ ছিল মাত্র,ইহার জন্য তাহাদিগের উপর আল্লাহ পাকের তরফ হইতে এতাব (ধম্কি) নাজেল হইয়াছে, ঐ এতাব এই, আল্লাহ্তালা ফর্মাইয়াছেন :—

فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل لهم فانزلنا على
الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون •

ঐ জালেম সকল বদল করিয়া ফেলিল এক অপর কথা, যাহা ঐ কথার খেলাফ ছিল, যাহা বলিতে তাহাদিগকে হুকুম হইয়াছিল, সুতরাং সেই জালেমগণের উপর আমি আছমানি বালা নাজেল করিয়াছি, কারণ তাহারা নাফর্মানি করিতেছিল। ছিজ্দার এই বদল করা, বানি ইছ্রাইলের ঐ বদল করা হইতে অনেক গুরুতর হইতেছে। আমি কেবল মাত্র আপনার আছল অছল কতক দফার উপর তর্ক করিলাম, কারণ অন্যান্য দফাগুলি হয় তো ইহাদের সহিত সামেল আছে, অথবা অল্প খেয়াল ও ফেকের দ্বারা তাহা বুঝা যায়; যথা জাবের হাদিছ দ্বারা প্রমাণ দেওয়া, কারণ ইহার দ্বারা কেবল মাত্র চুমা দেওয়ার জায়েজ ছাবেৎ আছে, ছিজ্দার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তবে আমি সমস্ত অংশের উপর তর্ক করিয়া আপনার ছিজ্দার মছ্য়ালাকে প্রকাশ করিয়াছি। এবং উহা হারাম হওয়াকে স্পষ্টরূপে, পরিষ্কাররূপে জাহের করিয়াছি। এখন ও যদি আপনি না মানেন, তবে বোধ হয়, আপনি ছুন্নি হানিফি নহেন, বরং আপনি এবাহিয়ায়ে বাতেনিয়ার মধ্যে হইবেন। যাহাদিগের মধ্যে হাকম বেনে হাশম, যাহার উপাধি মোকান্নাকানা ছিল, খাটো কদের লোক ছিল, ১৫৯ হিজ্রি সনে সে খোরাছান দেশে বাহির হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি মানুষ দ্বারা নিজেকে ছিজ্দা করাইত, আর হলুলিয়ার কায়েল ছিল, এবং সে বলিত যে আল্লাহ তালা পবিত্র শরীর গুলিতে প্রবেশ করেন, ও বলিত যে, আল্লাহ তালা প্রথম হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তৎপর হজরৎ নুহ্ আলায়হেচ্ছালামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, হইতে হইতে আবি মোছলেম্ খোরাছানি পর্য্যন্ত, তৎপর আমার পির হাশমের ভিতর, অর্থাৎ পরে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। এবং সে বলিত যে খোদা চারি জন (১) আলিমর্ত্তজা (২)হোছায়ন (৩) জাফরে ছাদেক (৪) আবুহাশম মকান্না। তাহার ভক্তগণ তাহাকে

ছিজ্‌দা করিত, সেই হাশমই তাহাদিগের কেবলা ছিল। যেখানে থাকুক না কেন, লড়াইর মধ্যে খোদার নামের স্থলে হাশম আমাদিগকে সাহায্য কর বলিত। ইহা কামেল এবনে আছিরের ষষ্ঠ জেলেদের ২৪ এবং ২৬ পৃষ্ঠায় আছে।. এবং মেছের দেশের বাদশাদিগের মধ্যে মাহ্‌ছুভিয়ায়ে বাতেনিয়া ফের্কার বাদশাগণের মধ্যে হাকেম নাম এক বাদশা ছিল, তাহার আদেশ ছিল যে, যদি কোন্‌ মজ্‌লেছের মধ্যে, তাহার নাম উল্লেখ হয়, তাহা হইলেও ছিজ্‌দা করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত তাহাদিগের তকব্বরি ও ফেরাউনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। নাউজো বিল্লাহে মিন্‌জালেকা। কেতাব কামেল এবনে আছিরের অষ্টম জেলেদ ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠায় আছে। যাহা হউক যদি আপনি হানিফি বলিয়া দাবি করেন, তবে হানিফি ফেক্‌হার কেতাবের কথাগুলিকে মান্য করেন। শামি কেতাবের ২৪৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, "ফেরেস্তাগণের ছিজ্‌দা মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ছিজ্‌দা আল্লাহ্‌তালাকে করিয়াছেন, হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হে-চ্ছালামের দিকে বুজুর্গির দরুণ কাবা শরিফের মত তাওয়াজ্জা ছিল। কেহ বলিয়াছেন, ছিজ্‌দা হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামের সম্মান ও তাজিমের জন্য ছিল। পরে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের হাদিছ দ্বারা ঐ ছিজ্‌দা রহিত করা গিয়াছে, হাদিছ এই :—

لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

অর্থাৎ যদি কাহাকে ছিজ্‌দা করিবার জন্য হুকুম করিতাম, নিশ্চয় স্ত্রীকে হুকুম করিতাম যে, নিজ স্বামিকে ছিজ্‌দা করে। তাতারখানিয়াতে আছে, এবং তব্‌ইনল্‌ মহারেম কেতাবে আছে যে, দ্বিতীয় কথাটী ঠিক ও ছহি, অর্থাৎ ছিজ্‌দা হজরৎ আদম আলায়হেচ্ছালামের তাজিমের জন্য ছিল, এবাদৎ জন্য ছিল না। এইজন্য ইব্লিছ ছিজ্‌দা করে নাই। ইহা পূর্বকালে

তুরস্ত ছিল, যেমন হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ আলায়হেচ্ছালামের কেচ্ছাতে আছে। আবু মনছুর মাতুরিদি বলিয়াছেন যে, ইহাতে প্রমাণ হইল যে ছুন্নৎ দ্বারা কোরাণ রহিত হইতে পারে। এবং যদি আপনি মোশায়েখ্‌গণের মধ্যে হন, তবে গাওছোচ্ছাকালায়েন হজরৎ বড় পীর ছাহেবের কথা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করুণ, তাঁহার গনিয়াতোত্তালেবিন্ কেতাবে আছে যে :—

اجعل الكتاب والسنة امامك فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب *

অর্থাৎ "কোরাণ ও হাদিছকে তোমার সম্মুখে রাখ, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য কর, তবে সুসংবাদ প্রদান কর ঐ বান্দাগণকে, যাহারা কথা শুনিতে চায়, ও ভাল কথার তাবেদারি করে, তাহাদিগকে আল্লাহতালা হেদায়েৎ করিয়াছেন তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানীলোক হইতেছে।" শাহ্‌ ছাহেব মোনাজারায়ে ফেনির ঘোষণাপত্র মধ্যে লিখিয়াছেন, এই দেশের আলেমগণের একদল এতদূর সীমার বাহিরে গিয়াছেন যে, তাহ্‌কিক্ না করিয়া, মোছলমানের প্রতি কাফেরের ফত্‌ওয়া দিতেছেন, এবং ছিজ্‌দা তাহিয়া ও বাজ্‌না সহিত নাচ, ও গান শুনাকে, যদি উহা হারাম সমূহ হইতে খালী হয়, ও মনের খুসীর জন্য করা হয়, ইহাকে কোফরি ও বিধর্মি বলেন। বরং যে ফকিরগণ আল্লাহ্‌তালার জিকিরের কুওৎ, ও শক্তির জন্য, এবং আল্লাহতালার মহব্বতের জন্য, বাজ্‌নার সহিত গান শুনিয়া থাকেন, তাহাদিগকে ফাছেক ও কাফের বলেন। এই রকম কথা সীমাতীত ও অতিরিক্ত হইতেছে। আল্লাহতালার ফজলে ছিজ্‌দার বিষয়ে সত্য কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। (নাচ, গান) নাচ গানের হালালের বিষয় তো কোরাণ শরিফের মধ্যে কোন দলিল নাই, বরং কোরাণ শরিফের আয়েৎ :—

ومن الناس من يشترى لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم *

আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে খেলার বস্তু সকলকে, অর্থাৎ আল্লাহতালা হইতে গাফেল কর্ণেওয়ালা জিনিষ সকলকে, না বুঝিয়া শুঝিয়া খরিদ করিয়া লয়, লোকদিগকে আল্লাহতালার রাস্তা হইতে গুমরাহ্ করিবার জন্য। আর এই আয়েৎ আছে :—

افمن هذ الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون وانتم سامدون

কি তোমরা সকল এই কালাম হইতে তাজ্জব করিতেছ? আর হাসি করিতেছ? আর কাঁদিতেছ না? আর খেলা করিতেছ? হাদিছ বোথারি শরিফের ১২০ পৃষ্ঠায় আছে :—

البرطمة وهو ضرب من اللهو

অর্থাৎ বরতমা এক প্রকার খেলবাজি হইতেছে। এবং কোরাণ শরিফের মধ্যে আছে :—

وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاو و تصدية

আর খানা কাবার নিকটে তাহাদিগের ছিটি বাজানো, ও তালি দেওয়া ভিন্ন নামাজ ছিল না। অর্থাৎ নামাজের পরিবর্ত্তে হাতে তালি দেওয়া ও ছিটি বাজানো ছিল। এই সমস্ত আয়েৎ ও হাদিছ আছে, যাহার দ্বারা গান শুনা, ও নাচ ইত্যাদির হারাম হওয়া ছাবেৎ আছে, এবং হাদিছের বড় কেতাব বোথারি শরিফের ৮৩৭ পৃষ্ঠায় আছে :—

حدثنى ابوعامر او ابو مالك الاشعري و الله ما كذ بني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف و لينزلن اقوام الى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم يا تيهم يعنى

الفقير لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم و يمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة *

অর্থাৎ হাদিছ বয়ান করিয়াছেন আমাকে আবু আমের বা আবু মালেক আশ্য়ারি, আল্লাহতালার কছম তিনি মিথ্যা বলেন নাই। তিনি শুনিয়াছেন যে রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক হইবে, তাহারা জেনা হালাল বুঝিবে, রেশমী কাপড়, ও শরাব, ও বাজনাকে হালাল মনে করিবে, এবং নিশ্চয় অবতরণ করিবে কএকদল লোক এক পাহাড়ের টীলার নিকট, তাহাদিগের চারপায়া জন্তুগুলি তাহাদিগের নিকট থাকিবে, তাহাদিগের নিকট কোন ফকির কোন হাজতের জন্য আসিবে, তখন তাহারা ঐ ফকিরকে বলিবে, আমাদিগের নিকট আগামি কল্য আসিও, তবে রাত্রেই আল্লাহতালা তাহাদিগকে আজাব করিবেন, ও উক্ত পাহাড়কে গিরাইয়া দিবেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে হালাক করিবেন, এবং অপর দল যাহারা শরাপ পান করিবে, ও বাজনা ইত্যাদি বাজাইবে, তাহাদিগকে বান্দর ও শুকর বানাইয়া দিবেন রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত। এবং হাদিছ তিরমজি শরীফের দ্বিতীয় জেলেদের ৪৪ পৃষ্ঠায় আছে যে :—

عن عمران ابن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذالك قال اذا ظهرت القيان والمعازف و شرب الخمور *

অর্থাৎ হোছেনের পুত্র এম্রান হইতে রেওয়ায়েৎ আছে যে, যথার্থ বলিয়াছেন হজরৎ রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম, এই উম্মতের মধ্যে মাটীর মধ্যে ধসিয়া যাওয়া, ও ছুরৎ বিগাড়িয়া যাওয়া, এবং

আছমান হইতে পাথর পড়া আছে। তখন মোছলমানগণের মধ্য হইতে একব্যক্তি বলিল; এই মত কখন হইবে? হজরৎ ফর্মাইলেন যখন প্রচলিত হইবে গানেওয়ালী স্ত্রীগণ, ও বাজনা করা, ও শরাপ পান করা, তখন এই অবস্থা হইবে।

এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের ছহি হাদিছে আছে যে, এই উম্মতের মধ্যে কছাদি লোক পয়দা হইবে, ও তাহাদিগকে শাস্তি মিলিবে। নাচ, গান, বাজনা, এই সকল কার্য্য দুরস্ত আছে বলিয়া কোন ছহি হাদিছে নাই। এই তো হইল নাচ গান, ও তামাশা ইত্যাদির কথা। তবে জনাব, আপনার কথা মত যদি নাচ, গান, বাজনা ইত্যাদি আল্লাহ্‌তালার মহব্বৎ, ও নজদিকি হাছেল করিবার বস্তু হয়, তবে যত গানেওয়ালা ও নাচ্‌নে ওয়ালী এবং ফাহেশা স্ত্রীলোক আছে সকলেই খোদা প্রাপ্ত হয়। নাউজো বিল্লাহে মিন্ জালেকা।

কোরান ও হাদিছ মধ্যে যে জিনিষকে আল্লাহ্ তালার মহব্বতের কারণ বলিয়াছেন তাহা এই, আল্লাহ্ তালা ফর্মাইয়াছেন :—

قل ان كنتم تحبون الله فا تبعونى يحببكم الله

অর্থাৎ আয়ে মহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম,) আপনি লোকদিগকে বলিয়াদেন, যদি তোমরা আল্লাহতালাকে দোস্ত রাখিতে চাও, তবে আমার তাবেদারি কর, তোমাদিগকে আল্লাহ্ তালা দোস্ত রাখিবেন। আল্লাহ্ তালা আর ও ফর্মাইয়াছেন :—

و ما اتا كم الرسول فخذوه و ما نها كم عنه فا نتهوا

অর্থাৎ রছুল তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমল কর, এবং তিনি যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, উহা হইতে তোমরা ফিরিয়া আইস। এবং বোখারি শরিফের ১০৮২ পৃষ্ঠায় ছহি হাদিছের মধ্যে আসিয়াছে যে, হজরৎ বলিয়াছেন :—

فاذا نهيتكم عن شئ فانتهوه و اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم •

অর্থাৎ আমি যখন তোমাদিগকে কোন কার্য্য হইতে নিষেধ করি, তবে তোমরা তাহা ছাড়িয়া দেও, এবং যখন তোমাদিগকে কোন কার্য্যের হুকুম করি, তবে উহা হইতে যাহা পার তাহা আমল কর। তবে এই সকল আয়েৎ শরিফ ও হাদিছ দ্বারা বুঝা গেল, বাজি, বেহুদ্‌গী, নাচ, গান ইত্যাদি কখন ও আল্লাহ্ তালার নজ্‌দিকি হাছেল হইবার জিনিষ হইতে পারে না। বরং আল্লাহ্ ও রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের তাবেদারি করা, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তালার মহব্বৎ ও নজদিকি হাছেল করিবার জিনিষ হইতেছে।

تعصى الاله و انت تظهر حبه + هذا لعمرى فى الفعال بديع

لوكان حبك صادقا لا طعته + إن المحب لمن يحب مطيع

অর্থাৎ "আল্লাহ তালার নাফর্মানি করিয়া তুমি তাঁহার দোস্তি প্রকাশ করিতেছ, আমার ওমরের কছম ইহা কার্য্যের মধ্যে আশ্চার্য্য, যদি তোমার দোস্তি মহব্বৎ সত্য হইত, তবে নিশ্চয় তুমি তাহার তাবেদারি করিতে, নিশ্চয় দোস্ত যাহাকে ভালবাসে; মহব্বৎ করে, তাহার তাবেদার হয়। আশ্চার্য্যের বিষয় যে আপনি ছেমা মাল মজামির অর্থাৎ বাজনা, ও শুরের সহিত গান শুনাকে হারাম সমূহ হইতে খালি বলিতেছেন, যদি বাজনা হারাম না হয়, তবে জানি না হারাম কাহাকে বলে? হারামকে হালাল মনে করা শয়তানি কার্য্য হয়। আল্লাহ্ তালা ফর্মাইয়াছেন :—

وزين لهم الشيطن اعمالهم

তাহাদের আমলকে শয়তান জিনৎ ও খুব্‌ছুরতি দিয়াছে। আপনি নিজেকে হানিফি মজ্‌হাব অবলম্বি ছুন্নি মোছলমান বলিয়া ঘোষনা

করিয়াছেন, তবে দেখুন হানিফি মজহাবের প্রধান ফেকাহার কেতাব হেদায়ার ৪৩৯ পৃষ্ঠার মধ্যে আছে :—

ودلت المسئلة على ان الملاهى كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب •

অর্থাৎ সকল প্রকার গান বাদ্যাদি হারাম হইতেছে, বাঁশের উপর বাঁশ বাড়ি দিয়া গান করা ও হারাম হইতেছে। এবং হাদিছ শরিফের মধ্যে আসিয়াছে যে, হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন :—

حديث :— امرت بمحق المعازف و المزامير

বাদ্য যন্ত্রাদি ও বাজনাদী মিটাইবার জন্য আমি আদেশিত হইয়াছি। আপনি ফাওয়াদোল্ ফোয়াদ্ কেতাব হইতে অনেক প্রমাণ দিয়াছেন, সেই কেতাবের মধ্যেই তো আছে :—

مجمع از اغیار خالی باشد و درمیان چنگ و رباب نباشد

অর্থাৎ ছেমার (নাচ্ গানের) জন্য এইগুলি আবশ্যক যে অপর লোক হইতে মজ্‌লেছ খালি হওয়া চাই, ও ইহার মধ্যে বেহালা ও সারেঙ্গী হওয়া চাই না। এবং এতিমাহ্ কেতাবে আছে যে, যাহারা ফকির বলিয়া নাম রাখিয়াছেন, ও এক রকম পরিধান কাপড়ের দ্বারায় পরিচিত হইয়াছেন, এবং বেহুদা কাজে, ও নাচ গানের সহিত লিপ্ত হইয়া নিজ মাফ্‌ছের জন্য মর্তবা দাবি করিতেছেন, উহাদের বিষয় এমাম হালওয়ানি (র) কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, তবে তিনি বলিলেন, এই রকম ফকিরগণ আল্লাহ তালার প্রতি মিথ্যা বলিতেছেন, ও মিথ্যা তহমৎ লাগাইতেছেন, তাঁহাকে লোকে আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি তাহারা ঠিক রাস্তা হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে তাহাদিগকে তাহাদিগের ফাছাদ দফের

অন্য দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে কি ? তিনি বলিলেন খারাব জিনিষকে যত্ন করা অপেক্ষা দূর করিয়া দেওয়াই ভাল, এবং পবিত্র বস্তুকে খারাব হইতে পৃথক করা অতিশয় পাকিজা কার্য্য হইতেছে। এই মত তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ছেমা, কাওল, ও নাচ, গান যাহা এজমানার ফকিরগণ করিতেছে, তাহা হারাম হইতেছে ; ইহার দিকে ইচ্ছা করা, এবং ইহার জন্য বসা, ও মজ্‌লেছ করা দুরস্ত নাই। গেনা এবং মজামির একই সমান। তাছাওফের ছালেকগণ ইহাকে দুরস্ত বলিয়াছেন, এবং পূর্ব্বকালের বুজুর্গদিগের কার্য্যকে তাহারা তাহাদিগের দুরস্ত বলিবার দলিল আনিয়াছেন ; উক্ত এমাম (র) বলিয়াছেন যে, আমার মতে পূর্ব্বকালের দরবেশগণ যাহা করিতেন, উহা এখনকার ফকিরগণ যাহা করিতেছেন, ইহার বিপরিত ছিল। কারণ তাহাদিগের জমানাতে এমন হইত যে, কোন ব্যক্তি কোন পদ্য পড়িতেছে, যাহার মধ্যে এমন অর্থ আছে, যাহা উহাদের অবস্থানুযায়ি (হালের মোয়াফেক) হইত, এবং যাহার দেল নরম হইত, তিনি যখন তাহার নিজের হালের মোয়াফেক কথা শুনিতেন, তখন প্রায় সময় তাহার জ্ঞান চলিয়া যাইত, এবং তিনি বেহুশ অবস্থায় খাড়া হইতেন, ও অজ্ঞান অবস্থার সময় তাহার অনেক খেলাফ শরা হর্কৎ ও কার্য্য প্রকাশ পাইত। তবে এইরূপ হওয়াকে কেহ নাজায়েজ মনে করিতেন না, কারণ উহা বেহোষ ও বেএক্তেয়ার অবস্থার কথা, যাহার উপর মোয়াখেজা হয় না। পূর্ব্বকালের মোশায়েখগণ বর্ত্তমান সময়ের ফাছেক, ও শরিয়ৎ বিষয়ে অনভিজ্ঞ বেদাতি ফকিরগণের ন্যায় কার্য্য করিতেন বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। শরিয়তে প্রমাণ দিতে হইলে পাক্কা দিনদার মোছলমানগণের কার্য্যের দ্বারায় প্রমাণ দিতে হয়। আলামগীরি ৩৭৯ পৃষ্ঠায় জাওয়াহেরোল্‌ ফতওয়া হইতে এই প্রকার বর্ণিত আছে। আল্লাহ তালা পবিত্র কোরান শরিফ মধ্যে ফর্মাইয়াছেন :—

ان هذا صراطی مستقیماً فاتبوه ولا تتبعو السبل فتفرق بکم عن سبیله - و الله الهادی *

নিশ্চয় ইহা আমার সোজা রাস্তা, তবে তোমরা ইহার তাবেদারি কর এবং অনেক রাস্তার তাবেদারি করিও না, তোমাদিগকে আল্লাহ তালার রাস্তা হইতে ভিন্ন করিয়া লইয়া যাইবে, আল্লাহতালাই হেদায়েৎ কর্ণেওয়ালা হইতেছেন।

دستخط　　　　دستخط　　　　کتبه

محمد ناظر حسن　　مدرس اول　　محمد اسحاق

نائب الصدر - مدرسۂ　صفی الله　عفی عنه مدرس مدرسه

عالیه کلکته　　　　　　عالیه کلکته

یکم ربیع الثانی سنه ۱۳۳۵ھ یوم پنجشنبه

محمد اسحاق
لطف
ثاقب از ۱۳۱۰

صلوة الله علی الداعی محمد

اے اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے مور ضعیف کو تالیف کتاب هذا نصیب هوا *

صلوة الله علی الهادی محمد

فقیر حقیر صدر الدین احمد

نقشبندی - مجددی - قادری

সম্পূর্ণ